সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার ২০১৯

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১৯



‘Build to Last’

‘নিয়ম মেনে অবকাঠামো গড়ি, জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি হ্রাস করি’।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর যৌথ কর্মসূচি)

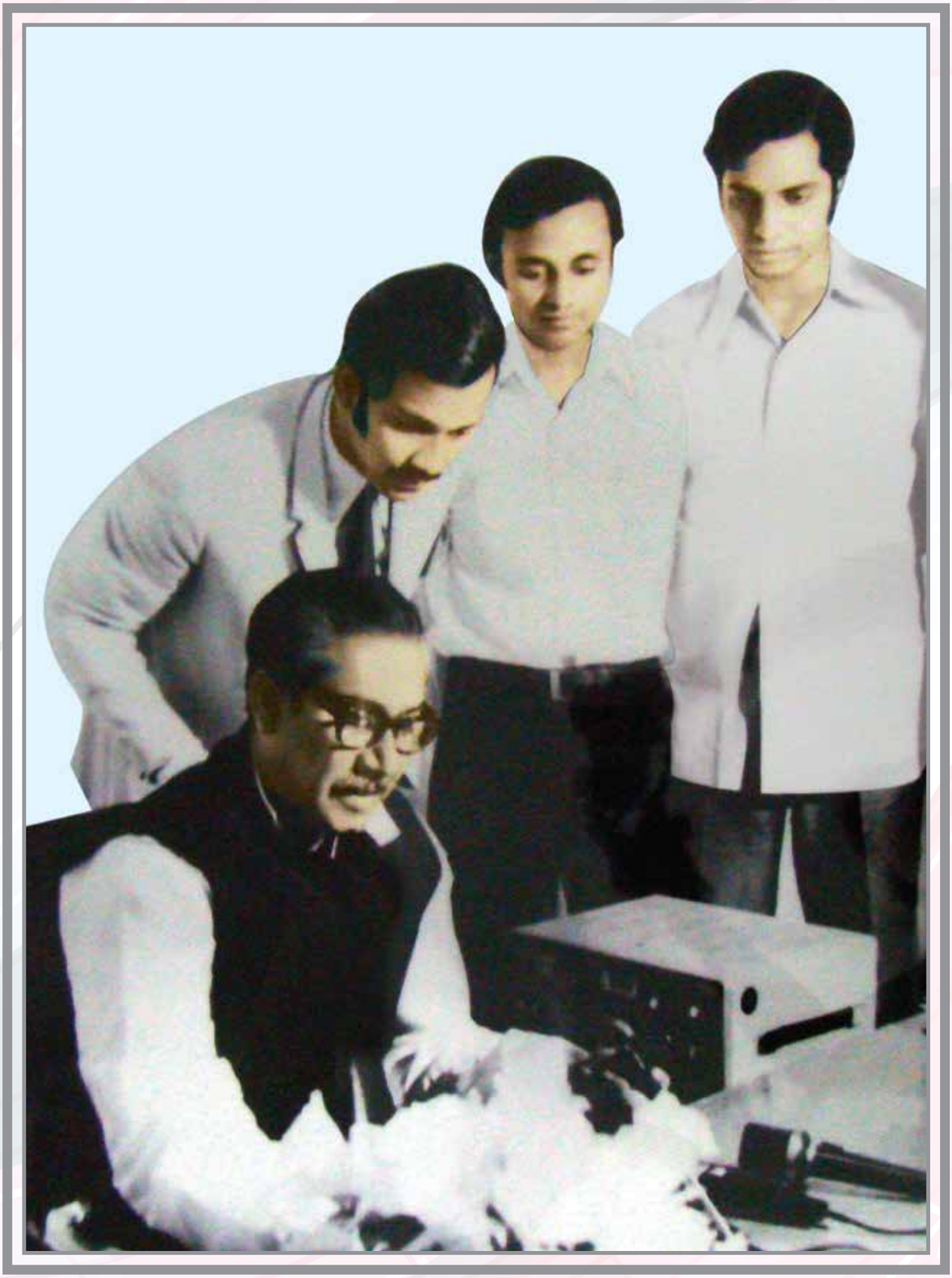
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

American Red Cross

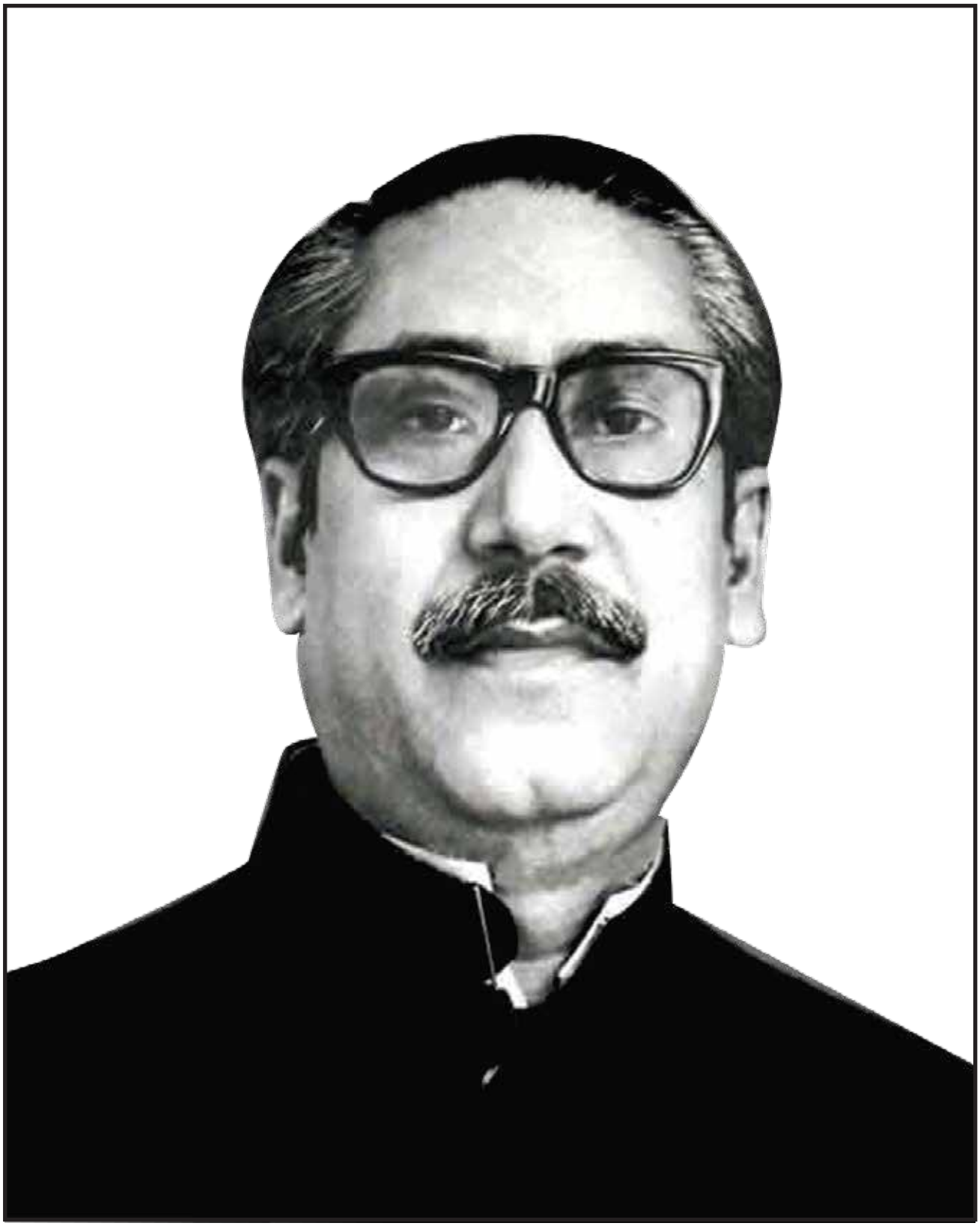
BANGLADESH RED CRESCENT SOCIETY BDRCS

INTERNATIONAL FEDERATION

100 1919 - 2019



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে
সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে কথা বলছেন।



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৮ আশ্বিন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৩ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষ্যে 'সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার-২০১৯' প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। দুর্যোগের কারণে প্রতিবছর বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক জীবন, সম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদী ভাঙ্গন, অতিবৃষ্টি, বজ্রপাত, খরা প্রভৃতি দুর্যোগের সঙ্গে সংগ্রাম করেই বাংলাদেশকে টিকে থাকতে হবে। প্রতিনিয়ত পরিবেশ দুষণ, আবহাওয়ার পরিবর্তন ও বিশ্ব পরিমন্ডলে গ্রীণ হাউজ ইফেক্ট এর ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হার ও মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ১৯৭৩ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-কে প্রাতিষ্ঠানিকরূপ দেন। তখন থেকেই ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি-এর একটি যৌথ কর্মসূচি হিসেবে উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে সিপিপি'র স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ আর্তমানবতার সেবায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

আওয়ামী লীগ সরকার দুর্যোগ প্রশমনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আমরা দুর্যোগকে অর্ন্তভূক্ত করে ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ গ্রহণ করেছি। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসমূলক অবকাঠামো উন্নয়নের অংশ হিসেবে নতুন নতুন রাস্তা, সেতু, কালভার্ট, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে এবং পুরাতনগুলি সংস্কার করা হয়েছে। আমাদের এ সকল উদ্যোগের ফলে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

জাতির পিতার প্রতিষ্ঠিত সিপিপি'র স্বেচ্ছাসেবকগণের আর্তমানবতার সেবায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা হিসেবে 'সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার' প্রদান করা হয়। দেশের উপকূলীয় ১৩ জেলার ৪১ উপজেলার, ৩৫৫টি ইউনিয়নের, ৩,৭০১ ইউনিটের ৫৫,৫১৫ জন স্বেচ্ছাসেবকের মধ্য থেকে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সহযোগিতায় আমেরিকান রেড ক্রসের অর্থায়নে 'সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার'-২০১৯ প্রদানের এ উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি। এ পুরস্কারপ্রাপ্ত সকল স্বেচ্ছাসেবককে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি আশা করি সিপিপি'র স্বেচ্ছাসেবকগণ দুর্যোগ প্রশমনে স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি লাঘব করে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখবেন।

আমি 'সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার'-২০১৯ প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা



ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

২৮ আশ্বিন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৩ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অগ্নিকান্ড ও ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগকে মোকাবেলার কোন পদ্ধতি জানা না থাকলেও দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার পদ্ধতি আমাদের জানা প্রয়োজন। জনসচেতনতা বৃদ্ধি আর সঠিক পরিকল্পনা ও প্রাক-প্রস্তুতিই দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করতে পারে।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষ্যে এ বছর UNISDR কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিপাদ্য Build to Last এর আলোকে বাংলায় প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ 'নিয়ম মেনে অবকাঠামো গড়ি, জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি হ্রাস করি'।

বিশেষ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তার , প্রশিক্ষণ ও সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের বিশেষতঃ যুব সমাজকে দুর্যোগে প্রাক-প্রস্তুতি, প্রশমন ও নিবারণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ এবং অধিকতর সম্পৃক্ত করলে যে কোন দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির হ্রাস পাবে।

অগ্রিম প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে লাঘব করা যায়। এ জন্য দরকার বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, প্রাক-প্রস্তুতি, সর্বপোরি গণসচেতনতা ও নিবেদিত প্রাণ স্বেচ্ছাসেবক । বর্তমান বিশ্বে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেভাবে প্রতিনিয়ত হানা দিচ্ছে, তার জন্য আমাদের প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকের একান্ত প্রয়োজন।

নতুন ৬টি জেলায় (গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, ঝালকাঠি ও চাঁদপুর) বিস্তৃতির মাধ্যমে ১৯টি জেলা সিপিপির আওতায় আনয়ন, স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা বৃদ্ধি (৪২,০০০ জন হতে বাড়িয়ে ৫৫,৫১৫ জন), পর্যায়ক্রমে সকল স্বেচ্ছাসেবককে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান, সাংকেতিক যন্ত্রপাতি এবং স্বেচ্ছাসেবক গিয়ার ক্রয় ও প্রদান, সিপিপি শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার প্রবর্তন, সিপিপি সাংস্কৃতিক ইউনিট গঠন, পুনর্গঠিত জনবল কাঠামো (প্রস্তাবিত জনবল ২৭৪) প্রণয়ন, স্বেচ্ছাসেবক উপবিধি প্রণয়নের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবকগণকে একটি সুশৃংখল ব্যবস্থাপনায় আনা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় দুর্যোগে সীমাবদ্ধ না থেকে অন্যান্য দুর্যোগে কার্যক্রম বিস্তৃতি, স্বেচ্ছাসেবক ডাটাবেজ তৈরি এবং ন্যাশনাল ডাটা সেন্টারের মাধ্যমে অনলাইনে প্রদর্শন চলছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সিপিপিকে ৪.৫ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ প্রদান করে, যা ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২৬ কোটিতে উন্নীত হয়েছে, ফলে সিপিপি'র কার্যক্রম ও সক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

দক্ষ জনবল ও স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে দুর্যোগে পূর্ব প্রস্তুতির কারণে জীবন-সম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করতে বিশেষ অবদান রাখছে। ফলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর 'সোনার বাংলা', দেশরত্ন মানবতার জননী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ', ২০২১ সাল নাগাদ মধ্য আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে বিশ্বের অন্যতম উন্নত দেশের মর্যাদা লাভ করবে।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সহযোগিতায় আমেরিকান রেড ক্রসের অর্থায়নে 'সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার'-২০১৯ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং একটি 'স্মরণিকা' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ও আয়োজক সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষ্যে 'সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার'-২০১৯ প্রদান অনুষ্ঠানের এবং এ উপলক্ষ্যে প্রকাশিতব্য 'স্মরণিকা'র সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এমপি



চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

২৮ আশ্বিন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৩ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

ভৌগলিক অবস্থান, জনসংখ্যার আধিক্য, অসচেতনতা, অসাবধানতা প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। এই দুর্যোগের কারণে প্রতি বৎসর বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক জীবন, সম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। মানুষের পক্ষে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তবে দুর্যোগের পূর্বে ব্যাপক প্রস্তুতি, জনসচেতনতা সৃষ্টি, দুর্যোগ চলাকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

ঝুঁকি সচেতনতা, দুর্যোগ প্রতিরোধ, ক্ষয়ক্ষতি এবং প্রস্তুতিসহ দুর্যোগ হ্রাসের বৈশ্বিক সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ১৯৮৯ সালে ১৩ অক্টোবরকে 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস' উদযাপনের তারিখ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সারাবিশ্ব জুড়ে প্রতিবছর ১৩ অক্টোবর মনুষ্য সমাজ কিভাবে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয় এবং ঝুঁকিগুলো মোকাবেলা করার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায়। প্রায় ৩০ বছর আগে যে দিবসটি পালন শুরু হয়েছিল আজ সেই দিবসটি আরও দুর্যোগ-স্থিতিশীল সম্প্রদায় ও জাতি হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন উপায়ে উদযাপিত হয়ে একটি বিশ্বব্যাপী বৃহৎ সচেতনতা ইভেন্টে পরিণত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষ্যে এ বছর UNISDR কর্তৃক নির্ধারিত `Build to Last' এর আলোকে বাংলায় প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ 'নিয়ম মেনে অবকাঠামো গড়ি, জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি হ্রাস করি'।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক অনুমোদনকৃত ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর একটি যৌথ কর্মসূচি হিসেবে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে সতর্ক সংকেত প্রচার, দুর্গত জনসাধারণকে আশ্রয় কেন্দ্রে ও গবাদিপশুকে মুজিবকিল্লায় নিয়ে আসা, উদ্ধার ও অনুসন্ধান, প্রথমিক চিকিৎসা এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন এর ক্ষেত্রে সফলতার সাথে কাজ করে আসছে। সিপিপি'র অন্যতম লক্ষ্য বাংলাদেশের উপকূলীয় জনসাধারণের ঘূর্ণিঝড়ে দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাক-প্রস্তুতির মাধ্যমে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) এর মাঠ পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবক সারা বছর কোনরূপ প্রত্যাশা ব্যতিরেকে দেশ এবং বিপন্ন মানবতার কল্যাণে জীবন ও সম্পদ রক্ষায় কাজ করেন। স্বেচ্ছাসেবায় তাদের এ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা হিসেবে দেশের উপকূলীয় ১৩ জেলার ৪১ উপজেলার, ৩৫৫টি ইউনিয়নের, ৩,৭০১টি উইনিটের ৫৫,৫১৫ জন স্বেচ্ছাসেবকগণের মধ্য থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সহযোগিতায় 'সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার ২০১৯' প্রদানের আয়োজন করেছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। নির্বাচিত সিপিপি শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবক ও আয়োজকদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই মহতী কাজে আর্থিক সহায়তার জন্য আমেরিকান রেড ক্রস এবং আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ (আইএফআরসি)-কে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

'সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার ২০১৯' প্রদান অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন এবং সফলভাবে আয়োজন করতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে তাঁদের সকলকে আমি অভিবাদন জানাই।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষ্যে 'সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার ২০১৯' প্রদান অনুষ্ঠানের এবং এ উপলক্ষ্যে প্রকাশিতব্য 'স্মরণিকা'র সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি চিরজীবী হোক, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

হাফিজ আহমদ মজুমদার, এমপি



মোঃ শাহ্ কামাল
সিনিয়র সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৮ আশ্বিন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৩ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে আজ ১৩ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ সারা দেশে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত হচ্ছে। দিবস উপলক্ষ্যে 'সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার'-২০১৯ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং একটি 'স্মরণিকা' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। দুর্গত মানুষের আপদকালে পাশে দাঁড়ানোর জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর হাতে গড়া এ প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবকদের জাতীয় পর্যায়ে একটি স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারার অংশীদার হিসাবে আমি গর্ব অনুভব করছি।

এ বছর আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষ্যে UNISDR কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিপাদ্য 'Build to Last'এর আলোকে বাংলায় প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ 'নিয়ম মেনে অবকাঠামো গড়ি, জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি হ্রাস করি'।

নদীমার্তৃক বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। মানুষের পক্ষে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণ রূপে প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তবে স্বাভাবিক সময়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি, দুর্যোগের পূর্বে ব্যাপক প্রস্তুতি এবং দুর্যোগ চলাকালীন সময়ে তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমানো সম্ভব।

১ জুলাই, ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঘুর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর একটি যৌথ কর্মসূচি হিসেবে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে নিরলসভাবে বিপন্ন মানুষের কল্যাণে কাজ করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে সিপিপি'র দক্ষ জনবল ও স্বেচ্ছাসেবকগণ দুর্যোগ পূর্ব ও দুর্যোগকালীন প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে জীবন-সম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ অবদান রাখছে।

দুর্যোগঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশের গৃহিত কার্যক্রম এবং স্বেচ্ছাসেবকসহ স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতি সারা বিশ্বে বাংলাদেশকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় "রোল মডেল" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশের গৃহিত উদ্যোগসমূহ সমগ্র বিশ্বে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে দুরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘ কর্তৃক "চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ" পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে আমরা সিপিপি'র কার্যক্রম নতুন ৬টি জেলায় (গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, ঝালকাঠি ও চাঁদপুর) বিস্তৃতির মাধ্যমে ১৯টি জেলা সিপিপির আওতায় আনা, স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা বৃদ্ধি (৪২,০০০ জন হতে বাড়িয়ে ৫৫,৫১৫ জন), পর্যায়ক্রমে সকল স্বেচ্ছাসেবককে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান, সাংকেতিক যন্ত্রপাতি এবং স্বেচ্ছাসেবক গিয়ার ক্রয় ও প্রদান, সিপিপি শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার প্রবর্তন, সিপিপি সাংস্কৃতিক ইউনিট গঠন, পুনর্গঠিত জনবল কাঠামো প্রণয়ন, স্বেচ্ছাসেবক উপবিধি প্রণয়নের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবকগণকে একটি সুশৃংখল ব্যবস্থাপনায় আনা এবং স্বেচ্ছাসেবক ডাটাবেজ তৈরি এবং ন্যাশনাল ডাটা সেন্টারের মাধ্যমে অনলাইনে প্রদর্শন করা ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সিপিপিকে একটি শক্তিশালী অবস্থানে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছি

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সিপিপি'র জন্য বরাদ্দ ৪.৫ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি করে, যা বর্তমান ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২৬ কোটিতে উন্নীত করেছি, ফলে সিপিপি'র কার্যক্রম ও সক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষ্যে 'সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার'-২০১৯ প্রদান অনুষ্ঠানের এবং এ উপলক্ষ্যে প্রকাশিতব্য 'স্মরণিকা'র সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি।

মোঃ শাহ্ কামাল



মহাসচিব
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

২৮ আশ্বিন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৩ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

ভৌগলিক অবস্থান, জনসংখ্যার আধিক্য, অসচেতনতা, অসাবধানতা প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। এই দুর্যোগের কারণে প্রতি বৎসর বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক জীবন, সম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। মানুষের পক্ষে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তবে দুর্যোগের পূর্বে ব্যাপক প্রস্তুতি, জনসচেতনতা সৃষ্টি, দুর্যোগ চলাকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষ্যে এ বছর UNISDR কর্তৃক নির্ধারিত `Build to Last' এর আলোকে বাংলায় প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ 'নিয়ম মেনে অবকাঠামো গড়ি, জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি হ্রাস করি'।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক অনুমোদনকৃত ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর একটি যৌথ কর্মসূচি হিসেবে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে সতর্ক সংকেত প্রচার, দুর্গত জনসাধারণকে আশ্রয় কেন্দ্রে ও গবাদিপশুকে মুজিবকিল্লায় নিয়ে আসা, উদ্ধার ও অনুসন্ধান, প্রথমিক চিকিৎসা এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন এর ক্ষেত্রে সফলতার সাথে কাজ করে আসছে। সিপিপি'র অন্যতম লক্ষ্য বাংলাদেশের উপকূলীয় জনসাধারণের ঘূর্ণিঝড়ে দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাক-প্রস্তুতির মাধ্যমে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) এর মাঠ পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবক সারা বছর কোনরূপ প্রত্যাশা ব্যতিরেকে দেশ এবং বিপন্ন মানবতার কল্যাণে জীবন ও সম্পদ রক্ষায় কাজ করেন। স্বেচ্ছাসেবায় তাদের এ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা হিসেবে দেশের উপকূলীয় ১৩ জেলার ৪১ উপজেলার, ৩৫৫টি ইউনিয়নের, ৩,৭০১টি উইনিটের ৫৫,৫১৫ জন স্বেচ্ছাসেবকগণের মধ্য থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সহযোগিতায় 'সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার ২০১৯' প্রদানের আয়োজন করেছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। নির্বাচিত সিপিপি শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবক ও আয়োজকদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই মহতী কাজে আর্থিক সহায়তার জন্য আমেরিকান রেড ক্রস এবং আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ (আইএফআরসি)-কে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

'সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার ২০১৯' প্রদান অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন এবং সফলভাবে আয়োজন করতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে তাঁদের সকলকে আমি অভিবাদন জানাই।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষ্যে 'সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার ২০১৯' প্রদান অনুষ্ঠানের এবং এ উপলক্ষ্যে প্রকাশিতব্য 'স্মরণিকা'র সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি।

মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন



রঞ্জিৎ কুমার সেন এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব (সিপিপি)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৮ আশ্বিন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৩ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

ভৌগলিক অবস্থান ও জনসংখ্যার আধিক্যে দুর্যোগপ্রবণ বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক জীবন, সম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ হুমকীর সম্মুখীন হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান মানব-বিরোধ এবং পরিবেশের দ্রুত পরিবর্তনশীলতা পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলছে। বিশ্বে দুর্যোগপূর্ব ব্যাপক প্রস্তুতি, জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং দুর্যোগকালে পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করে জনগণের সামর্থ সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করাই হলো '১৩ অক্টোবর- আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস' এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

আন্তর্জাতিক লিগ অব রেড ক্রস এর সহায়তায় ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই হতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সিপিপিকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন দেন। সে সময় থেকেই সিপিপি বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে জীবন ও সম্পদ রক্ষায় নিরলস ও নিঃস্বার্থভাবে কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বর্তমানে সিপিপির ৫৫,৫১৫ জন নারী-পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনায় বন্যা উপদ্রুত এলাকাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে স্বেচ্ছাসেবকের এ সংখ্যা এক লক্ষে পৌঁছানোর কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকার আরো ৬টি জেলাকে ইতোমধ্যেই সিপিপি'র আওতাভুক্ত করার কাজ চলছে।

বাংলাদেশকে ২০২১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সাল নাগাদ সমন্বিত টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার সহায়ক শক্তি হিসেবে সিপিপি'র স্বেচ্ছাসেবকগণ কাজ করে যাচ্ছে। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে 'সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার-২০১৯' এর জন্য নির্বাচিত ৮২জন নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবককে উষ্ণ অভিনন্দন জানাই।

দিবসটির তাৎপর্য সম্বলিত শ্লোগান- 'নিয়ম মেনে অবকাঠামো গড়ি, জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি হ্রাস করি' সামনে রেখে দিবসটি যথাযথভাবে উদযাপনে যারা দিনরাত মনে-প্রাণে কাজ করে যাচ্ছেন তাদের প্রতি রইল আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব ও রাষ্ট্রনায়ক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অব্যাহত ভাবে সুখি-সমৃদ্ধ-উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে দিবসটির সফলতা কামনা করি।

রঞ্জিৎ কুমার সেন এনডিসি



Azmat Ulla
Head of Country Office
IFRC, Bangladesh

13 October, 2019

Message

The Cyclone Preparedness Program (CPP) is a flagship Programme in Bangladesh that has saved countless lives and mitigated people's suffering over many decades. In 1973, CPP evolved as a joint venture program of Government of Bangladesh and Bangladesh Red Crescent Society (BDRCS). International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies- IFRC (the erstwhile League of Red Cross) has been proud to be part of this great initiative since its inception. Today, CPP provides a robust early warning system for the coastal population in 13 districts.

We, the IFRC, express our great pride towards being associated with CPP, which is considered globally as a role model in utilizing community-based volunteers for disaster preparedness and management. It is an outstanding example for Bangladesh and to the world that shows how partnering with the Government and the Red Cross Red Crescent Movement can lead to greater welfare of the vulnerable communities. Since the establishment, the CPP volunteers have played a vital role in preparing and protecting vulnerable people in their own community from any cyclonic disaster in the coastal belt of Bangladesh by relentlessly disseminating early warning messages and other preparedness activities and life-saving rescue efforts. Equipped with steadfast determination to reduce risks and loss of lives brought by cyclone, CPP volunteers have managed to significantly reduce cyclone casualties.

On this occasion of International Day for Disaster Reduction (IDDR) and on behalf of the IFRC, I express my wholehearted gratitude and congratulation to all the current and former CPP volunteers, for their outstanding efforts and contributions towards reducing causalities and alleviation of suffering at times of cyclones in Bangladesh over all these years. The risk volunteers take and the dedication they show are invaluable and priceless. I also pay homage to the volunteers who have dedicated their lives while saving others' and setting an example for millions.

Along with the Red Cross /Red Crescent membership, the IFRC will endeavor to continue working together with the Ministry of Disaster Management and Relief, towards enhancing the capacity of CPP and build resilient communities throughout the coastal belt of the country and extend their full cooperation and coordination for this flagship program and will continue to work as one team like they have been since the beginning.

Azmat Ulla



Achala Navaratne
Country Representative for Bangladesh
American Red Cross

American Red Cross

13 October, 2019

Message

It gives me immense joy to extend our best wishes to the Cyclone Preparedness Programme (CPP) and its dedicated volunteers at this moment of celebrating their achievements and sacrifices made to keep the coastal communities of Bangladesh safer for over four decades. As a partner of Bangladesh Red Crescent Society – a joint implementor of CPP with the Government of Bangladesh – American Red Cross takes pleasure in our engagement since 2010 with coastal disaster risk reduction efforts through the enhancement of CPP network and strengthening the volunteers through trainings, providing equipment, field activities and involving them extensively in Bangladesh Red Crescent Society's coastal disaster risk reduction interventions.

We are proud of the achievements CPP has made over the past four decades in saving countless lives with its network of over 55,000 volunteers spread across the coastal belt of Bangladesh, who are supported by dedicated staff and patronage of the Government of Bangladesh and Bangladesh Red Crescent Society.

This flagship program has been widely acknowledged and appreciated in national and international platforms. It is a matter of pride for the Government of Bangladesh, Bangladesh Red Crescent Society and the Red Cross Red Crescent Movement that CPP was shortlisted for the UNISDR Sasakawa Awards in 2019.

Today, on the International Day for Disaster Reduction, we are proud to celebrate the spirit of volunteerism with the recognition of CPP volunteers for their dedication through Government of Bangladesh and Bangladesh Red Crescent Society's "CPP Volunteer Awards".

We warmly congratulate the award-winning CPP volunteers who have been serving for the great cause for years. We also celebrate all volunteers who have been dedicatedly serving for their families, neighbors, communities and for Humanity. We deeply remember all those who have sacrificed lives in their great efforts to save lives from the wrath of disasters.

We wish Cyclone Preparedness Programme the best and hope they reach the highest of vertices.

Achala Navaratne



ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

CYCLONE PREPAREDNESS PROGRAMME (CPP)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি-এর যৌথ কর্মসূচি

A Joint Programme of Government of Bangladesh and Bangladesh Red Crescent Society

BUILD TO LAST
নিয়ম মেনে অবকাঠামো গড়ি
জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি হ্রাস করি

সম্পাদকীয়

আন্তর্জাতিক র্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষ্যে এ বছর UNISDR কর্তৃক নির্ধারিত 'Build to Last' এর আলোকে বাংলায় প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ 'নিয়ম মেনে অবকাঠামো গড়ি, জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি হ্রাস করি'। যা অত্যন্ত সময়োপযোগী।

ভৌগলিক অবস্থান, জনসংখ্যার আধিক্য প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। প্রতি বৎসর এই দুর্যোগের ফলে বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক জীবন, সম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। মানুষের পক্ষে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তবে দুর্যোগের পূর্বে ব্যাপক প্রস্তুতি, জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং দুর্যোগকালে তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি লাঘব করা সম্ভব।

'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস' উপলক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ও আমেরিকান রেড ক্রসের সহায়তায় এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)'র ব্যবস্থাপনায় 'সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার ২০১৮' প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে, এজন্য আমি আনন্দিত। অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, কর্মকর্তাবৃন্দ, স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ ও আয়োজকবৃন্দকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন।

সিপিপি'র স্বেচ্ছাসেবকগণ দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমনে দুর্যোগ কবলিত বিপন্ন মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি লাঘবে সহায়তা করে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর 'সোনার বাংলা' ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখছে। স্বেচ্ছাসেবায় সিপিপি'র স্বেচ্ছাসেবকগণের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা হিসেবে দ্বিতীয়বারের মত এ বছর দেশের উপকূলীয় ১৩ জেলার ৪১ উপজেলার, ৩৫৫টি ইউনিয়নের, ৩,৭০১ ইউনিটের ৫৫,৫১৫ জন স্বেচ্ছাসেবক এর মধ্য থেকে নির্বাচিত ৮২ জন স্বেচ্ছাসেবককে সম্মাননা জানানো হচ্ছে, এটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ। পুরস্কারপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকদেরকে অভিনন্দন এবং সিপিপি'র সকল স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি ছালাম ও কৃতজ্ঞতা।

দুর্যোগের সাথে সংগ্রাম করেই বাংলাদেশকে টিকে থাকতে হবে। প্রতিনিয়ত পরিবেশ দুষণ, আবহাওয়ার পরিবর্তন ও বিশ্ব পরিমন্ডলে গ্রীণ হাউজ ইফেক্ট এর ফলে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হার ও মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ নির্মূলের কোন পদ্ধতি অদ্যাবধি আবিস্কৃত হয়নি। তবে অগ্রিম প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে লাঘব করা যায়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক অনুমোদিত বিশ্বখ্যাত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সিপিপি'র ২৬ জন নিবেদিত প্রাণ স্বেচ্ছাসেবক ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত বিপদাপন্ন মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁদের সকলেরই প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

এ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সকল কার্যক্রমকে সুন্দর ও সার্থক করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এমপি, মন্ত্রণালয়ের সুযোগ্য সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ শাহ্ কামাল এর সার্বিক সহযোগিতা ও মূল্যবান পরামর্শ দান, অতিরিক্ত সচিব (সিপিপি) জনাব রঞ্জিৎ কুমার সেন এনডিসি, পরিচালক (প্রশাসন) জনাব আহমাদুল হক, উপসচিব (সিপিপি) জনাব শিখা সরকার, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, সিপিপি'র প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দসহ যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাদের সকলের প্রতি আমার নিরন্তর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

এই মহতী উদ্যোগে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব হাফিজ আহমদ মজুমদার, এমপি, ভাইস-চেয়ারম্যান প্রফেসর ডা. মোঃ হাবিবে মিল্লাত, এমপি, ট্রেজারার এ্যাডভোকেট তৌহিদুর রহমান, সোসাইটির ম্যানেজিং বোর্ড, মহাসচিব জনাব মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন, উপমহাসচিব মোঃ রফিকুল ইসলাম, আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ এবং আমেরিকান রেড ক্রস কর্তৃক ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-কে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করায় তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্মরণিকা প্রকাশ করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে মুদ্রণ প্রমাদসহ কিছু ভুলত্রুটি হতে পারে, পাঠকের কাছে এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

২৮ আশ্বিন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৩ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

মোঃ নূর ইসলাম খান অসি
পরিচালক (অপারেশন), সিপিপি
ও
সম্পাদক

উৎসর্গ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

এবং

দুর্যোগে বিপদাপন্ন মানুষের
জীবন ও সম্পদ রক্ষায়
যে সকল সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক
কর্তব্যকালে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন
তাঁদের পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি-এর যৌথ কর্মসূচি

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষ্যে 'সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার ২০১৯' প্রদান প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১৪
সিপিপি-সময়ের সাথে, পরিবর্তনের পথে	১৫-১৭
'সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার ২০১৯' প্রাপ্ত ৮২ জন স্বেচ্ছাসেবকের ছবিসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১৮-৩৮
ঘূণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	৩৯-৪২
ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)'র কর্ম এলাকা ও টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক	৪৩
ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) এর বর্তমান স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা	৪৪
সিপিপি'র উপজেলা টিম লীডারবৃন্দের নাম ও মোবাইল নম্বর	৪৫
ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত বিপন্ন মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জনকারী ২৬ জন সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকের নাম ও ঠিকানা	৪৬-৪৮
'সিডরম্যান খ্যাত' সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক স্বর্গীয় জয়দেব দত্ত (তালতলী, বরগুনা)	৪৯
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির উপকূলীয় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস প্রকল্প (সিডিআআর) ও এর কার্যক্রম	৫০-৫১
ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) এর কর্মকর্তাবৃন্দের নাম কর্মস্থল ও যোগাযোগ নম্বর	৫২-৫৩
কবিতা : স্বেচ্ছাসেবক	৫৪
সিপিপি'র কার্যক্রমের কিছু স্থিরচিত্র (ছবি)	৫৫-৫৬

BUILD TO LAST
নিয়ম মেনে অবকাঠামো গড়ি
জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি হ্রাস করি

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষ্যে
‘সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার ২০১৯’ প্রদান প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকগণ কোনরূপ প্রাপ্তির প্রত্যাশা ব্যতিরেকে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে কাজ করেন। ইতোপূর্বে বিভিন্ন দুর্যোগে তারা স্বেচ্ছাসেবার অনন্য দৃষ্টান্ত রেখে মানব সেবায় কাজ করেছেন এবং ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাসে বিপদাপন্ন মানুষের পাশে থেকে জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় বিশেষ অবদান রেখে আসছেন। স্বেচ্ছাসেবায় তাদের এই অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পরোক্ষ প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সম্মাননা ও পুরস্কারের প্রবর্তন করা হয়েছে। এই ধরণের স্বীকৃতির মাধ্যমে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবকগণের মাঝে যেমন কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পাবে, তেমনি সমাজে স্বেচ্ছাসেবার মনোভাবও বৃদ্ধি পাবে।

বাস্তবায়ন সংস্থা: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)।

অর্থায়ন: আমেরিকান রেড ক্রসের অর্থায়নে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি চলমান উপকূলীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (সিডিআরআর) প্রকল্প।

সম্মাননার ধরণ: এ বছর এই স্বীকৃতি কার্যক্রমে সিপিপির আওতাধীন ৪১টি উপজেলার প্রতিটি উপজেলা হতে ১ জন নারী এবং ১ জন পুরুষ, মোট ৮২ জন (৪১ জন পুরুষ এবং ৪১ জন নারী) স্বেচ্ছাসেবককে সম্মাননা/স্বীকৃতি প্রদান করা হচ্ছে। সম্মাননা হিসেবে প্রত্যেককে নগদ অর্থ (১০,০০০/= টাকা), সনদ ও মেডাল প্রদান করা হবে।

স্বেচ্ছাসেবক বাছাই প্রক্রিয়া:

উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচনের মানদন্ড হবে নিম্নরূপঃ

১। **প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা:**

ক) **বিভাগীয় প্রশিক্ষণ:** ১) মৌলিক প্রশিক্ষণ ২) বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ (লিডার শিপ, প্রাথমিক চিকিৎসা, অনুসন্ধান ও উদ্ধার, আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ বিতরণ) খ) **অন্য কোন সংগঠন হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ:** (স্কাউট, বিএনসিসি, যুব রেড ক্রিসেন্ট, ফায়ার সার্ভিস, আনসার-ভিডিপি, যুব উন্নয়ন, সমাজ সেবা, সমবায়, ন্যাশনাল সার্ভিস ও অন্যান্য) গ) **অন্যান্য:** মহড়া, সভা, সেমিনার, র‍্যালিতে অংশগ্রহণ ও তৎপরতা

২। **স্বেচ্ছাসেবা কর্মকান্ড:**

তার কর্মকালে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত প্রচার, অনুসন্ধান ও উদ্ধারকাজ, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, অনুসন্ধান ও উদ্ধার, ত্রাণ বিতরণে উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন।

৩। **বিশেষ অবদান সংক্রান্ত:**

ক) সাহসিকতামূলক কর্মকান্ড খ) স্বেচ্ছাসেবায় উদ্বুদ্ধকরণ কাজ গ) সমাজ সেবামূলক অবদান (যেমন- আশ্রয় কেন্দ্র, কিল্লা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সিপিপি অফিস, মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণে অবদান) ঘ) দল গঠন/পরিচালনায় সামর্থ ঙ) স্বেচ্ছায় রক্ত দাতা কিনা ? চ) রেড ক্রিসেন্ট আজীবন সদস্য/স্কাউট, বিএনসিসি, আনসার ভিডিপি এর সদস্য কিনা ? ছ) অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে কোন স্বীকৃতি/সম্মান না পেয়েছেন কিনা?

শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবক বাছাই/নির্বাচন -কমিটি:

উপজেলা কমিটিঃ

উপজেলা নির্বাহী অফিসার	আহবায়ক
প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও)	সদস্য
উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	সদস্য
বিডিআরসিএস প্রতিনিধি (ইউনিট লেভেল অফিসার)	সদস্য
উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সিপিপি কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

উপজেলা কমিটি পূর্বোক্ত মানদন্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা হতে ১ জন নারী ও ১ জন পুরুষ সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকের নাম প্রস্তাব করবেন। নাম প্রস্তাবের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ করবেন। উপজেলা কমিটি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার প্রদান ২০১৯ বিষয়ক কমিটি: আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত নিম্নবর্ণিত উপকমিটি পুরস্কার প্রদান বিষয়ক সমুদয় বিষয়াদি তদারকি করবেন:-

জনাব রঞ্জিৎ কুমার সেন এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব (সিপিপি), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	- আহ্বায়ক
জনাব আহমাদুল হক, পরিচালক প্রশাসন, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)	- সদস্য
জনাব শিখা সরকার, উপসচিব (সিপিপি), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
জনাব মোঃ বেলাল হোসেন, পরিচালক, বিডিআরসিএস	- সদস্য
জনাব মালিহা ফেরদৌস, সিনিয়র ম্যানেজার, আইএফআরসি	- সদস্য
জনাব মোঃ নূর ইসলাম খান, পরিচালক (অপারেশন) সিপিপি	- সদস্য সচিব



সিপিপি- সময়ের সাথে, পরিবর্তনের পথে

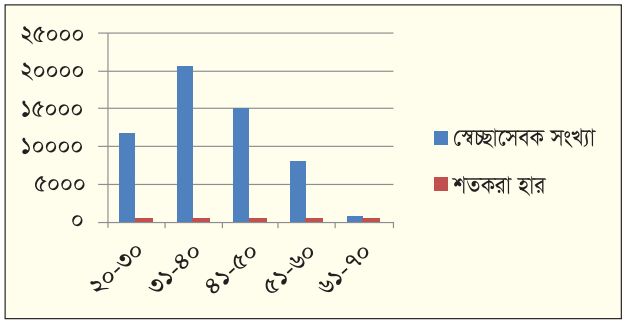
আহমাদুল হক, পরিচালক (প্রশাসন)
ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) এই ভূখন্ডে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ধারণার প্রথম পদক্ষেপ। সনাতন দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ নির্ভর ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থাপনার প্রথম প্রায়োগিক প্রতিষ্ঠান এই সিপিপি। ১৯৭০ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের প্রেক্ষাপটে লীগ অব রেডক্রসের আহবানে তৎকালীন বাংলাদেশ রেডক্রসের তত্ত্বাবধানে সুইডিশ নাগরিক ক্ল্যাস হেগস্ট্রম এই প্রতিষ্ঠানটির প্রাথমিক কাঠামো এবং স্বেচ্ছাসেবক দল গড়ে তোলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে ১৯৭৩ সালে এর প্রাতিষ্ঠানিকতা পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। এরপর দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সুনজরে প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে সক্ষমতার নতুন দুয়ারে সমাসীন।

সিপিপির মূল শক্তি এর নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবক দল। শুধু ঘূর্ণিঝড় নয়, অন্যান্য সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবং সামাজিক দায়িত্ববোধে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ কারণেই জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই বাহিনীকে ভূমিকম্পের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে নগর দুর্যোগে সাড়া প্রদানের জন্য সক্ষম করার নির্দেশনা দিয়েছেন। বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা ৫৬ হাজার, আগামী এক বছরে এই সংখ্যা এক লক্ষে উন্নীত করা সম্ভব হবে। যদিও তারা স্বেচ্ছাসেবক, পূর্ণকালীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মী নন, তবুও অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে রুটিন কিংবা সাংগঠনিক দায়িত্বের বাইরে কাজ করায় তাদের আগ্রহ সীমাহীন। যার উদাহরণ- সাম্প্রতিক সময়ে ডেঙ্গুরোগ প্রতিরোধ সচেতনতায় সিপিপি অধিভূক্ত ৩৫৫টি ইউনিয়ন এবং উপজেলা সদরসমূহে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকগণ কাজ করেছেন। সার্বিক বিবেচনায় অমিত সম্ভাবনার এক জনশক্তি এই সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী।

সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকগণের বর্তমান বয়স কাঠামো বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০-৫০ বছরের গ্রুপে প্রায় ৮৫% স্বেচ্ছাসেবক, যাদেরকে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে তরুন বা যুবা বলা যায়। ২০-৪০ বছরের মধ্যে রয়েছে আরো অধিকতর তরুন গ্রুপ, ৫৮% এর অধিক।

বয়স গ্রুপ	স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা	শতকরা হার
২০-৩০	১১৫৫৬	২০.৮২
৩১-৪০	২০৭১১	৩৭.৩১
৪১-৫০	১৪৮৮৪	২৬.৮১
৫১-৬০	৭৮৭৬	১৪.১৯
৬১-৭০	৪৮৮	০.৮৮
	৫৫৫১৫	১০০.০০



স্বেচ্ছাসেবক ইউনিটগুলোকে পুনর্গঠনের ফলে ক্রমান্বয়ে তরুণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিকন্তু নতুন ৬ জেলায় এবং বিদ্যমান ১৩ জেলায় আরো নতুন যে সকল স্বেচ্ছাসেবক অন্তর্ভুক্ত হবেন আশা করা যায় তারা সকলেই তরুণ হবেন। সেক্ষেত্রে পপুলেশন ডিভিডেন্ড এখানে খুবই ইতিবাচক। সুতরাং এই জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে অনেক পরিবর্তন সম্ভব।

সিপিপির উদ্ভাবনী উদ্যোগ ঃ

সরকারের নির্দেশনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর অংশ হিসেবে সিপিপি চলতি অর্থবছরের উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এই কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ৩টি অগ্রাধিকারমূলক উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সেগুলো হলো-

১। দ্রুত সাড়াপ্রদান দল গঠন ঃ-

উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট– সিপিপিকে বহুমুখী দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম করার অংশ হিসেবে স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে ভূমিকম্প বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি অগ্নিকান্ড, ভবন ধস, ভূমি ধস ও অন্যান্য নগর দুর্যোগে দ্রুত সাড়াপ্রদান এবং যে কোন দুর্যোগে বিচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ পুণঃস্থাপনকল্পে ধ্বংসাবশেষ অপসারণে সক্ষম স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

দল গঠন প্রক্রিয়া- সিপিপির বিদ্যমান স্বেচ্ছাসেবকগণ হতে অধিকতর তরুণ, শারিরীক/মানসিকভাবে সক্ষম, উদ্যমী স্বেচ্ছাসেবকগণ হতে যারা স্বেচ্ছায় এ কাজে আগ্রহী হবেন, তাদেরকে তালিকাভূক্ত করা। এক্ষেত্রে অন্যতম শর্ত থাকবে- বাংলাদেশের যে কোন স্থানে, যে কোন দুর্যোগে স্বল্প সময়ের আহবানে যোগ দিতে তারা প্রস্তুত থাকবেন। ভ্রমণ মাধ্যম, আবাসন, আহার ইত্যাদির সংস্থান বিষয়ে প্রশ্ন না করেই তারা যোগ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবেন। ইতিমধ্যে এই উদ্যোগের প্রাথমিক আহবানে বিপুল পরিমাণ সাড়া পাওয়া গেছে। সিপিপির ৭টি জোনে ৫০০০ জন স্বেচ্ছাসেবক ইতোমধ্যে এই উদ্যোগে তালিকাভূক্ত হয়েছেন। এদেরকে ধাপে ধাপে সক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে পুর্ণাঙ্গ দলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা সৃষ্টি– এই ধরণের দলের সদস্যগণের জন্য নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ইনিস্টিউট কিংবা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মাধ্যমে সার্চ এন্ড রেসকিউ, ডেবরিস ম্যানেজমেন্ট ও অন্যান্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হবে।

যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম- এই দলসমূহের জন্য বিশেষায়িত সাজ-সরঞ্জাম ও গিয়ার প্রয়োজন হবে। তার একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। যে কোন প্রকল্প কিংবা সরকারি অর্থায়নে সিপিপির নিজস্ব বাজেট হতে সেগুলোর সংস্থান করা সম্ভব।

দ্রুত সাড়াপ্রদান দল ডাটাবেজ- এই স্বেচ্ছাসেবকগণকে দ্রুত আহবান ও নিয়োজিত করার জন্য সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক ডাটাবেজে পৃথক ডাটা অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

২। দুর্যোগ আগাম সতর্কবার্তা ও জীবন রক্ষাকারী সেবাসমূহে নারী ও শিশুদের অভিগম্যতা বৃদ্ধিঃ বিদ্যমান আগাম সতর্কতা বার্তা সহজবোধ্যকরণ, বিপদাপন্ন নারী ও শিশুদের নিকট সহজে পৌছানো, দুর্যোগকালে নারী-শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে গমনের বিষয়ে সচেতনতা ও প্রণোদনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রায়োগিক কর্মপন্থা প্রণয়ণের একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সুইডিশ সিভিল কন্টিনজেন্সি এজেন্সি (এমএসবি) এর তত্ত্বাবধানে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ ও পরিবর্তন উদ্যোগ বাস্তবায়নে সিপিপি ও ইউএনএফপিএ এর একটি যৌথ উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এর উল্লেখযোগ্য কাজসমূহ হচ্ছে-

কার্যক্রম	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী
বিদ্যমান আগাম সতর্কবার্তা প্রচার পদ্ধতি পর্যালোচনা, দুর্যোগকালে জেন্ডার বেজড ভায়োলেন্স রোধ পদ্ধতি, আগাম সতর্কবার্তা সহজবোধ্যকরণ ও অভিগম্যতা বৃদ্ধি বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ন	অক্টোবর ২০১৯	ইউএনএফপিএ
সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাসমূহের জন্য IEC/BCC গাইডলাইন ও ট্রেনিং মডিউল প্রণয়ন	নভেম্বর ২০১৯	সিপিপি
গৃহীত পদ্ধতি ও কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে এডভোকেসি	ডিসেম্বর ২০১৯	ইউএনএফপিএ
সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক এবং স্থানীয় সংস্থাসমূহের প্রশিক্ষণ এবং তাদের মাধ্যমে দুর্যোগে বিপদাপন্ন নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	ডিসেম্বর ২০১৯-অক্টোবর ২০২০	সিপিপি ইউএনএফপিএ

৩। সিপিপি ওয়্যারলেস রেডিও সেট/নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে আবহাওয়া সতর্কবার্তা ও উভয়মুখী তথ্য আদান-প্রদানঃ দুর্যোগকালে টেলিফোন, মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ হয়ে গেলে কেন্দ্র থেকে মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সতর্কবার্তা প্রেরণ এবং উভয়মুখী তথ্য/ছবি আদান প্রদানের জন্য সিপিপি ওয়্যারলেসের মাধ্যমে স্মার্টফোন (অফনেট) ব্যবহারের মাধ্যমে একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টি করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে দুর্যোগকালে একটি বিকল্প যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা সম্ভব। অ্যামেচার রেডিও সোসাইটি বাংলাদেশ এ বিষয়ে কারিগরি কৌশল ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করবে।

মোবাইল ফোনে ধারণকৃত বার্তা/ছবি অ্যাপের মাধ্যমে এনকোডিং হয়ে ওয়ারলেস সেটে

ওয়্যারলেস সেট হতে বার্তা/ছবি অ্যাপের মাধ্যমে ডিকোডিং হয়ে মোবাইল ফোনে



প্রধান কার্যালয়ের ওয়্যারলেস

মাঠ কার্যালয়ের ওয়্যারলেস

সক্ষমতা সৃষ্টিঃ সিপিপি ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কে অ্যাপের মাধ্যমে স্মার্ট ফোন হতে বার্তা, তথ্য, ছবি প্রেরণ ও গ্রহণ বিষয়ে ওয়্যারলেস অপারেটর এবং স্বেচ্ছাসেবকগণকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

ডিজাস্টার ইমার্জেন্সি কমিউনিকেশন এক্সারসাইজঃ সিপিপির বিদ্যমান মাঠ মহড়ায় দুর্যোগকালে বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থায় তথ্য বিনিময় ও রিপোর্টিং বিষয়ে অনুশীলন অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

বাংলাদেশে ও বিশ্বে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে অনন্য নজির স্থাপনকারী এই প্রতিষ্ঠানটি এবং এর প্রাণশক্তি স্বেচ্ছাসেবকগণ সামাজিক দায়বদ্ধতা পূরণে আরো এগিয়ে আসতে চায়। সমাজে তাদের মর্যাদা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা খুবই উচ্চ পর্যায়ের। তাই বিদ্যমান সক্ষমতা ও কার্যপরিধি বৃদ্ধি অব্যাহত রেখে তাদেরকে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার মূলধারায় সংযুক্ত করে ভাল ফলাফল পাওয়া সম্ভব। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত বিশেষ অঙ্গীকারসমূহের মধ্যে 'তারুন্যের শক্তি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি', 'নারীর ক্ষমতায়ন লিঙ্গ সমতা ও শিশু কল্যাণ', 'সার্বিক উন্নয়নে ডিজিটাল প্রযুক্তি অধিক ব্যবহার', 'প্রবীন, প্রতিবন্ধী ও অটিজম কল্যাণ' ইত্যাদি বাস্তবায়নে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকগণ হতে পারে এক বড় সহায়ক শক্তি।



ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর যৌথ কর্মসূচি)

সিপিপি শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা- ২০১৯

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	স্বেচ্ছাসেবকের নাম, পদবী, ইউনিট নং, ইউনিয়ন মোবাইল নং ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর	ছবি	অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
০১	কক্সবাজার	টেকনাফ	নাম ঃ **জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন** পদবী ঃ ইউনিয়ন টিম লীডার ইউনিয়ন ঃ বাহারছড়া, ইউনিট নং-০৭ এনআইডি ঃ ২২১৯০৩১৫৭৪১৬৯ রক্তের গ্রুপ ঃ বি+ শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এম এ মোবাইল ঃ ০১৮১৫৬১৫১২৭		তিনি ১৯৯০ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ৩০ টি ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। ১৯৯১,১৯৯৭,২০১৩,২০১৫,২০১৬,২০১৭ও ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড়ে জনসাধারণকে সমুদ্র থেকে নৌকা এবং ট্রলারযোগে উদ্ধার করে ৩০ জন লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। ২০১৭ সালে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের পানি খাওয়ানো সহ বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করেছেন।
০২			নাম ঃ **জনাব লীনা সেন** পিতা ঃ বুলবুল সেন মাতা ঃ অনিতা সেন পদবী ঃ সহ প্রাথমিক চিকিৎসা, ইউনিট নংঃ ১৩ ইউনিয়নঃ টেকনাফ সদর এনআইডি ঃ ১০২৬৭৮৯৬১৮ মোবাইল ঃ ০১৬৪০১৩৮১৮৮		সে তার ইউনিট এলাকায় ৪টি বাল্যবিবাহ প্রশাসনের সহযোগিতায় বন্ধ করেছেন । গত ১০-০৯-২০১৯ তারিখে টেকনাফে পাহাড়ধ্বসে সে অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকসহ ৪জনের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। তাছাড়া সে তার এলাকায় মাদকবিরোধী সংগঠনের একজন কর্মী। এলাকার ১০ জন মাদকসেবীকে হাতেনাতে ধরে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করেছেন। ৩ জন ইয়াবা ব্যবসায়ীকে গোপনে সংবাদ দিয়ে পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছেন ।
০৩		কক্সবাজার সদর	নাম ঃ **এড. এরশাদ উল্লাহ সিকদার** পদবী ঃ ইউনিয়ন টিম লীডার ইউনিট নংঃ ০২ ইউনিয়ন ঃ পিএম খালী এনআইডি ঃ ৭৩১৫৭১৮৭৬২ মোবাইল ঃ ০১৮১৯৮৯১৭৯১		তিনি ১৯৯৪ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি বড় ধরনের ৫ টি ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। তিনি তার এলাকায় ১টি মসজিদ, ১টি মাদ্রাসা ও ১টি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও জমিদাতা । তিনি একজন এডভোকেট হিসাবে এলাকার দরিদ্র মানুষের মামলা ও সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থছাড়াই আইনি সহায়তা প্রদান করে থাকেন ।
০৪			নাম ঃ **জনাব কামরুন নাহার** পদবী ঃ সহ সংকেত ইউনিট নংঃ ০৫ ইউনিয়ন ঃ চৌফলদন্ডি এনআইডি ঃ ৮৬৯৩২৬৭০৮৩ মোবাইল ঃ ০১৭৩১৬৫০১৫০		তিনি ২০০৫ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ৮ টি ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। সে তার ইউনিট এলাকায় ১০টি বাল্যবিবাহ প্রশাসনের সহযোগিতায় বন্ধ করেছেন। ২০১০ সালে সবুজবাগ স্কুল এন্ড কলেজ কে ৫০,০০০ টাকা স্কুলের উন্নয়নের জন্য অনুদান প্রদান করেন । তিনি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির আজীবন সদস্য । তিনি একজন শিক্ষানুরাগী

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর যৌথ কর্মসূচি)

সিপিপি শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা- ২০১৯

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	স্বেচ্ছাসেবকের নাম, পদবী, ইউনিট নং, ইউনিয়ন মোবাইল নং ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর	ছবি	অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
০৫	কক্সবাজার	মহেশখালী	নাম ঃ **জনাব মাহমদুল হক** পদবী ঃ ইউনিট টিম লীডার ইউনিট নং ঃ ০৩ ইউনিয়ন ঃ গোরকঘাটা এনআইডি ঃ ২২২৪৯০৯১১০৩৪২ মোবাইল ঃ ০১৮৮২৩৩৯২৩১		তিনি ১৯৮৫ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ২০ টি ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। ১৯৯১ সালে তার সক্রিয় ভূমিকার ফলে ঘূর্ণিঝড়ে তার এলাকার মানুষেরও প্রাণহানি হতে রক্ষা পায়। তিনি ঘোরকঘাটা স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং বর্তমানে সে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও জমিদাতা। সে এলাকার গরীব মানুষকে নিজের টাকায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকেন।
০৬			নাম ঃ **জনাব মিনুয়ারা বেগম** পদবী ঃ সহ উদ্ধার ইউনিট নং ঃ ০২ ইউনিয়ন ঃ কালারমারছড়া এনআইডি ঃ ২২১৪৯৫৯২৭১৭৩৮ মোবাইল ঃ ০১৮১৮০২৫৪১৭		তিনি ২০০৬ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এপর্যন্ত তিনি ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড়ে জনসাধারণকে ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত প্রচার করেন। এলাকায় নিজের অর্থব্যয় করে হাজার হাজার লোকের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বর্তমানে উপজেলা মহিলা ভাইস-চেয়্যারম্যান এবং বাংলাদেশ নারী উন্নয়ন ফোরামের মহেষখালী উপজেলার সভাপতি। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।
০৭		পেকুয়া	নাম ঃ **জনাব মনজুর আলম** পদবী ঃ ইউনিয়ন টিম লীডার ইউনিট নং ঃ ০১ ইউনিয়ন ঃ পেকুয়া সদর এনআইডি ঃ ২২১৫৬৮৩২৫৪১৪৫ মোবাইল ঃ ০১৮১২৫৮৫২৯১		তিনি ১৯৮৪ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ২০ টি ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। ১৯৯১ সালে তার সক্রিয় ভূমিকার ফলে ঘূর্নিঝড়ে তার এলাকায় একজন মানুষেরও প্রাণ হানি ঘটেনি । তিনি বিডিআরসিএস এর একজন আজীবন সদস্য ও আনসার ভিডিপির ইউনিয়ন কমান্ডার। তিনি পেকুয়া সদর ইউনিয়নের নির্বাচিত সদস্য। সাহসিকতা, সমবায়ী , শুমারী ও আমার বাড়ি আমার খামার ইত্যাদি কাজের জন্য প্রশাসন হতে প্রশংসা পত্র পেয়েছেন।
০৮			নাম ঃ **জনাব নাজমিন কাউছার** পদবী ঃ সহ প্রাথমিক চিকিৎসা ইউনিট নং ঃ ০২ ইউনিয়ন ঃ উজানটিয়া এনআইডি ঃ ২২১৫৬৫৫৩২২০১৪ মোবাইল ঃ ০১৮১২৭৬৮৮২৮		তিনি ১৯৯৬ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ১২ টি ঘূর্ণিঝড়ে প্রাথমিক চিকিৎসা বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। তিনি সিপিপির সকল কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর যৌথ কর্মসূচি)

সিপিপি শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা- ২০১৯

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	স্বেচ্ছাসেবকের নাম, পদবী, ইউনিট নং, ইউনিয়ন মোবাইল নং ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর	ছবি	অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
০৯	কক্সবাজার	চকরিয়া	নাম ঃ **জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী** পদবী ঃ ইউনিয়ন টিম লীডার ইউনিট নং ঃ ০২ ইউনিয়ন ঃ পশ্চিম বড় ভেওলা এনআইডি ঃ ৪৬৪২২১৪০৫২ মোবাইল ঃ ০১৭১৫৮৭৯০০০		তিনি ১৯৯৩ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ২০ টি ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। ১৯৯১ সালে তার সক্রিয় ভূমিকার ফলে ঘূর্ণিঝড়ে তার এলাকায় একজন মানুষের ও প্রাণহানি ঘটেনি। তিনি বিডিআরসিএস এর একজন আজীবন সদস্য। তিনি ১৯৯৮-৯৯ সনে স্থানীয় সরকার কর্তৃক শ্রেষ্ঠ চেয়ারম্যান হিসেবে স্বর্ণ পদক লাভ করেন।
১০			নাম ঃ **আলহাজ্ব বুলবুল জন্নাত** পদবী ঃ সহ সংকেত ইউনিট নং ঃ ০৮ ইউনিয়ন ঃ চিরিঙ্গা এনআইডি ঃ ৩২৬৮৯৮৯০৭০ মোবাইল ঃ ০১৭১৬২৭৮২৩৩		তিনি ১৯৯৬ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ১১ টি ঘূর্ণিঝড়ে সহ সংকেত বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। তিনি সিপিপির সকল কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।
১১		কুতুবদিয়া	নাম ঃ **জনাব ফরিদুল আলম** পদবী ঃ ইউনিয়ন টিম লীডার ইউনিট নং ঃ ০৩ ইউনিয়ন ঃ দক্ষিণ ধুরুং এনআইডি ঃ ২২১৪৫৪০৯৩৩৭২১ মোবাইল ঃ ০১৭২৩৪৮৬৯৭১		তিনি ১৯৮৪ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ১৮ টি ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। ১৯৯১ সালে তার সক্রিয় ভূমিকার ফলে ঘূর্ণিঝড়ে তার এলাকায় একজন মানুষেরও প্রাণ হানি ঘটেনি। তিনি বিডিআরসিএস এর একজন আজীবন সদস্য। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।
১২			নাম ঃ **জনাব রওশন আকতার** পদবী ঃ সহ ত্রাণ ইউনিট নং ঃ ১০ ইউনিয়ন ঃ বড়ঘোপ এনআইডি ঃ ২২১৪৫২৭৯৫৮৮২১ মোবাইল ঃ ০১৮২৭৭৫৯৬৫৩		তিনি ২০১৩ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ০৪টি ঘূর্ণিঝড়ে ত্রাণ বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। তিনি সিপিপির সকল কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বড়ঘোপ ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের উদ্যোক্তা। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর যৌথ কর্মসূচি)

সিপিপি শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা- ২০১৯

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	স্বেচ্ছাসেবকের নাম, পদবী, ইউনিট নং, ইউনিয়ন মোবাইল নং ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর	ছবি	অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১৩	কক্সবাজার	উখিয়া	নাম ঃ **জনাব এবিএম আবুল হোসেন রাজু** পদবী ঃ ইউনিয়ন টিম লীডার ইউনিট নংঃ ০১, ইউনিয়নঃ রাজাপালং এনআইডি ঃ ২২১৯০৬৩৫৬৪১৬২ মোবাইল ঃ ০১৮১৯৬২২১৮৮		তিনি ১৯৯৬ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ১২ টি ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। ১৯৯৭, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড়ে কাজ করেছে। সে ঘর চাপাপড়া থেকে ১৫জন লোককে উদ্ধার করে প্রাণ বাঁচাতে সহযোগিতা করেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।
১৪			নাম ঃ **জনাব নিলুফার ইয়াছমিন** পদবী ঃ সহ আশ্রয় ইউনিট নংঃ ০৩ ইউনিয়ন ঃ জালিয়াপালং এনআইডি ঃ ২২১৯৪৩১৮৫১১০৯ মোবাইল ঃ ০১৮২০০০৭৩৮৭		তিনি ২০১১ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ৫ টি ঘূর্ণিঝড়ে সহ আশ্রয় বিভাগের সদস্য হিসেবে আশ্রয় কেন্দ্রে ১,০০০হাজার লোককে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন। আশ্রয়কেন্দ্রে ৪জন গর্ভবতী মহিলার ডেলিভারী কাজে সহায়তা করেছেন। তাছাড়া নিজের অর্থে আশ্রিতের শুকনা খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।
১৫	চট্টগ্রাম	বাঁশখালী	নাম ঃ **জনাব মোঃ আলী হায়দার চৌধুরী** পদবী ঃ সংকেত ইউনিট নংঃ ০৩, ইউনিয়নঃ গন্ডামারা এনআইডি ঃ ১৫৯৪১২০৩৯৮৮২২ মোবাইল ঃ ০১৭৪০৬৫৬২৬২		২০১৪ সনে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচড় (সিপিপি)তে যোগদান করেন। তিনি মৌলিক প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। তিনি স্কুল জীবনে স্কাউটের লিডার ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির আজীবন সদস্য, যুব রেডক্রিসেন্ট সরকারী কমার্স কলেজ থেকে সম্মননা পেয়েছিলেন। ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর সময় জলোচ্ছাসে ভেড়ী বাঁধের কাছ থেকে ০২ টি শিশুকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার করেন। এছাড়া ২০০৭ সনে চট্টগ্রাম শহরে পাহারধ্বসে ও ২০১২ সনে চট্টগ্রামে বহাদ্দারহাট ফ্লাইওভার ধ্বসে সেনাবাহিনীর সাথে উদ্ধার কাজে অংশগ্রহণ করেন। ঘূর্ণিঝড় মোরা আঘাত করার পর নৌবাহিনি সাথে প্রাথমিক চিকিৎসা ক্যাম্পে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। এছাড়াও যুব উন্নয়ন এবং ন্যাশনাল সার্ভিস,ভিলেজ কোর্ড এন্ড ডকুমেন্ট প্রসেস প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন।বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক র‍্যালী এবং মাঠ মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি টিম লিডার হিসেবে ঘূর্ণিঝড় মোরা, রোয়ানু ও ফনিতে দক্ষতার সাথে কাজ করেন। তিনি সমাজ উন্নয়নমূলক ও সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম যেমন,মসজিদ, স্কুল নির্মানি, সমবায় সমিতি গঠন এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন তিনি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ।
১৬			নাম ঃ **জনাব শাহিদুন্নেছা বেগম** পদবী ঃ সহঃ প্রাথমিক চিকিৎসা ইউনিট নংঃ ০২ ইউনিয়ন ঃ ছনুয়া এনআইডি ঃ মোবাইল ঃ ০১৮৪৬৩৬৭৯৮৮		১৯৯৬ সনে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি(সিপিপি)তে যোগদান করেন। তিনি মৌলিক প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়াও আরএমপি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন। বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক র‍্যালী এবং মাঠ মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ঘূর্ণিঝড় সিডর, মহাসেন, মোড়া, রোয়ানু ও ফনিতে প্রাথমিক চিকিৎসা বিভাগের একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রিত মহিলা ও শিশুদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও গর্ভবতি মহিলাদের দক্ষতার সাথে সেবা প্রদান করেন। তিনি সমাজ উন্নয়নমূলক ও সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম যেমন, জাতীয় টিকা ও ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো দিবসে এবং টিকা প্রদান কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। পোলিও সম্পর্কে এলাকার মহিলাদের সচেতন করা ও শিশুদের পোলিও টিকা খাওয়ানোতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি উপ আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে এলাকার শিক্ষা বিস্তারে ভুমিকা রাখেন। তিনি একজন স্বেচ্ছায় রক্তদাতা।তিনি ইউনিয়ন পরিষদের ১, ২, ৩ নং ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর যৌথ কর্মসূচি)

সিপিপি শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা- ২০১৯

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	স্বেচ্ছাসেবকের নাম, পদবী, ইউনিট নং, ইউনিয়ন মোবাইল নং ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর	ছবি	অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১৭	চট্টগ্রাম	আনোয়ারা	নাম ঃ **জনাব মোঃ জাফর আহমদ** পদবী ঃ সংকেত ইউনিট নং ঃ ০৩ ইউনিয়ন ঃ জুঁইদন্ডি এনআইডি ঃ ৯১১২০৪২৩৪৭ মোবাইল ঃ ০১৭২৭০৩৪৫৮৩		১৯৯৫ সনে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি(সিপিপি)তে যোগদান করেন। তিনি মৌলিক প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এছাড়াও যুব উন্নয়ন এবং ন্যাশনাল এগ্রিকালচার প্রশিক্ষণ,সিআইজি,কেয়ার বাংলাদেশ এর অধীনে লিডারসিপ প্রশিক্ষণ,সোসাল মারকেটিং এর অধীনে হেল্‌থ প্রোভাইডার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন।বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক র‍্যালী এবং মাঠ মহড়ায় অংশগ্রহন করেন। তিনি টিম লিডার হিসেবে ঘূর্ণিঝড় সিডর, মহাসেন, মোড়া, রোয়ানু ও ফনিতে দক্ষতার সাথে কাজ করেন। তিনি সমাজ উন্নয়নমূলক ও সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম যেমন দুঃস্থ অসহায় গরীব লোকদের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে গৃহের ব্যাবস্থা করা, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পে দল গঠন, তার এলাকায় মুজিব কিল্লা রক্ষণাবেক্ষণ, নিজ উদ্যোগে এলাকায় মসজিদ নির্মান ও ইউনিয়ন পরিষদে সিপিপি অফিস প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ ২০১২ সনে কেয়ার বাংলাদেশ থেকে সম্মননা পেয়েছিলেন।
১৮			নাম ঃ **জনাব নিলুফা আক্তার** পদবী ঃ সহঃ উদ্ধার ইউনিট নং ঃ ০৭ ইউনিয়ন ঃ বটতলী এনআইডি ঃ ৩৭০১১৫৫৯৬৬ মোবাইল ঃ ০১৮১২৩৪৯৫২৮		২০০৬ সনে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি(সিপিপি)তে যোগদান করেন। তিনি মৌলিক প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। এছাড়াও যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণে গরু মোটা তাজাকরণ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন। বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক র‍্যালী এবং মাঠ মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ঘূর্ণিঝড় মহাসেন, মোড়া, রোয়ানু ও ফনিতে উদ্ধার বিভাগের একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে লোকজনকে বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসতে দক্ষতার সাথে কাজ করেন। তিনি সমাজ উন্নয়নমূলক ও সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম যেমন,তার নিজ এলাকার অভ্যান্তরীণ রাস্তা পুরুষ সদস্যের সহায়তায় মেরামত করেন। তিনি চট্টলা যুব মহিলা পরিষদের মহিলা সেক্রেটারী এবং পূর্ব বৈরা উচ্চ বিদ্যালয়ের অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন।
১৯		সন্দ্বীপ	নাম ঃ **জনাব মোঃ দুলাল** পিতা ঃ মোতাচ্ছের আহাম্মদ পদবী ঃ ইউনিয়ন টিম লিডার ইউনিট নং ঃ ১৩ ইউনিয়ন ঃ হরিশপুর এনআইডি ঃ ১৫২৭৮০৩৩৮৯২৬৩ মোবাইল ঃ ০১৭২০৯৪৮৮৫৫		২০০৩ সনে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি(সিপিপি)তে যোগদান করেন। তিনি মৌলিক প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক র‍্যালী এবং মাঠ মহড়ায় অংশগ্রহন করেন। তিনি টিম লিডার হিসেবে ঘূর্ণিঝড় সিডর, মহাসেন, কোমেন, মোড়া,রোয়ানু ও ফনিতে দক্ষতার সাথে কাজ করেন। তিনি সমাজ উন্নয়নমূলক ও সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম যেমন-বৃক্ষরোপন, বেরীবাধ সংস্কার,একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পে দল গঠন করা, নিজ উদ্যোগে এলাকায় মসজিদ নির্মানে সহযোগিতা সহ মসজিদ কমিটির সদস্য, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য। অগ্নি নির্বাপন ও মাদক বিরোধী কাজে সাহসিকতার সহিত কাজ করেন। তিনি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চট্টগ্রাম জেলা ইউনিটের আজীবন সদস্য।
২০			নাম ঃ **জনাব পলি রাণী নাথ** স্বামী ঃ বাদল চন্দ্র রায়, গ্রামঃ হরিশপুর ওয়ার্ড নং:০৩, পোষ্টঃ সন্দ্বীপ পদবী ঃ সহউদ্ধার ইউনিট নং ঃ ০২, ইউনিয়নঃ হরিশপুর এনআইডি ঃ ১৫১৭৮৩০৩১০২৩৩, মোবাইল ঃ ০১৮২৩৯২৯২৫১		২০০৭ সনে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি(সিপিপি)তে যোগদান করেন। তিনি মৌলিক প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি সমবায় অফিসের অধিন সঞ্চয় ও ঋনদান কো-অপারেটিভ থেকে উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বিভিন্ন জনসচেতনতা মূলক র‍্যালী এবং মাঠ মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি সহ উদ্ধারের একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে ঘূর্ণিঝড় সিডর, মহাসেন, কোমেন, মোড়া, রোয়ানু ও ফনিতে দক্ষতার সাথে কাজ করেন। তিনি সমাজ উন্নয়নমূলক ও সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম যেমনঃ- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নারীদের সংগঠিত করা,বৃক্ষরোপন, নিজ উদ্যোগে মৎস্য চাষে দলগঠনে ভূমিকা, এলাকায় মসজিদ ও মন্দির নির্মানে এবং শারদাঞ্জলী ব্লাড ব্যাংকের ডোনার হিসাবে তালিকাভূক্ত। তিনি শারদাঞ্জলী সংগঠনের মহিলা সম্পাদক।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর যৌথ কর্মসূচি)

সিপিপি শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা- ২০১৯

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	স্বেচ্ছাসেবকের নাম, পদবী, ইউনিট নং, ইউনিয়ন মোবাইল নং ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর	ছবি	অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
২১	চট্টগ্রাম	সীতাকুন্ড	নাম ঃ **জনাব মনির আহমদ চৌধুরী** পিতা ঃ আলী আহমদ, গ্রাম: দক্ষিণ শীতলপুর, পোষ্ট: শীতলপুর পদবী ঃ সংকেত ইউনিট নং ঃ ৭, ইউনিয়ন ঃ সোনাইছড়ি এনআইডি ঃ ১৫১৮৬৮৫৩০৯৯৯৫ মোবাইল ঃ ০১৯৩৭৫৮৯৪৪০		১৯৯৩ সনে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি(সিপিপি)তে যোগদান করেন। তিনি মৌলিক প্রশিক্ষণ,প্রাথমিক চিকিৎসা এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়াও কলেজ জীবনে যুব রেড ক্রিসেন্টের সদস্য ছিলেন। তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন ও জনসচেতনতামূলক র‍্যালী এবং মাঠ মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ঘূর্ণিঝড় সিডর, কোমেন, মহাসেন, মোড়া, রোয়ানু ও ফনিতে দক্ষতার সাথে কাজ করেন। তিনি সমাজ উন্নয়নমূলক ও সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম যেমন গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রিদের আর্থিক অনুদান প্রদান, গরীব বিবাহযোগ্য মেয়েদের বিবাহের ব্যবস্থা, এলাকার বেকারদের কর্মসংস্থান,সোনাইছড়ি গ্রামে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অস্থায়ী কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ এবং ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যান কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বর্তমানে সোনাইছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান।
২২			নাম ঃ **জনাব ফেরদৌসি সুলতানা পান্না** স্বামী ঃ মোঃ রাশেদ, গ্রাম: সলিমপুর ওয়াড নং:০৩ পোষ্ট:জাফরাবাদ পদবী ঃ সহ:সংকেত ইউনিট নং ঃ ০২, ইউনিয়ন ঃ সলিমপুর এনআইডি ঃ ১৫১৮৬৬৬১৬২৮০৮ মোবাইল ঃ ০১৮৫৪৮০৪৬২৩		২০১২ সনে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)তে যোগদান করেন। তিনি মৌলিক প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক চিকিৎসা, অনুসন্ধান ও উদ্ধার প্রশিক্ষণ এবং যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন। বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক র‍্যালী এবং মাঠ মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি সংকেত বিভাগের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ঘূর্ণিঝড় মোড়া, রোয়ানু ও ফনিতে দক্ষতার সাথে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে গ্রামের মহিলাদেরকে দুর্যোগ প্রস্তুতি সম্পর্কে সচেতন করেন ও প্রচার-প্রচারনার কাজ করেন। তিনি স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। ঘূর্ণিঝড় ফনির সময় নিজ এলাকার একজনের পাকা বাড়ীকে অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে লোকজনকে আশ্রয়ের ব্যাবস্থা করেন।
২৩		মীরসরাই	নাম ঃ **জনাব মোঃ মহিউদ্দিন চৌধুরী** পিতা ঃ মৃত:আজমল খান চৌধুরী গ্রাম: ওয়াজ উদ্দিন মোক্তার বাড়ী শেখ টোলা, পোষ্ট: মলিআইস পদবী ঃ সংকেত ইউনিট নং ঃ ৭, ইউনিয়ন ঃ মঘাদিয়া এনআইডি ঃ ১৫১৫৩৭১১৫৮৩৩৪, মোবাইল ঃ ০১৮১৫৬১২৭৯০		২০০৮ সনে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)তে যোগদান করেন। তিনি মৌলিক প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়াও যুব উন্নয়ন এবং সমবায় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন। তিনি জনসচেতনতামূলক র‍্যালী এবং মাঠ মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন। সংকেত বিভাগের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ঘূর্ণিঝড় মহাসেন, মোড়া, রোয়ানু ও ফনিতে দক্ষতার সাথে কাজ করেন। তিনি সমাজ উন্নয়নমূলক ও সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম যেমন, মসজিদ, স্কুল নির্মান, সমবায় সমিতি গঠন এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন তিনি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।
২৪			নাম ঃ **জনাব আছমা আক্তার** স্বামী ঃ ওয়াহিদুর রহমান গ্রাম: হাফিস সওদাগর বাড়ী, পোষ্ট:মীরসরাই, ৪৩২০ পদবী ঃ সহ:সংকেত, ইউনিট নং ঃ ১ ইউনিয়ন ঃ মীরসরাই, চট্টগ্রাম এনআইডি ঃ ১৫২৫৩১৫৪৫৮৫১৪ মোবাইল ঃ ০১৮১৫৯১৯৬২৪		১৯৯৯ সনে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি(সিপিপি)তে যোগদান করেন। তিনি মৌলিক প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়াও যুব রেড ক্রিসেন্ট এবং স্কাউটের সদস্য ছিলেন এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। জনসচেতনতামূলক র‍্যালী এবং মাঠ মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি সংকেত বিভাগের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ঘূর্ণিঝড় সিডর, মহাসেন, মোড়া, রোয়ানু ও ফনিতে দক্ষতার সাথে প্রচার--প্রচারনার কাজ করেন। তিনি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে গ্রামের মহিলাদেরকে দুর্যোগ প্রস্তুতি সম্পর্কে সচেতন করেন এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর যৌথ কর্মসূচি)

সিপিপি শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা- ২০১৯

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	স্বেচ্ছাসেবকের নাম, পদবী, ইউনিট নং, ইউনিয়ন মোবাইল নং ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর	ছবি	অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
২৫	চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী	নাম ঃ **জনাব আবদুল মাবুদ বাবুল** পদবী ঃ ইউনিয়ন টিম লিডার ইউনিট নং ঃ ০১ ইউনিয়ন ঃ চরলক্ষ্যা এনআইডি ঃ ১৫১৬১২৪৭৫৪৯৩৬ মোবাইল ঃ ০১৭১১৫৭২৩৪৩		তিনি ১৯৯৩ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত ২২ টি ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। সংকেত বিভাগের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ঘূর্ণিঝড় মহাসেন, মোড়া, রোয়ানু ও ফনিতে দক্ষতার সাথে কাজ করেন। তিনি সমাজ উন্নয়নমূলক ও সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম যেমন, মসজিদ, স্কুল নির্মান, সমবায় সমিতি গঠন এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।
২৬			নাম ঃ **জনাব মোছাম্মৎ হাছিনা আকতার** পদবী ঃ সংকেত ইউনিট নং ঃ ০৬ ইউনিয়ন ঃ শিকলবাহা এনআইডি ঃ ১৫১৬১২৭০৮৮৪৮২ মোবাইল ঃ ০১৮৭৪৯১৭৯২৭		তিনি ১৯৯৩ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত ১২ টি ঘূর্ণিঝড়ে সহঃ সংকেত বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। বর্তমানে তিনি ইউপি মেম্বর এবং বিভিন্ন সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত আছেন। দুর্যোগ মোকাবেলায় জনসাধারণকে সচেতন করেছে। নিরক্ষতা দূরীকরণ, বাল্য বিবাহ, কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। স্বাস্থ্য ও কৃষি উন্নয়নে কাজ করেছেন।
২৭	নোয়াখালী	কোম্পানীগঞ্জ	নাম ঃ **জনাব আব্দুল কাইয়ুম** পদবী ঃ ইউনিয়ন টিম লিডার ইউনিট নং ঃ ০৬ ইউনিয়ন ঃ মুছাপুর এনআইডি ঃ ১৪৯৯২২৮৩১৮ মোবাইল ঃ ০১৮১৫৬২৯৬৬৩		তিনি ১৯৮৩ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ২০ টি ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। ১৯৯১ ও ২০০৭ ও ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড়ে জনসাধারণকে নৌকা এবং ট্রলারযোগে উদ্ধার করেছেন। ১৯৮৫ সালে উরির চরের ঘূর্ণিঝড়ে কমপক্ষে ১০ জন লোককে নদী থেকে উদ্ধার করেছেন এবং অসংখ্য লোকের মৃতদেহ সৎকার করেছেন। তিনি মৌলভী বাজার কাইয়ুম মিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মৌলভী বাজার মসজিদ ও মৌলভী বাজারের প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে ইউপি সদস্য। এছাড়া ও তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে জড়িত।
২৮			নাম ঃ **জনাব পারভীন আক্তার** পদবী ঃ সহ উদ্ধার ইউনিট নং ঃ ০৬, ইউনিয়ন ঃ মুছাপুর এনআইডি ঃ ২৮৪৯২৯২৫৪১ মোবাইল ঃ ০১৮৩০২২৮৪৭৭		তিনি ২০০১ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ০৮ টি ঘূর্ণিঝড়ে উদ্ধার বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। ২০০৭ ও ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড়ে আহত স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্ধার করেছেন এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় জনসাধারণকে সচেতন করেছে। নিরক্ষতা দূরীকরণ, বাল্য বিবাহ, কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। স্বাস্থ্য ও কৃষি উন্নয়নে কাজ করেছেন।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর যৌথ কর্মসূচি)

সিপিপি শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা- ২০১৯

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	স্বেচ্ছাসেবকের নাম, পদবী, ইউনিট নং, ইউনিয়ন মোবাইল নং ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর	ছবি	অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
২৯	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	নাম ঃ **জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক** পদবী ঃ ইউনিয়ন টিম লিডার ইউনিট নং ঃ ০৭ ইউনিয়ন ঃ পূর্ব চরবাটা এনআইডি ঃ ৭৫১৮৫৪৭৩৭৬১৮ মোবাইল ঃ ০১৭১৬০৬৯৫৪৯		ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত প্রচার, ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রিতদের পরিচর্যা আহতদের উদ্ধারকরা এবং ত্রাণ বিতরনে সহযোগিতার পাশাপাশি চর উন্নয়ন প্রকল্পে সম্পৃক্ত থেকে চরবাসীর জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। স্থানীয় স্কুল ও মসজিদ নির্মানে সহযোগিতা করেন। এছাড়া নিজের উদ্যোগে স্থানীয় মুজিব কিল্লায় ও সরকারী রাস্তার দুইপার্শ্বে পরিবেশ রক্ষায় বনায়ন করেছেন।
৩০			নাম ঃ **জনাব ছালেহা বেগম** পদবী ঃ সহ: প্রাথমিক চিকিৎসা ইউনিটনং ঃ ০৯ ইউনিয়ন ঃ চরআমানউল্লাহ এনআইডি ঃ ৭৫১৮৫২৯৩৪৯০৫ মোবাইল ঃ ০১৮৪৯১৫৬৬৫৭		বিভিন্ন দুর্যোগ এবং স্বাভাবিক সময়ে এ পর্যন্ত তিনি ৩৮ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে জীবন বাচাঁতে সহযোগিতা করেছেন। স্থানীয় মসজিদ নির্মানে আর্থিক অনুদান দিয়ে সহযোগিতা করেন। নিজে নিয়মিত বৃক্ষ রোপন করেন এবং প্রতিবেশীদের উদ্বুদ্ধ করেন। দুর্যোগ মোকাবেলায় জনসাধারণকে সচেতন করেছে। নিরক্ষতা দূরীকরণ, বাল্য বিবাহ, কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। স্বাস্থ্য ও কৃষি উন্নয়নে কাজ করেছেন।
৩১		হাতিয়া	নাম ঃ **জনাব মোঃ মোশারেফ হোসেন** পদবী ঃ ডেপুটি উপজেলা টিম লিডার ইউনিট নং ঃ ০৯ ইউনিয়ন ঃ সোনাদিয়া এনআইডি ঃ ৭৫১৩৬৭৬৯৭০৭৫১ মোবাইল ঃ ০১৭১৮০২৩০৫৩		তিনি ১৯৮২ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত ১৭টি ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত বিভাগের সদস্য হিসেবে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের সাথে তিনি জড়িত আছেন। সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ঘূর্ণিঝড় সিড়র, আইলা, বিজলী, মোরা, মহাসেন, কোমেন, রোয়ানু, সফলতা সাথে মোকাবেলা করেছেন। জনসাধারণকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। তাছাড়া তিনি সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত আছেন।
৩২			নাম ঃ **জনাব শেফালী রানী মজুমদার** পদবী ঃ প্রাথমিক চিকিৎসা ইউনিট নং ঃ ১২ ইউনিয়ন ঃ তমরদ্দি এনআইডি ঃ ৭৫১৩৬৯৫৯২৩৯৯১ মোবাইল ঃ ০১৭৭২৭৫৭২৮৮		তিনি ২০১৫ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত ৪টি ঘূর্ণিঝড়ে প্রাথমিক চিকিৎসা বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। ঘূর্ণিঝড়কালীন আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণকারীদের মধ্যে শুকনো খাবার সরবরাহ করেছেন এবং আহত স্বেচ্ছাসেবকদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেছেন। বিশেষ করে গর্ভবতী মা, বৃদ্ধা ও শিশুদের পরিচর্যা করেছেন।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর যৌথ কর্মসূচি)

সিপিপি শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা- ২০১৯

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	স্বেচ্ছাসেবকের নাম, পদবী, ইউনিট নং, ইউনিয়ন মোবাইল নং ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর	ছবি	অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৩৩	লক্ষ্মীপুর	রামগতি	নাম ঃ **জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন** পদবী ঃ সংকেত ইউনিট নং ঃ ০৪ ইউনিয়ন ঃ রামগতি পৌরসভা এনআইডি ঃ ৫১২৭৩০৬৪৯৯০২২ মোবাইল ঃ ০১৮২৩১৯৩৪৬৭		১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের সময় সমুদ্রে নিখোজ বাংলাদেশী জেলেদের ১৫জনকে রেড ক্রিসেন্ট ট্রেসিং বিভাগের সহযোগিতায় মিয়ানমার ও ভারতের জেলখানায় বন্দীদের দেশে ফেরৎ আনতে সহযোগিতা করেন। ২০০৪ সালে পৌরবাজারে অগ্নিকান্ডে জীবনের ঝুকি নিয়ে অগ্নিনির্বাপনে সহযোগিতা করেন। দুর্যোগ মোকাবেলায় জনসাধারণকে সচেতন করেছে। নিরক্ষতা দূরীকরণ, বাল্য বিবাহ, কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। স্বাস্থ্য ও কৃষি উন্নয়নে কাজ করেছেন।
৩৪			নাম ঃ **জনাব ফেরদাউস বেগম** পদবী ঃ সহ-প্রাথমিক চিকিৎসা ইউনিট নং ঃ ০৩ ইউনিয়ন ঃ চরবাদাম এনআইডি ঃ ৫১১৭৩৩৯৫৫৪৮১৩ মোবাইল ঃ ০১৭২৯৯৮৫৮২১		বিভিন্ন দুর্যোগ এবং স্বাভাবিক সময়ে এই পর্যন্ত তিন ২৮জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে জীবন বাচাঁতে সহযোগিতা করেছেন। নিজের এলাকায় আত্মীয়ের জমিতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে পরিচালন করেছেন। দুর্যোগ মোকাবেলায় জনসাধারণকে সচেতন করেছে। নিরক্ষতা দূরীকরণ, বাল্য বিবাহ, কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। স্বাস্থ্য ও কৃষি উন্নয়নে কাজ করেছেন।
৩৫		কমলনগর	নাম ঃ **জনাব মোঃ মহিউদ্দিন** পদবী ঃ সংকেত (ইউনিয়ন টিম লিডার) ইউনিট নং ঃ ০১ ইউনিয়ন ঃ চর কাদিরা এনআইডি ঃ ৫১১৩৩৬৩২৭০১৬৩ মোবাইল ঃ ০১৭৫৬৪৫২৩৫৫		২০১৪ সালে ফজুমিয়ার বাজারে অগ্নিকান্ডে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অগ্নি নির্বাপনে সহযোগিতা করেছেন। নিজের উদ্যোগে এলাকায় ০২টি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া নিজ উদ্যোগে চরপাগলা মুজিব কিল্লায় ও সরকারী রাস্তার দুইপার্শ্বে পরিবেশ রক্ষায় বনায়ন করেন। দুর্যোগ মোকাবেলায় জনসাধারণকে সচেতন করেছে। নিরক্ষতা দূরীকরণ, বাল্য বিবাহ, কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। স্বাস্থ্য ও কৃষি উন্নয়নে কাজ করেছেন।
৩৬			নাম ঃ **জনাব খুরশিদা আক্তার** পদবী ঃ সহ: প্রাথমিক চিকিৎসা ইউনিট নং ঃ ০৪ ইউনিয়ন ঃ সাহেবেরহাট এনআইডি ঃ ৫১১৩৩৯৫৪৬২২০৮ মোবাইল ঃ ০১৮৪৯১৫৬৬৫৭		বিভিন্ন দুর্যোগ এবং স্বাভাবিক সময়ে এই পর্যন্ত তিনি ২২জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে জীবন বাচাঁতে সহযোগিতা করেছেন। ২০১৫ সালে প্রতিবেশীর বাড়ীতে অগ্নিকান্ডে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অগ্নি নির্বাপনে সহযোগিতা করেছেন। নিজে নিয়মিত বৃক্ষ রোপন করেন এবং প্রতিবেশীদের উদ্বুদ্ধ করেন। দুর্যোগ মোকাবেলায় জনসাধারণকে সচেতন করেছে। নিরক্ষতা দূরীকরণ, বাল্য বিবাহ, কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। স্বাস্থ্য ও কৃষি উন্নয়নে কাজ করেছেন।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর যৌথ কর্মসূচি)

সিপিপি শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা- ২০১৯

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	স্বেচ্ছাসেবকের নাম, পদবী, ইউনিট নং, ইউনিয়ন মোবাইল নং ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর	ছবি	অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৩৭	ফেনী	সোনাগাজী	নাম ঃ **জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন রনি** পিতা ঃ মৃত বেলায়েত হোসেন পদবী ঃ আশ্রয় ইউনিট নং ঃ ০৬ ইউনিয়ন ঃ সোনাগাজী এনআইডি ঃ ৫৯৮২৫৬৫১২৮৬ মোবাইল ঃ ০১৪০৩১৭৮২৪১		তিনি ২০১১ সাল হইতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। আশ্রয় গ্রুপের একজন সদস্য হিসেবে তিনি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। তার পাশাপাশি তিনি ইউনিট লিডারের সাথে সংকেত প্রচারও করে থাকেন। ১। ঘূর্ণিঝড়ের সময় জনসাধারণকে আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন, ২। লোক জনকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসতে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেন। ৩। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন যেমন- স্কাউট, রেড ক্রিসেন্ট, আনসার ভিডিপি, ন্যশনাল সার্ভিস, ক্লাব এর সাথে জড়িত আছেন। তিনি গণসচেতনতামূলক র‍্যালি, মাঠ মহড়া সহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করেছেন।
৩৮			নাম ঃ **জনাব সন্ধ্যা রানী মহাজন** স্বামী ঃ ভবেশ রঞ্জন পদবী ঃ সহ-সংকেত ইউনিট নং ঃ ০৭ ইউনিয়ন ঃ সোনাগাজি এনআইডি ঃ ৯১১০৩২৪০৯৩ মোবাইল ঃ ০১৯২৩২৫৬০৪৮		তিনি ১৯৯৪ সাল হইলে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি সংকেত বিভাগের একজন সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব অদ্যাবধি সুচারু ভাবে পালন করেছেন। অনেকগুলো ঘূর্ণিঝড়ে তিনি মহিলাদের মধ্যে সংকেত প্রচারের কাজে সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ অবদানঃ তিনি ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন এলাকায় প্রচারনা চালানো, ঘূর্ণিঝড়ের পরে আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেছেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সোনাগাজী উপজেলার মহিলা সম্পাদিকা। এছাড়া ও তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজীক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত রয়েছেন।
৩৯	ভোলা	ভোলা সদর	নাম ঃ **জনাব মোঃ কবির হোসেন** পদবী ঃ ইউনিয়ন টিম লিডার ইউনিট নং ঃ ০৫ ইউনিয়ন ঃ ধনিয়া এনআইডি ঃ ৫৫০৮৭৬১৩০০ মোবাইল ঃ ০১৭৩৩১৫৪৫৭৫		তিনি ২০০৫ সাল থেকে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে অত্যন্ত সুনাসের সহিত দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি সিপিপি'র কর্মকান্ডে খুবই আগ্রহী ও পরিশ্রমী। মহাসেন, সিডর, আইলা, মোরা ও ফনি সহ বিভিন্ন সাইক্লোনে তার ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবদের নিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করেছেন। তিনি গণসচেতনতামূলক র‍্যালি, মাঠ মহড়া সহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করেছেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।
৪০			নাম ঃ **জনাব দিলরুবা আফরোজ** পদবী ঃ সহ-সংকেত ইউনিট নং ঃ ০৪ ইউনিয়ন ঃ রাজাপুর এনআইডি ঃ ৬৮৬০২৮৯৩৪৪ মোবাইল ঃ ০১৭৩৫৫৮২৪৮৩		তিনি ২০০৫ সাল থেকে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে রাজাপুর ইউনিয়নে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদেরকে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি ও সতর্কতা বিষয়ে ধারণা দিয়েছেন। সে সিপিপি কর্মকান্ডে একজন নিবেদিত প্রাণ স্বেচ্ছাসেবক। মহাসেন, সিডর, আইলা, মোরা ও ফনিসহ বিভিন্ন সাইক্লোনে তার ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবদের নিয়ে অত্যান্ত দক্ষতার সাথে এলাকার জনগণকে নিরাপদে থাকার জন্য প্রচার করেছেন। তিনি গণসচেতনতা মূলক ডেঙ্গু প্রতিরোধে র‍্যালি ও মাঠ মহড়ায় অংশ গ্রহণ করেছেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর যৌথ কর্মসূচি)

সিপিপি শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা- ২০১৯

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	স্বেচ্ছাসেবকের নাম, পদবী, ইউনিট নং, ইউনিয়ন মোবাইল নং ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর	ছবি	অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৪১	ভোলা	তজুমুদ্দিন	নাম ঃ **জনাব আবুল কালাম নিরব** পিতা ঃ মৃত: নাছির উদ্দিন পদবী ঃ ইউনিট টিম লীডার ইউনিট ন ঃ ০৬ ইউনিয়ন ঃ চাঁচড়া এনআইডি ঃ ০৯১৯১৩৮৬২৪৫০০ মোবাইল ঃ ০১৭১৪৭৭৪১০০		তিনি ০৫/০৪/১৯৯৫খ্রি. হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ০৯টি ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত (ইউনিট টিম লিডার) বিভাগের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। তিনি নিজ এলাকায় ০১টি ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা, ০১টি দাখিল মাদ্‌রাসা, ০২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ০১টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। বর্তমানে তিনি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মরত আছেন। তিনি নিজ এলাকায় শিক্ষার প্রদীপ জ্বালিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।
৪২			নাম ঃ **জনাব খাদিজা বেগম** স্বামী ঃ আবদুল মালেক পদবী ঃ সহ-প্রাথমিক চিকিৎসা (মহিলা) ইউনিট নং ঃ ০৫ ইউনিয়ন ঃ চাঁদপুর এনআইডি ঃ ০৯১৯১৭৫৭৭৭৯৩ মোবাইল ঃ ০১৭৫৯২৯৯৭৩২		তিনি ০১/০৭/১৯৯৫খ্রি. হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ০৮টি ঘূর্ণিঝড়ে প্রাথমিক চিকিৎসা বিভাগের স্বেচ্ছাসেবিকা হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। তিনি ০১টি মসজিদ নির্মাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন। তিনি নিজ এলাকার প্রায় ২৬জন নারীর মৃত্যুর পর সক্রিয় ভাবে তাদের গোসলসহ দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করেছেন। এছাড়া তিনি নিজ এলাকায় বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ সহ মাদক নির্মূলে সাহসী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।
৪৩		লালমোহন	নাম ঃ **জনাব এ,কে,এম কামরুল ইসলাম** পিতা ঃ এ,কে,এম আজিজুল ইসলাম পদবী ঃ ইউনিট টিম লিডার ইউনিট নং ঃ ০১ ইউনিয়ন ঃ লালমোহন সদর এনআইডি ঃ ৯৫৫২০৩৬৪৪৫ মোবাইল ঃ ০১৭১৯৭৬৩৫০৩		তিনি ০৫/১২/১৯৭২ খ্রিঃ হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ১৪ টি ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। তিনি ০১টি মসজিদ নির্মাণে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছেন। এছাড়া তিনি নিজ এলাকায় বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, মাদক নির্মূলসহ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছেন। ১৯৯১ ও ২০০৭ ও ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড়ে জনসাধারণকে নৌকা এবং ট্রলারযোগে উদ্ধার করেছেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।
৪৪			নাম ঃ **জনাব রাবেয়া বেগম** স্বামী ঃ মোঃ আবুল কাশেম পদবী ঃ সহ-সংকেত (মহিলা) ইউনিট নং ঃ ০৪ ইউনিয়ন ঃ পশ্চিম চরউমেদ এনআইডি ঃ ০৯১৫৪৭০৩০৯০২ মোবাইল ঃ ০১৭৩৪৩০৫৫৩০		তিনি ০৭/০৮/১৯৯৬খ্রি. হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবিকা হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ০৮ টি ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত বিভাগের মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা হিসাবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। তিনি নিজ এলাকায় ০১টি মসজিদ ও ০১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মানে জমি দান করেছেন। এছাড়াও তিনি ২০০৩ সাল হতে পশ্চিম চরউমেদ ইউনিয়নের সংরক্ষিত ০২নং ওয়ার্ডে বার বার নির্বাচিত ইউপি সদস্য হিসাবে জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম অব্যহত রেখেছেন। তিনি বর্তমানে ইউপি সদস্য হিসাবে কর্মরত আছেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর যৌথ কর্মসূচি)

সিপিপি শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা- ২০১৯

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	স্বেচ্ছাসেবকের নাম, পদবী, ইউনিট নং, ইউনিয়ন মোবাইল নং ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর	ছবি	অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৪৫	ভোলা	দৌলতখান	নাম ঃ **জনাব মোঃ রাজিব হোসেন** পদবী ঃ সহ-সংকেত ইউনিট নংঃ ০১ ইউনিয়ন ঃ হাজিপুর এনআইডি ঃ ২০০০০৯১২৯৯৫০২০৬৭৫ মোবাইল ঃ ০১৮৫৩৩৪৭৪২৯		তিনি হাজিপুর ইউনিয়নে ১নং ইউনিটের সহ-সংকেত বিভাগের একজন স্বেচ্ছাসেবক। তিনি ২০১৭ সালে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নাম অন্তর্ভূক্ত হলেও তার পিতা ইউনিয়ন টিম লিডার হওয়ার সুবাধে তিনি ২০১৪খ্রিঃ সাল হতেই সিপিপি কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত। ঘুর্ণিঝড় মোরা, কোমেন ও সর্বশেষ ফনি চলাকলে তিনি বিচ্ছিন্ন হাজিপুর ইউনিয়নে মাইকিং এবং হাজিপুর থেকে বেশ কিছু লোকজনকে দৌলতখান আসায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি গণসচেতনতা মূলক র‍্যালি ও একাধিক মাঠ মহড়ায় অংশ গ্রহণ করে অনেক সুনাম অর্জন করেছেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।
৪৬			নাম ঃ **জনাব হাফসা বেগম** পদবী ঃ সহ-ত্রাণ ইউনিট নংঃ ০৬ ইউনিয়ন ঃ উত্তর জয়নগর এনআইডি ঃ ০৯১২৯৭৬৩৫৭১৫৭ মোবাইল ঃ ০১৭৮৬৪৫৮০১৭		তিনি ২০০৭ সাল থেকে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে অত্যন্ত সুনামের সহিত তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সহিত পালন করে আসছেন। ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত চলাকালে তিনি এলাকায় লোকজনকে আশ্রয় কেন্দ্রে আসার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন এবং আশ্রয় গ্রহণকারী মহিলা ও শিশুদেরকে দেখাশুনা করেছেন। তিনি ঘূর্ণিঝড় ফনি চলাকালে কাজ করে এলাকায় সুনাম অর্জন করেন। ডেঙ্গু প্রতিরোধে র‍্যালিসহ বিভিন্ন র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।
৪৭		বোরহানউদ্দিন	নাম ঃ **জনাব নজরুল ইসলাম বাবলু** পদবী ঃ ইউনিট টিম লিডার ইউনিট নংঃ ০৪ ইউনিয়ন ঃ হাসান নগর এনআইডি ঃ ০৯১২১৩৮১৫৪০ মোবাইল ঃ ০১৭১৮-০৩৫০৫৭		তিনি ১৯৭৮ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ২০টি ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত বিভাগে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। ১৯৮৮, ১৯৯১, ২০০৭, ২০০৯, ২০১৪ ঘূর্ণিঝড়ে লোকজনকে সংকেত প্রচারের সাথে সাথে উদ্ধার কার্য পরিচালনা করে জনগণের জানমাল রক্ষায় সহযোগিতা করেছেন। সামাজিক ভাবে বাল্য বিবাহ রোধ, বৃক্ষরোপণ, যৌতুক বিরোধী, মাদক বিরোধী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।
৪৮			নাম ঃ **জনাব রিক্তা দেব নাথ** পদবী ঃ সহ প্রাথমিক চিকিৎসা ইউনিট নংঃ ০৩ ইউনিয়ন ঃ হাসান নগর এনআইডি ঃ ০৯১২১৩৮১৫৩৯৪৭ মোবাইল ঃ ০১৭৩৩-৫৩২৮৩৭		তিনি ২০১০ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ৮টি ঘূর্ণিঝড়ে প্রাথমিক চিকিৎসা বিভাগে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। এছাড়া তিনি ঘূর্ণিঝড়ের সময় লোকজনকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে এসেছেন এবং আহতদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছেন। গর্ভবতী মহিলাদেরকে আশ্রয় কেন্দ্রে সেবা প্রদান করেন। সামাজিকভাবে বাল্য বিবাহ রোধ, যৌতুক বিরোধী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন। নিরক্ষরতা দুরীকরণে কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর যৌথ কর্মসূচি)

সিপিপি শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা- ২০১৯

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	স্বেচ্ছাসেবকের নাম, পদবী, ইউনিট নং, ইউনিয়ন মোবাইল নং ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর	ছবি	অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৪৯	ভোলা	চরফ্যাশন	নাম ঃ **জনাব এস.এম এনায়েত হোসেন** পদবী ঃ ইউনিয়ন টিম লিডার ইউনিট নং ঃ ০১ ইউনিয়ন ঃ চর মানিকা এনআইডি ঃ ০৯১২৫৪৭৯১৪১৯৩ মোবাইল ঃ ০১৭১৫-৩২৯৪৩২		তিনি ১৯৭২ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ২৫টি ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত বিভাগে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। ১৯৭০, ১৯৮৮, ১৯৯১, ২০০৭, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৯ ঘূর্ণিঝড়ে লোকজনকে সংকেত প্রচারের সাথে সাথে উদ্ধার কার্য পরিচালনা করে জনগণের জানমাল রক্ষায় কাজ করেছেন। সামাজিকভাবে বাল্য বিবাহরোধ, বৃক্ষরোপণ, যৌতুক বিরোধী, মাদক বিরোধী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন।
৫০			নাম ঃ **জনাব নাজমা বেগম** পদবী ঃ ইউনিট টিম লিডার ইউনিট নং ঃ ০৯ ইউনিয়ন ঃ চর মাদ্রাজ এনআইডি ঃ ০৯১২৫৩৮৯৫৬৯৯৪ মোবাইল ঃ ০১৭৫৯-৩৬০৪৯৩		তিনি ১৯৯৬ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ১২টি ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত বিভাগে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। এছাড়া তিনি ঘূর্ণিঝড়ের সময় লোকজনকে আশ্রয় নিয়ে এসেছেন এবং আহতদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছেন। সামাজিক ভাবে বাল্য বিবাহরোধ, যৌতুক বিরোধী, মাদক বিরোধী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য থাকাকালীন সময়ে অনেক সামাজিক কার্যক্রম করেছেন।
৫১		মনপুরা	নাম ঃ **জনাব এরফান উল্যাহ চৌধুরী** পদবী ঃ উপজেলা টিম লিডার ইউনিট নং ঃ ০৬ ইউনিয়ন ঃ মনপুরা এনআইডি ঃ ০১৯৬৫৪৭৫০৬৯১৩ মোবাইল ঃ ০১৭২১৮২৯৩০১		তিনি ২০১৫ সালে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগদান করেন। স্থানীয়ভাবে রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য হওয়ায় এবং মনপুরা এলাকা অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ হওয়ায় সব সময়ই মানুসের আপদে বিপদে পাশে দাড়িয়েছেন। সে স্থানীয় যুবক শ্রেণী কাজে লাগিয়ে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড় চলাকালে এলাকায় ব্যাপক প্রচারণা চালিয়েছেন। ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত চলাকালে তিনি এলাকায় লোকজনকে আশ্রয় কেন্দ্রে আসার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি ঘূর্ণিঝড় ফনি চলাকালে মনপুরা ইউনিয়নে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়েছেন। তিনি ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিভিন্ন র‍্যালি সহ বিভিন্ন গণসচেতনতামূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছেন
৫২			নাম ঃ **জনাব লাইজু বেগম** পদবী ঃ সহ-আশ্রয় ইউনিট নং ঃ ০৭ ইউনিয়ন ঃ হাজির হাট আইডি নং ঃ ০৯১৬৫২৩৫১১৫৩৬ মোবাইল ঃ ০১৭২১৫৩৮৯৫৯		তিনি ২০০৭ সাল থেকে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে অত্যন্ত সুনামের সাথে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সহিত পালন করে আসছেন। ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত চলাকালে তিনি এলাকায় লোকজনকে আশ্রয় কেন্দ্রে আসার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন এবং আশ্রয় গ্রহণকারী মহিলা ও শিশুদেরকে দেখাশুনা করেছেন। তিনি আশ্রিতদের প্রয়োজনীয় খাবার বিতরণে সহযোগিতা করেছেন। তিনি ঘূর্ণিঝড় ফনি চলাকালে কাজ করে এলাকায় সুনাম অর্জন করেছেন। ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিভিন্ন র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সিবিডিআরআর প্রোগ্রামে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর যৌথ কর্মসূচি)

সিপিপি শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা- ২০১৯

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	স্বেচ্ছাসেবকের নাম, পদবী, ইউনিট নং, ইউনিয়ন মোবাইল নং ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর	ছবি	অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৫৩	পটুয়াখালী	দশমিনা	নাম ঃ **জনাব কাজী আবুল কালাম** পদবী ঃ ইউনিট টিম লিডার ইউনিট নং ঃ ০১ ইউনিয়ন ঃ বাঁশবাড়িয়া এনআইডি ঃ ২৮০১৯৩২২১৭ মোবাইল ঃ ০১৭২৫-৫২৯৪৫৮		তিনি ১৯৮৬ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ১৭ টি ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। ১৯৯১ ও ২০০৭, ২০০৯, ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড়ে জনসাধারণকে নৌকা এবং ট্রলারযোগে উদ্ধার করেছেন। তিনি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধকালিন বীর মুক্তিযোদ্ধারকে নিজ গৃহে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এলাকার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতির দায়িত্ব পালনসহ পুষ্টি, স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছায় কাজ করে আসছেন। তিনি কমিউনিটি ক্লিনিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জমি দাতা।
৫৪			নাম ঃ **জনাব চাহিনুর বেগম রেহেনা** পদবী ঃ প্রাথমিক চিকিৎসা ইউনিট নং ঃ ০৯ ইউনিয়ন ঃ বেতাগী সানকিপুর এনআইডি ঃ ৪৬০১৭৮৫৫৭১ মোবাইল ঃ ০১৭৭৭-০৪৮৯৪৫		তিনি ২০০০ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ০৮ টি ঘূর্ণিঝড়ে প্রাথমিক চিকিৎসা বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। তিনি ০১ জন বিষ খাওয়া রোগী ও ০৩ জন শিশুকে পানি থেকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা দিয়ে তাদের জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি তার এলাকায় মাদক প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নির্মাণে সহায়তা করে আসছেন।
৫৫		রাঙাবালী	নাম ঃ **জনাব মোঃ শফিকুল আজম মুকুল** পদবী ঃ ইউনিয়ন টিম লীডার ইউনিট নং ঃ ০৭ ইউনিয়ন ঃ রাঙাবালী এনআইডি ঃ ৭৮১৫৭৮৩৩৪৮৫২৬ মোবাইল ঃ ০১৭১৬-৬৩৭১০০		তিনি ১৯৮৯ সাল হইলে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ১২টি ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত বিভাগের সদস্য হিসেবে সংকেত প্রচারের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। ঘূর্ণিঝড়ের সময় জনসাধারণকে আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,মসজিদ, মাদ্রাসা, সাঁকো, রাস্তাঘাট নির্মানের সহযোগিতা করাসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।
৫৬			নাম ঃ **জনাব মোসাঃ রাবেয়া বেগম** পদবী ঃ সহকারী উদ্ধার ইউনিট নং ঃ ০২, ইউনিয়ন ঃ বড় বাইশদিয়া এনআইডি ঃ ৭৮১৫৭২৭৩৫৯১৬৯ মোবাইল ঃ ০১৭৩৬-৪৫৮৩০৬		তিনি ২০০৬ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ০৬ টি সহকারী উদ্ধার বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন । তিনি তার এলাকায় মাদক প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নির্মানে সহায়তা করেছেন। ২০০৭, ২০০৯ ও ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড়ে আহত জনসাধারনের উদ্ধার করাসহ তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রাদন করেছেন। দুর্যোগ মোকাবেলায় জনসাধারণকে সচেতন করেছেন। নিরক্ষতা দূরীকরণ, বাল্য বিবাহ, যৌতুক বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার কাজে সহায়তা করেছেন।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর যৌথ কর্মসূচি)

সিপিপি শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা- ২০১৯

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	স্বেচ্ছাসেবকের নাম, পদবী, ইউনিট নং, ইউনিয়ন মোবাইল নং ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর	ছবি	অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৫৭	পটুয়াখালী	গলাচিপা	নাম ঃ **আলহাজ্ব মো:মুজাফ্ফর হোসাইন মৃধা** পদবী ঃ ডেপুটি উপজেলা টিমলীডার ইউনিট নং ঃ ০৩ ইউনিয়ন ঃ চর বিশ্বাস এনআইডি ঃ ৭৮১৫৭৩৭৩২৪০৩৯ মোবাইল ঃ ০১৭২১-০৫৯৭১০		তিনি ১৯৮৫ সাল হইলে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ১২টি ঘুর্ণিঝড়ে সংকেত বিভাগের সদস্য হিসেবে সংকেত প্রচারের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। ১। ঘুর্ণিঝড়ের সময় জনসাধারণকে আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন, বিভিন্ন দুর্যোগে উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান, সঠিক সময়ে সংকেত প্রচার করে তার এলাকায় জানমাল ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাদ্রাসা, সাঁকো, রাস্তাঘাট নির্মাণের সহযোগিতা করা সহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।
৫৮			নাম ঃ **জনাব সারমিন** পদবী ঃ সহকারী ত্রাণ ইউনিট নং ঃ ০৭, ইউনিয়ন ঃ রতনদি তালতলী এনআইডি ঃ ৭৮১৫৭৯৪৪৮৮০৬১ মোবাইল ঃ ০১৭৬২-২৮৯৬৮১		তিনি ২০০৬ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ০৮ টি ঘূর্ণিঝড়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ও ত্রান বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন । তিনি ০৪ জন শিশুকে পানি থেকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা দিয়ে তাদের জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি তার এলাকায় মাদক প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নির্মানে সহায়তা করেছেন। তিনি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার কাজে সহায়তা করেছেন। ২০০৭ ও ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড়ে পরবর্তী ত্রাণ বিতরণসহ আহত স্বেচ্ছাসেবকদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রাদান করেছেন। দুর্যোগ মোকাবেলায় জনসাধারণকে সচেতন করেছেন। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বাল্য বিবাহরোধ, যৌতুক বিরোধী কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট।
৫৯		কলাপাড়া	নাম ঃ **জনাব মোঃ আবদুল জলিল** পদবী ঃ ইউনিয়ন টিম লীডার ইউনিট নং ঃ ০৯ ইউনিয়ন ঃ ধুলাসার এনআইডি ঃ ৭৮১৬৬২৯৬০০৯৯৫ মোবাইল ঃ ০১৭৪০৯১৬১৬৬		তিনি ১৯৯৬ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ১৭ টি ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত বিভাগের সদস্য হিসাবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। ১৯৯১, ২০০৭, ২০০৯ ও ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড়ে জনসাধারণকে নৌকা ও ট্রলারযোগে উদ্ধার করেছেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।
৬০			নাম ঃ **জনাব লাইলী বেগম** পদবী ঃ সহঃ সংকেত ইউনিট নং ঃ ০৯ ইউনিয়ন ঃ নীলগঞ্জ এনআইডি ঃ ৭৮১৬৬৭১৬৯২০৮০ মোবাইল ঃ ০১৭৭২৮৬৭৭৯৬		তিনি ১৯৯৫ সাল হতে সহ-সংকেত বিভাগের সিপিপি স্বেচ্ছা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত ০৮ টি ঘূর্ণিঝড়ে প্রচার, উদ্ধার-অনুসন্ধান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। নিরক্ষতা দূরিকরণ ও যৌতুকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর যৌথ কর্মসূচি)

সিপিপি শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা- ২০১৯

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	স্বেচ্ছাসেবকের নাম, পদবী, ইউনিট নং, ইউনিয়ন মোবাইল নং ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর	ছবি	অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৬১	বরগুনা	আমতলী	নাম ঃ জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান (জাফর বিশ্বাস) পদবী ঃ ইউনিয়রন টিম লিডার ইউনিয়ন ঃ আরপাঙ্গাশিয়া ইউনিট ঃ ০৫ এনআইডি ঃ ০৪১০৯১৫৫৯৪৬২৭ মোবাইল ঃ ০১৭১৫২১৩৪৮৯ ,		১৯৮২ সালে যোগদানের পর হতে যতটি ঘূর্ণিঝড় হয়েছে সকল ঘূর্ণিঝড়ের সময় সংকেত প্রদান, ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন সময়ে এলাকার জরগণকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া এবং আশ্রয় কেন্দ্রে শুকনা খাবার প্রদান করা এবং ঘূর্ণিঝড়ের পরে অনুসন্ধান উদ্ধার এবং প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। এলাকার মসজিদ নির্মাণ,স্কুল প্রতিষ্ঠিত করা এবং সিপিপি দল গঠন করাসহ এলাকার মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।
৬২			নাম ঃ **জনাব জুলেখা বেগম** পদবী ঃ সহ-সংকেত আমতলী পৌরসভা ফেরিঘাট সড়ক ইউনিট ঃ ০২ ইউনিয়ন ঃ আমতলী পৌরসভা এনআইডি ঃ ০৪২০৯০৫৩৬৬৫৫৮ মোবাইল ঃ ০১৭১৮২২৮৮৪৫		২০০৭, ২০০৯ ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড়ে আমতলী পৌরসভা এলাকায় বাসায় বাসায় গিয়ে মানুষকে ১০ নং মহা-বিপদ সংকেতের প্রচার করেছেন। জনসাধারণকে আশ্রয় কেন্দ্রে পাঠিয়েছেন এবং সিডরের পর আহত জনসাধারণকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেছেন। র‍্যালি, সেমিনার, মহড়ায় অংশগ্রহণ, নিজ উদ্যেগে দল গঠন করেছেন। এছাড়াও এলাকার ঝড়ে পরা শিশুদেরকে শিক্ষা দেওয়া, এলাকার মসজিদ নির্মাণ কাজে সহায়তা প্রদান করেছেন। কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মামনা পেয়েছেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।
৬৩		তালতলী	নাম ঃ **জনাব মোঃ জাকির হোসেন** পদবী ঃ ইউনিয়ন টিম লীডার ইউনিট নং ঃ ০১ ইউনিয়ন ঃ ছোটবগী এনআইডি ঃ ০৪১০৯৯৪৫২৫৫৩৪ মোবাইল ঃ ০১৭১৩৫১২২৪৯		তিনি ১৯৯৮ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত ১৭ টি ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত বিভাগের সদস্য হিসাবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। ১৯৯১, ২০০৭, ২০০৯ ও ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড়ে জনসাধারণকে নৌকা ও ট্রলারযোগে উদ্ধার করেছেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।
৬৪			নাম ঃ **জনাব এমেন** পদবী ঃ সহ আশ্রয় ইউনিট নং ঃ ০২ ইউনিয়ন ঃ বড় বগী এনআইডি ঃ ০৪১০৯৩৯৬৪৯৬৪৬ মোবাইল ঃ ০১৭২৫১৭৩৪৩৮		তিনি ২০০১ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ০৬ টি ঘূর্ণিঝড়ে প্রচার, উদ্ধার, অনুসন্ধান, প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। নিরক্ষতা দূরীকরণ ও যৌতুকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর যৌথ কর্মসূচি)

সিপিপি শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা- ২০১৯

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	স্বেচ্ছাসেবকের নাম, পদবী, ইউনিট নং, ইউনিয়ন মোবাইল নং ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর	ছবি	অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৬৫	বরগুনা	বরগুনা সদর	নাম ঃ **জনাব এ.বি.এম. গোলাম হায়দার নীলু** পদবী ঃ ইউনিয়ন টিম লিডার ইউনিট নং ঃ ০৭ ইউনিয়ন ঃ গৌরীচন্না এনআইডি ঃ ০৪১২৮৬৬২১৭৩৫৩ মোবাইল ঃ ০১৭১৬০৬৭৯১১		তিনি ১৯৭২ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ২০ টি ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। ১৯৮৫, ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯৭ ও ২০০৭, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড়ে জনসাধারণকে সংকেত প্রচার ও উদ্ধার কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। ১৯৮৬ সালে তিনি পটুয়াখালী থেকে ছেড়ে আসা লঞ্চ বিষখালী নদীতে নিমজ্জিত হলে তিনি প্রশাসনসহ অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবদের নিয়ে দুর্ঘটনাকবলিত যাত্রীদের উদ্ধার কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া তিনি বাল্য বিবাহ নিরোধ, মাদক বিরোধী আন্দোলন, সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি ১৯৭৫ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির বরগুনা ইউনিটে সেক্রেটারী পদে দায়িত্বে থেকে বহু সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন। ফলে তিনি ২০০৯ সালে মানবাধিকার শান্তিপদক সহ দানবীর হাজী মুহম্মদ মহসিন সম্মাননা-২০১৮, মহান বিষয় দিবস সম্মাননা প্রাপ্ত হন।
৬৬			নাম ঃ **জনাব মোসাঃ নাজমা বেগম** পদবী ঃ সহকারী প্রাথমিক চিকিৎসা ইউনিট নং ঃ ০৯ ইউনিয়ন ঃ নলটোনা এনআইডি ঃ ৬৮৫৩৫২৫৯২৮ মোবাইল ঃ ০১৭২৫৪০০২২৪		তিনি ২০০২ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ০৮ টি ঘূর্ণিঝড়ে প্রাথমিক চিকিৎসা বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। ২০০৭, ২০০৯ ও ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড়ে আহত স্বেচ্ছাসেবকদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রাদন করেছেন। দুর্যোগ মোকাবেলায় জনসাধারণকে সচেতন করছেন। নিরক্ষতা দূরীকরণ, বাল্য বিবাহ, যৌতুক বিরোধী কার্যক্রম, গর্ভবতী মা সন্তান প্রসবে সহায়তা করেছেন। তিনি ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল থেকে ধাত্রী বিদ্যায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে গর্ভবতী মায়েদের অকাল মৃত্যুরোধে সমাজে অবদান রাখছেন।
৬৭		পাথরঘাটা	নাম ঃ **জনাব মোঃ মজিবর রহমান** পদবী ঃ ইউনিয়ন টিম লিডার ইউনিট নং ঃ ০৫ ইউনিয়ন ঃ রায়হানপুর এনআইডি ঃ ২৩৮৪৪৭৩২৩৩ মোবাইল ঃ ০১৭৪১-৭৮৬০২০		তিনি ১৯৮৮ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ১০ টি ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। ১৯৮৮,১৯৯১,১৯৯৭ ও ২০০৭, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড়ে জনসাধারণকে সংকেত প্রচার ও উদ্ধার কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া তিনি বাল্য বিবাহরোধ, মাদক বিরোধী আন্দোলন, সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।
৬৮			নাম ঃ **জনাব সৈয়দা হোসনেয়ারা** পদবী ঃ সহকারী সংকেত ইউনিট নং ঃ ০১৩ ইউনিয়ন ঃ কাকচিড়া এনআইডি ঃ ৬৮৮৪২৪৫১৬৫ মোবাইল ঃ ০১৭২৪১৭১১৯২		তিনি ২০০২ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ০৮ টি ঘূর্ণিঝড়ে প্রাথমিক চিকিৎসা বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। ২০০৭, ২০০৯ ও ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড়ে আহত স্বেচ্ছাসেবকদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রাদন করেছেন এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় জনসাধারণকে সচেতন করেছেন। নিরক্ষতা দূরীকরণ, বাল্য বিবাহ, যৌতুক বিরোধী কার্যক্রম, গর্ভবতী মা সন্তান প্রসবে সহায়তা করেছেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর যৌথ কর্মসূচি)

সিপিপি শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা- ২০১৯

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	স্বেচ্ছাসেবকের নাম, পদবী, ইউনিট নং, ইউনিয়ন মোবাইল নং ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর	ছবি	অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৬৯	পিরোজপুর	মঠবাড়ীয়া	নাম ঃ **জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন** পদবী ঃ সংকেত ইউনিট নংঃ ০৮ ইউনিয়ন ঃ তুষখালী এনআইডি ঃ ৭৯১৫৮৯৪২৭৮৫৯৭ মোবাইল ঃ ০১৭১৯-৬৬১২৬৩		১৯৯৩ সাল থেকে স্বেচ্ছায় সেবামূলক কাজ চালিয়ে আসছেন। এছাড়া স্কাউট ও অন্যান্য সমাজ সেবামূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত আছেন। ঘুর্ণিঝড়ের সময় জনসাধারণকে আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন, বিভিন্ন দুর্যোগে উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান, সঠিক সময়ে সংকেত প্রচার করে তার এলাকায় জানমাল ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাদ্রাসা, সাঁকো, রাস্তাঘাট নির্মাণের সহযোগিতা করা সহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।
৭০			নাম ঃ **জনাব যায়েদা আফরোজ** পদবী ঃ সহঃ উদ্ধার ইউনিট নংঃ ১০ ইউনিয়ন ঃ আমড়াগাছিয়া এনআইডি ঃ ৭৯১৫৮১৫৩৮৩৬২৯ মোবাইল ঃ ০১৭৩৮৮৪৫৪৩৬		২০০৬ সাল থেকে সহ উদ্দার পদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এছাড়া তিনি বর্তমানে একজন কিন্ডার গার্টেন স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। ১৯৮৮,১৯৯১,১৯৯৭ ও ২০০৭, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড়ে জনসাধারণকে সংকেত প্রচার ও উদ্ধার কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া তিনি বাল্য বিবাহরোধ, মাদক বিরোধী আন্দোলন, সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।
৭১	বাগেরহাট	শরণখোলা	নাম ঃ **জনাব মোঃ অহিদুজ্জামান** পদবী ঃ সংকেত ইউনিট নংঃ ০৭ ইউনিয়ন ঃ রায়েন্দা এনআইডি ঃ ০১১৭৭৫৭৫৫৭৯২৭ মোবাইল ঃ ০১৭১৪-৭৫৭৪২৩		ডতনি ২০০৬ সাল থেকে নিবেদিত প্রাণ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পানিতে ডুবা মানুষ উদ্ধার করেছেন। এছাড়া স্কাউট ও খেলাধুলায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। ঘুর্ণিঝড়ের সময় জনসাধারণকে আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,মসজিদ, মাদ্রাসা, সাঁকো, রাস্তাঘাট নির্মানের সহযোগিতা করাসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।
৭২			নাম ঃ **জনাব মোসাঃ নাজমা বেগম** পদবী ঃ সহঃ সংকেত ইউনিট নংঃ ১২ ইউনিয়ন ঃ রায়েন্দা এনআইডি ঃ ০১১৭৭৫৭৫৬৬৬৯৭ মোবাইল ঃ ০১৭৭২-৩৪৫৬৩০		তিনি ১৯৯৬ সাল থেকে স্বেচ্ছাসেবিকা হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এছাড়া তিনি বর্তমান ইউপি সদস্য হিসাবে অত্যান্ত সুনামের সহিত দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ১৯৮৮,১৯৯১,১৯৯৭ ও ২০০৭, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড়ে জনসাধারণকে সংকেত প্রচার ও উদ্ধার কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া তিনি বাল্য বিবাহরোধ, মাদক বিরোধী আন্দোলন, সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর যৌথ কর্মসূচি)

সিপিপি শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা- ২০১৯

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	স্বেচ্ছাসেবকের নাম, পদবী, ইউনিট নং, ইউনিয়ন মোবাইল নং ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর	ছবি	অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৭৩	বাগেরহাট	মংলা	নাম ঃ **জনাব মাহবুব মোল্লা** পদবী ঃ ইউনিয়ন টিম লীডার ইউনিট নং ঃ ০৪ ইউনিয়ন ঃ সোনাইলতলা এনআইডি ঃ ০১৭১৮৬৯১৬৬২ মোবাইল ঃ ০১১৫৮৮৩৩৯৬৯৫৮		২০০৯ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত ০৮ টি ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। বৃক্ষরোপন, বাল্য বিবাহসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে ও ব্যাপক অবদান রেখেছেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।
৭৪			নাম ঃ **জনাব সুস্মিতা মন্ডল** পদবী ঃ সহঃ উদ্ধার ইউনিট নং ঃ ০৩ ইউনিয়ন ঃ মিঠাখালী এনআইডি ঃ ১৯৯২০১১৫৮৫৯০০০০৮৪ মোবাইল ঃ ০১৭৩১৭৩২৯৫০		২০০৯ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত ০৮ টি ঘূর্ণিঝড়ে সহ উদ্ধার বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। বৃক্ষরোপন, বাল্য বিবাহ সহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে ও ব্যাপক অবদান রেখেছেন। ১৯৮৮,১৯৯১,১৯৯৭ ও ২০০৭, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড়ে জনসাধারণকে সংকেত প্রচার ও উদ্ধার কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া তিনি বাল্য বিবাহরোধ, মাদক বিরোধী আন্দোলন, সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।
৭৫	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	নাম ঃ **জনাব মোঃ রফিকুজ্জামান** পদবী ঃ ইউনিয়ন টিম লিডার ইউনিট নং ঃ ০৬ ইউনিয়ন ঃ ভুরুলিয়া এনআইডি ঃ ৮৭১৮৬১৫৯০৯০২০ মোবাইল ঃ ০১৭৯০৮৫২৮৮৮		২০১০ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত ০৪ টি ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। ঘূর্ণিঝড়ের সময় জনসাধারণকে আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্দকরণ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,মসজিদ, মাদ্রাসা, সাঁকো, রাস্তাঘাট নির্মানের সহযোগিতা করাসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।
৭৬			নাম ঃ **জনাব আসমা** পদবী ঃ সহ সংকেত ইউনিট নং ঃ ০৭ ইউনিয়ন ঃ রমজান নগর এনআইডি ঃ ৮৭১৮৬৮৭২৭৯০২৯ মোবাইল ঃ ০১৭৪৫২০৭১৩৯		২০১০ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত ০৪ টি ঘূর্ণিঝড়ে সহ সংকেত বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। ঘূর্ণিঝড়ের সময় জনসাধারণকে আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্দ করেছেন, বিভিন্ন দুর্যোগে উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান, সঠিক সময়ে সংকেত প্রচার করে তার এলাকায় জানমাল ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাদ্রাসা, সাঁকো, রাস্তাঘাট নির্মাণের সহযোগিতা করা সহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর যৌথ কর্মসূচি)

সিপিপি শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা- ২০১৯

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	স্বেচ্ছাসেবকের নাম, পদবী, ইউনিট নং, ইউনিয়ন মোবাইল নং ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর	ছবি	অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৭৭	সাতক্ষীরা	আশাশুনি	নাম ঃ **জনাব স্বপন কুমার মৃধা** পদবী ঃ ইউনিয়ন টিম লিডার ইউনিট নং ঃ ০২ ইউনিয়ন ঃ শোভনালী এনআইডি ঃ ৮৭১০৪৮৬৬৫৭০৩৭ মোবাইল ঃ ০১৭৪২ ২০৪৮৪৩		তিনি ২০১০ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ০৭ টি ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড়ে জনসাধারণকে নৌকা এবং ট্রলারযোগে উদ্ধার করেছেন। তিনি এলাকার জনগণের সাথে মিশে গণসচেতনতা বৃদ্ধি, এডিস মশা নিধন ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বৃক্ষ রোপন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।
৭৮			নাম ঃ **জনাব নুরজাহান** পদবী ঃ প্রাথমিক চিকিৎসা ইউনিট নং ঃ ০৫ ইউনিয়ন ঃ প্রতাপনগর এনআইডি ঃ ১৯৮৯৮৭১০৪৭৭৭৮১৫৮৮ মোবাইল ঃ ০১৭২৯ ৮২৩৯৪৭		তিনি ২০০৯ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ০৮ টি ঘূর্ণিঝড়ে প্রাথমিক চিকিৎসা বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড়ে আহত স্বেচ্ছাসেবকদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রাদান এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় জনসাধারণকে সচেতন করেছেন। নিরক্ষতা দূরীকরণ, বাল্য বিবাহ, যৌতুক বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।
৭৯	খুলনা	কয়রা	নাম ঃ **জনাব মোঃ সাইফুল আলম** পদবী ঃ ইউনিয়ন টিম লিডার ইউনিট নং ঃ ০৯ ইউনিয়ন ঃ কয়রা সদর এনআইডি ঃ ৪৭১৫৩৫৫৫৭১৭২৯ মোবাইল ঃ ০১৯২২১৪৫৯৩৫		তিনি ২০১০ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ০৮ টি ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড়ে আহত স্বেচ্ছাসেবকদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেছেন এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় জনসাধারণকে সচেতন করেছেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।
৮০			নাম ঃ **জনাব রাফেজা খাতুন** পদবী ঃ সহ প্রাথমিক চিকিৎসা ইউনিট নং ঃ ০৪ ইউনিয়ন ঃ বাগালী এনআইডি ঃ ৭৭৭১১৭৫২৯১ মোবাইল ঃ ০১৯৩৯৩৪১৩৬১		তিনি ২০১১০ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ০৮ টি ঘূর্ণিঝড়ে প্রাথমিক চিকিৎসা বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড়ে আহত স্বেচ্ছাসেবকদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেছেন এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় জনসাধারণকে সচেতন করেছেন। নিরক্ষতা দূরীকরণ, বাল্য বিবাহ, যৌতুক বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর যৌথ কর্মসূচি)

সিপিপি শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা- ২০১৯

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	স্বেচ্ছাসেবকের নাম, পদবী, ইউনিট নং, ইউনিয়ন মোবাইল নং ও জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর	ছবি	অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৮১	খুলনা	দাকোপ	নাম ঃ **জনাব হর প্রসাদ বৈদ্য** পদবী ঃ ইউনিয়ন টিম লিডার ইউনিট নং ঃ ০৭ ইউনিয়ন ঃ বানিশান্তা এনআইডি ঃ ৪৭১১৭১৩৫০১২০৪ মোবাইল ঃ ০১৯৭১৯১৮৫২৩		২০১০ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত ০৩ টি ঘূর্ণিঝড়ে সংকেত বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। ঘুর্ণিঝড়ের সময় জনসাধারণকে আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাঁকো, রাস্তাঘাট নির্মানের সহযোগিতা করাসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িত।
৮২			নাম ঃ **জনাব কল্পনা রায়** পদবী ঃ সহ প্রাথমিক চিকিৎসা ইউনিট নং ঃ ০৩ ইউনিয়ন ঃ দাকোপ এনআইডি ঃ ৪৭১১৭৪২৪২২৮৮৮ মোবাইল ঃ ০১৯৩২০৩৯০৯৮		২০১০ সাল হতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত ০৩ টি ঘূর্ণিঝড়ে সহ প্রাথমিক চিকিৎসা বিভাগের সদস্য হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। ১৯৮৮,১৯৯১,১৯৯৭ ও ২০০৭, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড়ে জনসাধারণকে সংকেত প্রচার ও উদ্ধার কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া তিনি বাল্য বিবাহরোধ, মাদক বিরোধী আন্দোলন, সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

সিপিপি ডিজিটাল

আপনার স্মার্ট ফোন থেকে নিচের QR কোড স্ক্যান করুন।

https://www.facebook.com/cppbangladesh/

সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকগণকে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল আন্তঃযোগাযোগ এবং সতর্কীকরণ বার্তা গ্রহণ এবং প্রেরণের সক্ষমতার ভিত্তিতে "সিপিপি ডিজিটাল" শীর্ষক অনলাইন এবং জোন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া শীঘ্রই শুরু হবে ।

সিপিপি ডিজিটাল স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহীগণ অনলাইনে নিম্নোক্ত লিংকে রেজিস্ট্রেশন করতে পারেনঃ

http://cpp.amateurradiobangladesh.com

দুর্যোগকালে শুধু মাত্র স্মার্ট মোবাইল ফোন এবং HF/VHF রেডিও এর সাহায্যে কিভাবে ডিজিটাল মেসেজ আদান ও প্রদান করা যায় তা জানতে "সিপিপি ডিজিটাল" প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আলোচনা করা হবে ।

বর্ণিত প্রোগ্রামে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে প্রতি মাসে একজন করে 'সিপিপি স্মার্ট স্বেচ্ছাসেবক' নির্বাচিত হবেন এবং পুরস্কৃত হবেন।

❑ বাস্তবায়নে : সিপিপি

❑ সহযোগিতায় : অ্যামেচার রেডিও বাংলাদেশ।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মোঃ নূর ইসলাম খান অসি, পরিচালক (অপারেশন), সিপিপি।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থা:

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ক্ষুদ্রায়তনের একটি জনবহুল দেশ বাংলাদেশ। কর্কটক্রান্তীয় রেখা অঞ্চলে অবস্থিত বাংলাদেশ মৌসুমী জলবায়ু বিশিষ্ট এই দেশটির অবস্থান ২৪°৪৩ উত্তর থেকে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৮°০১পূর্ব থেকে ৯২°৪২পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশের উত্তরে হিমালয় পর্বত ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের অবস্থান এদেশেকে দিয়েছে ষড়ঋতু বৈচিত্রে পরিপূর্ণতা। দক্ষিণ-পূর্বাংশের পার্বত্য এলাকা ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশ নদীবিধৌত পলি সমৃদ্ধ এক সমতল ভূমি। বঙ্গোপসাগরের অভ্যন্তরে বেশ প্রসস্ত ও অগভীর ঝিঁনুক অঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্বকোণে ফাণেল আকৃতির গঠন বিশিষ্ট এই দেশটি সমুদ্র সমতল থেকে মাত্র কয়েক ফুট উচ্চ। উপকূলের প্রাকৃতিক গঠনের সাথে বিশ্ব উষ্ণায়ন ও সমুদ্র সমতল বৃদ্ধির প্রভাব যুক্ত হয়েছে।

এর ফলে, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপসমূহ থেকে প্রায়শই এদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হয়ে থাকে। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়সমূহ অগভীর তটরেখা পেরিয়ে দক্ষিণ পূর্ব কোণের ফাণেল আকৃতির অপরিসর অঞ্চলে বিপুল জলরাশি বয়ে এনে জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমূহের মধ্যে বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস অন্যতম। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল ও দ্বীপসমূহে প্রায় কোটি লোক বসবাস করে, যাদের অধিকাংশই ভূমিহীন এবং নিম্নআয় শ্রেণীভূক্ত।

বিগত ১৭৯৭ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে মোট ২৪৫টি প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হয়েছে, যা উপকূলীয় অঞ্চলে অসংখ্য মানুষ, পশুপাখী ও উদ্ভিদ ধ্বংস করেছে। ১৯৭০ সালে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর উপকূলীয় নিম্নআয় শ্রেণীভূক্ত অধিবাসীদের জান-মাল উক্ত অঞ্চলের জীব-বৈচিত্র্য ও সার্বিক পরিবেশের ধ্বংসের ক্ষয়ক্ষতি লাঘব করার লক্ষ্যে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সম্পর্কিত একটি সার্বিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনার উদ্দেশ্যে তৎকালীন লীগ অব রেড ক্রস ব্যাপক জরিপ ও গবেষণার পর ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সাংগঠনিক পটভূমি:

১৯৬৫ সালে ভোলায় সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পর ১৯৬৬ সাল থেকে তৎকালীন লীগ অব রেড ক্রস এণ্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজের সহযোগিতায় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্থান রেড ক্রস সোসাইটি পূর্ব বাংলার উপকূলীয় এলাকায় ' প্রাকদুর্যোগ পাইলট স্কীম' নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১৯৭০ সালে ১২ নভেম্বর ইতিহাসের মহাপ্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পর ইউনাইটেড জেনারেল এ্যাসেম্বলি (জাতিসংঘ) এর আহবানে তৎকালীন লীগ অব রেড ক্রস বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস এন্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ বাংলাদেশের উপকূলীয় জনসাধারণের জানমাল রক্ষার্থে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা করেন । ১৯৭১ সালে জুন মাসে লীগ অব রেড ক্রস বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস এন্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ (IFRCS) এর সুইডিস ডেলিগেট মিঃ ক্ল্যাস হেগস্ট্রম এবং বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটির ৫ জন সহকর্মীদের নিয়ে চট্রগ্রাম,কক্সবাজার, নোয়াখালী, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলার ২৮ টি উপকুলীয় উপজেলায় ১৯৫ টি ইউনিয়নের ২০৪৩ টি ইউনিটের ২০৪৩০ জন স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে ঘুর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৯৭২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার চর হেয়ারে কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবকের উপস্থিতিতে তৎকালীন ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী এবং স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মতিউর রহমান বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটির চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফা, এমপি এর উপস্থিতিতে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এক বছরান্তে লীগ অব রেড ক্রস এন্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ ৩০ জুন, ১৯৭৩ সালে মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয় এবং বাংলাদেশ সরকারকে এর দায়িত্বভার গ্রহণের অনুরোধ জানান। এর প্রেক্ষিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বাধীন তৎকালীন সরকার স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক রেড ক্রস প্রতিনিধির সাথে দীর্ঘ আলোচনান্তে উপকূলীয় জনসাধারণের বিপদ ও ঝুঁকি এবং কর্মসূচির গুরুত্ব বিবেচনা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সিপিপি কর্মসূচিটির দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হন এবং ১ জুলাই ১৯৭৩ হতে কর্মসুচিটি পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যা পরবর্তিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন লাভ করে।

সেই থেকেই ঘুর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর একটি যৌথ কর্মসূচি হিসেবে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে সতর্ক সংকেত প্রচার, দুর্গত জনসাধারণকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসা, উদ্ধার ও অনুসন্ধান, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত সফলতার সাথে কাজ করে আসছে।

বর্তমানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় 'ঘুর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)' সারাবিশ্বে 'রোল মডেল' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১৯৯১ সালে ২৯ এপ্রিলের ঘুর্ণিঝড়ে বাংলাদেশের উপকূলের জনসাধারণের জানমাল রক্ষার্থে ২২জন স্বেচ্ছাসেবকের অকাতরে জীবন দান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ঘুর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ সফলভাবে কার্য সম্পাদন করার স্বীকৃতি স্বরূপ ঘুর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচিকে যৌথভাবে থাইল্যান্ডস্থ " Smith Tumsaroch award-১৯৯৮" প্রদান করা হয়।

প্রশাসনিক কাঠামো:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (কমিটি গঠন ও কার্যাবলী) বিধিমালা, ২০১৫, বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত জানুয়ারি ২৬, ২০১৫ তারিখে প্রকাশিত (বিধিমালার ক্রমিক নং ১২ থেকে ১৭) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) এর পলিসি কমিটি এবং বাস্তবায়ন বোর্ডের গঠন করা হয়। যা নিম্নরূপঃ

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির পলিসি কমিটি:

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কার্যক্রম পরিচালনার কৌশলগত নীতি নির্ধারণ এবং ঘূর্ণিঝড় কর্মসূচির বাস্তবায়ন বোর্ডকে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি বিষয়ে কৌশলগত দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ' ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির পলিসি কমিটি (Cyclone Prepareness Programme Policy Committee- CPPPC) গঠিত হইবে,যথা:-

(০১) মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;
(০২) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সহ- সভাপতিও হইবেন;
(০৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, যিনি উহার সহ- সভাপতিও হইবেন;
(০৪) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়;
(০৫) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়;
(০৬) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়;
(০৭) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;
(০৮) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়;
(০৯) সচিব, অর্থ বিভাগ;
(১০) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ;
(১১) সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন;
(১২) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর;
(১৩) পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি; এবং
(১৪) যুগ্ম-সচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি; বাস্তবায়ন বোর্ড গঠন:

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি পলিসি কমিটির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসুচির কাঠামো ও বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও সুপারিশ প্রদান এবং ঘূর্ণিঝড়ের সকল প্রকারের প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ' ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড (Cyclone Preparedness Programme Implementation Board-CPPIB)' গঠিত হইবে:-

(০১) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;
(০২) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর;
(০৩) যুগ্ম-সচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থপনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়;
(০৪) যুগ্ম-সচিব (ত্রাণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়;
(০৫) প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর;
(০৬) প্রতিনিধি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
(০৭) প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয়;
(০৮) প্রতিনিধি, তথ্য মন্ত্রণালয়;
(০৯) প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ;
(১০) প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ;
(১১) প্রতিনিধি, স্পেস রিসার্চ এন্ড রিমোট সেন্সিং অর্গানাইজেশন (স্পারসো);
(১২) পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর;
(১৩) মহাসচিব, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি;
(১৪) পরিচালক (অপারেশন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি;
(১৫) প্রতিনিধি, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies; এবং
(১৬) পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি, যিনি উহার সদস্য- সচিবও হইবেন।

কর্ম এলাকা ও স্বেচ্ছাসেবক/স্বেচ্ছাসেবিকার সংখ্যা:

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসুচির (সিপিপি) প্রধান কার্যালয় ঢাকার নিয়ন্ত্রণাধীন ৭ টি আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে। আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতাধীন ৪০ টি উপজেলা রয়েছে। উপজেলা কার্যালয়ের আওতাধীন ৩৫৫টি ইউনিয়ন এবং এর আওতায় ৩৭০১টি ইউনিট রয়েছে। প্রতিটি ইউনিটে ১৫ জন স্বেছাসেবক রয়েছে যাতে ১০ জন পুরুষ এবং ৫ জন মহিলা স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে। উক্ত ইউনিটে ৫ টি বিভাগ যথা, সংকেত ও প্রচার, আশ্রয়, সন্ধান ও উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং খাদ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন বিভাগ। প্রতিটি বিভাগে ৩ জন (২জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা) করে স্বেচ্ছাসেবক কাজ করে থাকে। সিপিপি-তে বর্তমানে ৫৫,৫১৫ জন স্বেচ্ছাসেবক/স্বেচ্ছাসেবিকা (মহিলা-১৮,৫০৫ জন এবং পুরুষ-৩৭,০১০ জন), ১৪৬ ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক সমন্বয়ে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় পরিস্থিতি:

বাংলাদেশ একটি নদীবিধৌত নীচু সমতলভূমি এবং অগভীর উপকূল বিশিষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ একটি জনবহুল দেশ। প্রায় ৭১০ কিঃমিঃ উপকূল রেখা বিশিষ্ট বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল ক্রান্তীয় নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড়-এর লীলাভূমি। প্রতি বছর এপ্রিল-মে মাসে এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে এই অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় এবং কোনো কোনো বছর বৃহদাকারে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হয়ে থাকে। নিয়মিত এই প্রাকৃতিক দুর্যোগটি শুধুমাত্র উপকূলীয় অধিবাসীদের জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি সংঘটিত করে না, সেই সাথে সমগ্র দেশের অর্থনীতের উপরেও এক বিরাট নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বিগত দুই শতকে বাংলাদেশে সংঘটিত প্রায় ৭০টির বেশী প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় সমগ্র দেশের অর্থনীতিতে এক বিরূপ প্রভাব ফেলেছিলো।

উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬০ ১৯৬৫, ১৯৭০, ১৯৯১, ১৯৯৭, ১৯৯৮, ২০০৭, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭ এ সংঘটিত প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়সমূহ সমগ্র বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করে। বিশেষতঃ ২০০৭ সালে সংঘটিত সিডর, ২০০৯ সালে সংঘটিত আইলা, ২০১৬ সংঘটিত রোয়ানো ও ২০১৭ সালে সংঘটিত মোরা ঘূর্ণিঝড় ৪টির ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের প্রভাব অদ্যাবধি নিরসন করা সম্ভব হয়নি।

বর্তমানে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি সরকারের জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রমের আওতায় ধারাবাহিকভাবে কর্মসূচির ৫৫,২৬০ জন স্বেচ্ছাসেবককে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ দিয়ে উপকুলীয় এলাকায় প্রায় ১৫ কোটি জনগণকে জলবায়ু অভিযোজনের কারণে সম্ভাব্য ক্ষয়/ক্ষতি সম্পর্কে সচেতনকরাসহ করণীয় সম্পর্কে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে সংঘটিত কতিপয় উল্লেখযোগ্য ঘূর্ণিঝড়:

বছর	মাস	বিপর্যস্ত অঞ্চল	বাতাসের গতিবেগ	জনসংখ্যা মৃত্যুর পরিমাণ	সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি
১৮২২	মে	বাকেরগঞ্জ (বরিশাল)		৫০,০০০	
১৮৭৬	অক্টোবর	বাকেরগঞ্জ (বরিশাল)	২২০ কিঃমিঃ	২,০০,০০০	
১৮৯৭	অক্টোবর	চট্রগ্রাম		১৪,০০০	
১৯৬০	অক্টোবর	নোয়াখালী	১৬০ কিঃমিঃ	৩,০০০	
১৯৬১	মে	মেঘনা মোহনা	১৪৪ কিঃমিঃ	১১	
১৯৬৩	মে	কক্সবাজার	২০০ কিঃমিঃ	১১,৫২০	
১৯৬৫	মে	মেঘনা মোহনা	২১০ কিঃমিঃ	১৯	
১৯৭০	নভেম্বর	বরিশাল, ভোলা, নোয়াখালী	২০৫ কিঃমিঃ	১০,০০,০০০	৮৫.৪ মিলিয়ন ডলার
১৯৮৫	২৫ মে	চট্টগ্রাম উপকূল ও উড়ির চর	৯ নং মহা বিপদ সংকেত	১১,০০০	
১৯৯১	এপ্রিল	ভোলা, নোয়াখালী, চট্রগ্রাম এবং কক্সবাজার।	২৫০ কিঃমিঃ	১,৩৯,০০০	১.৫ বিলিয়ন ডলার
১৯৯৪	২ মে	কক্সবাজার এবং চট্রগ্রাম।	২৫০ কিঃমিঃ	১৬০	
২০০৭ সিডর	নভেম্বর	ভোলা, বরগুণা, বরিশাল	২৬০ কিঃমিঃ	৩,৪০৬	১.৭ বিলিয়ন ডলার
২০০৯ আইলা	মে	খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা জোন	১২০ কিঃমিঃ	১১৩	৫৫২ মিলিয়ন ডলার
২০১৩ মহাসেন	১৬-১৭ মে	বরগুনা,পটুয়াখালী ও ভোলা	৮৫ কিঃমিঃ	১৭	৫.১৪ মিলিয়ন ডলার
২০১৫ কোমেন	২৯ জুলাই	নোয়াখালী, চট্রগ্রাম	৭৫ কিঃমিঃ	০৩	
২০১৬ রোয়ানো	২১ মে	নোয়াখালী, চট্রগ্রাম ও কক্সবাজার	১০০ কিঃমিঃ	২৬	৮০,০০০ ঘর বিধস্ত
২০১৭ মোরা	৩০ শে মে	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার	১২০ কিঃমিঃ	০৬	
২০১৯ ফণী	০৪ মে	খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা	১০০ কিঃমিঃ	০৪	

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Bangladesh_tropical_cyclones

কর্মসূচীর লক্ষ্য:

বাংলাদেশের উপকূলীয় জনসাধারণের ঘুর্ণিঝড়ে দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি, পূর্ব প্রস্তুতির মাধ্যমে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস/ কমিয়ে আনা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দ্যেশ্য:

❑ দুর্যোগে সাড়া প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি ❑ দুর্যোগে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা ❑ দুর্যোগে দ্রুত সাড়া প্রদানের জন্য বেতার যোগাযোগ শক্তিশালী করা ❑ দুর্যোগের সাংকেতিক বার্তা নিরবিচ্ছিন্নভাবে জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়া ❑ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের আশ্রয়, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান,অনুসন্ধান ও উদ্ধার এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে গ্রামবাসীদের সহায়তা করা ❑ ঘুর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) এর স্বেচ্ছাসেবক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ঘটানো ❑ দুর্যোগ প্রস্তুতি কার্যক্রম শক্তিশালী এবং উন্নয়ন করা ❑ সমাজ কল্যাণ ও মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক দলের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি এবং আত্মত্যাগী মনোভাব সৃষ্টি করা ❑ আবহাওয়ার সতর্ক সংকেত বোধগম্য ও প্রতিষ্ঠিত করা এবং ঘুর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত এর সহিত সম্পৃক্ত জনসাধারণকে কার্যকরী সাড়া প্রদান নিশ্চিত করা।

সিপিপি'র গুরুত্ব বৃদ্ধি :

❑ বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান, জলবায়ূ পরিবর্তন এবং বিগত দিনের ঘূর্ণিঝড়ের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ অনেক বেশী ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকা।

❑ জলবায়ূ পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উপকুল সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। বিগত ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়/ক্ষতির অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের উপকুলের অনেক নতুন নতুন উপকুলীয় এলাকা ঘূর্ণিঝড়ে প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, অতিবৃষ্টি, খরা প্রভৃতি দুর্যোগের সাথে সংগ্রাম করে বাংলাদেশকে টিকে থাকতে হবে। প্রতিনিয়ত পরিবেশ দুষণ, আবহাওয়ার পরিবর্তন ও বিশ্ব পরিমন্ডলে গ্রীণ হাউজ ইফেক্ট এর ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হার ও মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ নির্মূলের কোন পদ্ধতি অদ্যাবধি আবিস্কৃত হয়নি। তবে অগ্রিম প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে লাঘব করা যায়। এ জন্য দরকার বিষয় ভিত্তিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, নিবেদিত প্রাণ স্বেচ্ছাসেবক ও সর্বপোরি গণসচেতনতা।

ভৌগলিক অবস্থান, জন সংখ্যার আধিক্য, অসচেতনতা, অসাবধানতা প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এই দুর্যোগের কারণে প্রতি বৎসর বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক জীবন, সম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। মানুষের পক্ষে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তবে দুর্যোগের পূর্বে ব্যাপক প্রস্তুতি, জনসচেতনতা সৃষ্টি , দুর্যোগ চলাকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

দক্ষ জনবল ও স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে দুর্যোগে পূর্ব প্রস্তুতির কারণে জীবন- সম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করতে বিশেষ অবদান রাখছে। ফলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর 'সোনার বাংলা', দেশরত্ন মানবতার জননী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ', ২০২১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে বিশ্বের অন্যতম উন্নত দেশের মর্যাদা লাভ করবে। এজন্য সকলকে সততা, আত্মবিশ্বাস, আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে দেশ এবং জাতির কল্যাণে নিজেকে নিয়োগ করতে হবে।

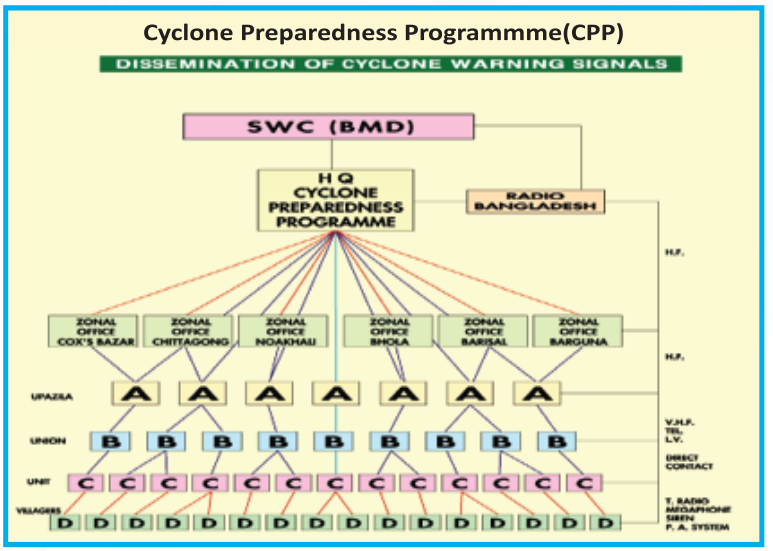
বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষতঃ উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণের মাঝে ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সর্তকবার্তা প্রচার, উদ্ধার ও অনুসন্ধান, প্রাথমিক চিকিৎসা, আশ্রয়দানসহ স্থানীয়ভাবে মোকাবিলা প্রস্তুতি, ত্রাণ ও পূনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার জন্য ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যক এবং ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনায় সিপিপি একটি শক্তিশালী অবস্থানে দাঁড়িয়ে গেছে। সিপিপি'র কার্যক্রম ও সক্ষমতা বর্তমানে পূর্বের চেয়ে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সরকার সিপিপি'র জন্য বরাদ্দ প্রদান করে ৪.৫ কোটি টাকা। যা বর্তমান ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ২৬ কোটিতে উন্নীত হয়েছে।

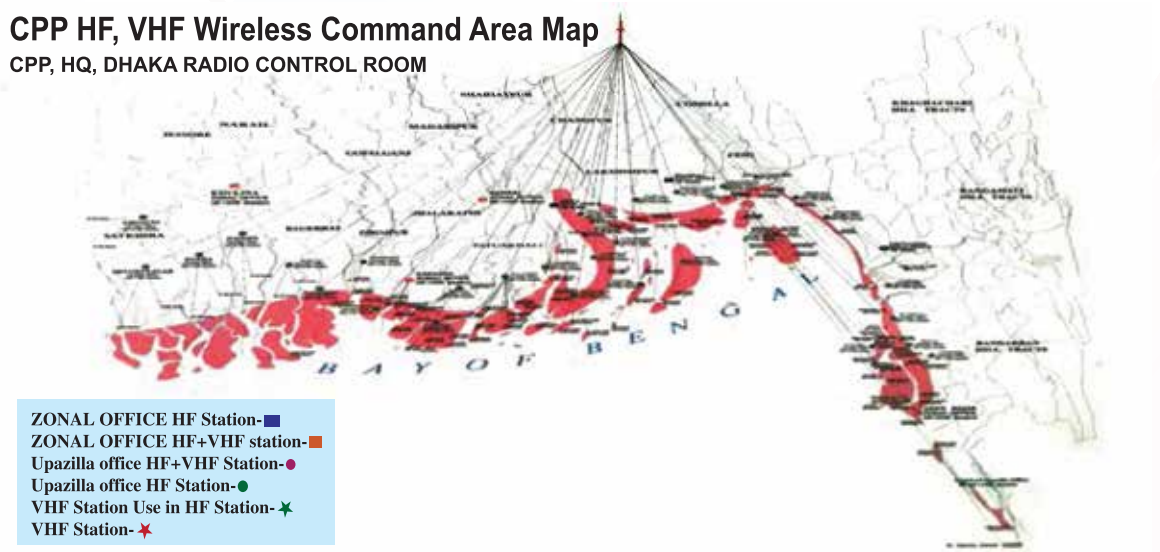
ঘূর্ণিঝড় পূর্ব এবং ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন সিপিপির সতর্ক সংকেত প্রচার কার্যক্রম

- ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচিতে দুই ধরণের বেতার যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। যথা: এইচএফ এবং ভিএইচএফ ওয়্যারলেস সেট। উভয় ওয়্যারলেস সেট এর মাধ্যমে ঢাকা প্রধান কার্যালয় হতে জোনাল ও উপজেলা পর্যায়ে বেতার যোগাযোগ করা হয় এবং উপজেলা হতে দূরবর্তী বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ও ইউনিয়নসমূহে ভিএইচএফ ওয়্যারলেস সেট দ্বারা বেতার যোগাযোগ করা হয়।

- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে আবহাওয়ার বার্তা পাওয়ার সাথে সাথে সিপিপি প্রধান কার্যালয় ঢাকা হতে ওয়্যারলেস সেটের মাধ্যমে সিপিপির জোনাল ও উপজেলা কার্যালয়সহ উপকূলীয় এলাকায় আবহাওয়া বার্তা প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এইভাবে স্বেচ্ছাসেবকগণ আবহাওয়ার বার্তা গ্রহণ করেন এবং ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার করে থাকেন। তাছাড়া স্বেচ্ছাসেবকগণ সতর্ক সংকেত পাওয়ার পর উপকূলীয় জনগণকে কখন কি করতে হবে সে বিষয়ে সম্যক ধারণা দিয়ে থাকেন।



ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)'র কর্ম এলাকা ও টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক



মোট এইচএফ স্টেশন এর সংখ্যা = ৪২ টি (৪২ টি স্টেশনে এইচএফ সেটের পাশাপাশি ৩৬ টিতে ভিএইচএফ সেট সংযুক্ত আছে এবং বেতার যোগাযোগ চলছে)

মোট ভিএইচএফ স্টেশন এর সংখ্যা = ১০৪ টি (জোনাল ও উপজেলা কার্যালয়ে স্থাপিত ৩৬ টি ভিএইচএফ সেট দিয়ে ১০৪ টি ভিএইচএফ স্টেশনের সাথে বেতার যোগাযোগ করা হয়ে থাকে)

সর্বমোট এইচএফ এবং ভিএইচএফ স্টেশন এর সংখ্যা (৪২+১০৪) = ১৪৬ টি।

সিপিপির বর্তমান স্বেচ্ছাসেবক (কর্ম এলাকা ভিত্তিক তথ্য)

জোন	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়নের সংখ্যা	মোট ইউনিট	স্বেচ্ছাসেবক		মোট স্বেচ্ছাসেবক
					পুরুষ	মহিলা	
কক্সবাজার	কক্সবাজার	টেকনাফ	০৬	৬৬	৬৬০	৩৩০	৯৯০
	কক্সবাজার	উখিয়া	৬	২৫	২৫০	১২৫	৩৭৫
	কক্সবাজার	কক্সবাজার	০৮	৬৯	৬৯০	৩৪৫	১০৩৫
	কক্সবাজার	মহেশখালী	০৯	৯৬	৯৬০	৪৮০	১৪৪০
	কক্সবাজার	চকোরিয়া	১১	৭০	৭০০	৩৫০	১০৫০
	কক্সবাজার	পেকুয়া	০৭	৪৯	৪৯০	২৪৫	৭৩৫
	কক্সবাজার	কুতুবদিয়া	০৬	৫৫	৫৫০	২৭৫	৮২৫
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম সিটি	০	০৩	৩০	১৫	৪৫
	চট্টগ্রাম	সীতাকুন্ড	১০	৬৩	৬৩০	৩১৫	৯৪৫
	চট্টগ্রাম	মিরস্বরাই	১১	৮০	৮০০	৪০০	১২০০
	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ	১৫	১৪৬	১৪৬০	৭৩০	২১৯০
	চট্টগ্রাম	বাঁশখালী	১০	৭১	৭১০	৩৫৫	১০৬৫
	চট্টগ্রাম	আনোয়ারা	০৭	৫০	৫০০	২৫০	৭৫০
	চট্টগ্রাম	কর্ণফুলি	০৫	৩১	৩১০	১৫৫	৪৬৫
নোয়াখালী	নোয়াখালী	নোয়াখালী সিটি	০	০৩	৩০	১৫	৪৫
	ফেনী	সোনাগাজী	০৯	১০০	১০০০	৫০০	১৫০০
	নোয়াখালী	কোম্পানীগঞ্জ	০৮	১১৯	১১৯০	৫৯৫	১৭৮৫
	নোয়াখালী	সুবর্নচর	০৯	১২০	১২০০	৬০০	১৮০০
	নোয়াখালী	হাতিয়া	১১	১৭৭	১৭৭০	৮৮৫	২৬৫৫
	লক্ষ্মীপুর	রামগতি	০৯	১০১	১০১০	৫০৫	১৫১৫
	লক্ষ্মীপুর	কমলনগর	০৯	৬৩	৬৩০	৩১৫	৯৪৫
ভোলা	ভোলা	মনপুরা	০৪	৫৫	৫৫০	২৭৫	৮২৫
	ভোলা	দৌলতখান	০৯	৯১	৯১০	৪৫৫	১৩৬৫
	ভোলা	বোরহানউদ্দিন	০৬	৬৪	৬৪০	৩২০	৯৬০
	ভোলা	তজুমদ্দিন	০৫	৮১	৮১০	৪০৫	১২১৫
	ভোলা	লালমোহন	০৯	১৩৭	১৩৭০	৬৮৫	২০৫৫
	ভোলা	চরফ্যাশন	১৯	১৬৫	১৬৫০	৮২৫	২৪৭৫
	ভোলা	ভোলা সদর	০৯	৮৭	৮৭০	৪৩৫	১৩০৫
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সিটি	০	০৩	৩০	১৫	৪৫
	পটুয়াখালী	দশমিনা	০৭	৭৮	৭৮০	৩৯০	১১৭০
	পটুয়াখালী	গলাচিপা	১৩	১৩৫	১৩৫০	৬৭৫	২০২৫
	পটুয়াখালী	রাঙাবালী	০৫	৬৪	৬৪০	৩২০	৯৬০
	পিরোজপুর	মঠবাড়িয়া	০৮	৮৫	৮৫০	৪২৫	১২৭৫
	বাগেরহাট	শরণখোলা	০৪	৪৫	৪৫০	২২৫	৬৭৫
বরগুনা	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	১২	১৫৮	১৫৮০	৭৯০	২৩৭০
	বরগুনা	আমতলী	০৮	১১৫	১১৫০	৫৭৫	১৭২৫
	বরগুনা	তালতলী	০৭	৫৮	৫৮০	২৯০	৮৭০
	বরগুনা	বরগুনা সদর	১০	১৪৬	১৪৬০	৭৩০	২১৯০
	বরগুনা	পাথরঘাটা	০৭	১০৩	১০৩০	৫১৫	১৫৪৫
খুলনা	খুলনা	দাকোপ	১০	৯১	৯১০	৪৫৫	১৩৬৫
	খুলনা	কয়রা	০৭	৭৩	৭৩০	৩৬৫	১০৯৫
	সাতক্ষীরা	আশাশুনি	১১	১০১	১০১০	৫০৫	১৫১৫
	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	১২	১৪৩	১৪৩০	৭১৫	২১৪৫
	বাগেরহাট	মংলা	০৭	৬৬	৬৬০	৩৩০	৯৯০
মোট= ৭	১৩	৪১	৩৫৫	৩৭০১	৩৭,০১০	১৮,৫০৫	৫৫,৫১৫

ঘুর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসুচি (সিপিপি)'র উপজেলা টিম লিডারদের নাম ও মোবাইল নম্বর

জোনের নাম	ক্রমিক নং	নাম	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মোবাইল নং
কক্সবাজার	০১	জনাব কাইছার উদ্দিন	টেকনাফ	কক্সবাজার	০১৭১৫-৬৯৪৫৫০
	০২	জনাব মোহাম্মদ হোসেন মাস্টার	কক্সবাজার সদর	কক্সবাজার	০১৭১৭-১৭৩১৪৬
	০৩	জনাব মোঃ নুরুল আবচার	চকোরিয়া	কক্সবাজার	০১৭১০-৮১৯৬৪৪
	০৪	জনাব আনোয়ারুল আজীম চৌধূরী (বাবুল)	পেকুয়া	কক্সবাজার	০১৭১২-২০২৬৭১
	০৫	জনাব মোঃ ওসমান সরওয়ার	মহেশখালী	কক্সবাজার	০১৮৩৬-২৪৪২৪৪
	০৬	আলহাজ্ব গোলাম রশিদ বাচ্চু	কুতুবদিয়া	কক্সবাজার	০১৭১৪-৩৭৪৪৫৫
চট্টগ্রাম	০৭	জনাব লুৎফর রহমান	কর্ণফুলী	চট্টগ্রাম	০১৮১৯-৮৯৪২১২
	০৮	জনাব মোঃ ছগীর আহমদ	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম	০১৮১৯-৮০৩০৩৯
	০৯	জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ চৌধূরী টিপু	আনোয়ারা	চট্টগ্রাম	০১৮১৯-১৭০৫৬৫
	১০	জনাব মশিউর রহমান বেলাল	সন্দ্বীপ	চট্টগ্রাম	০১৮১৮-২১২৩০০
	১১	জনাব মোঃ সাইফুল্লা দিদার	মিরশ্বরাই	চট্টগ্রাম	০১৮১৭-৫৩২১২৮
	১২	জনাব মোঃ শাহাজাহান	সীতাকুন্ড	চট্টগ্রাম	০১৮১৯-৮১৯৫৩২
নোয়াখালী	১৩	ডাঃ শান্তিরঞ্জন কর্মকার	সোনাগাজী	ফেনী	০১৮২১-৭৪২৩৫৪
	১৪	জনাব মোঃ ইলিয়াস মিয়া	কোম্পানীগঞ্জ	নোয়াখালী	০১৯১৪-৭৪১২৭২
	১৫	জনাব জিয়া আলী মোবারক কল্লোল	হাতিয়া	নোয়াখালী	০১৭৩১-০৪৭৩০৭
	১৬	জনাব মোঃ আবদুর রব	সুবর্ণচর	নোয়াখালী	০১৭১৪-৭৩৩৮৪৬
	১৭	জনাব মোঃ মাঈন উদ্দিন	রামগতি	লক্ষ্মীপুর	০১৭২৫-৯২১৯৪৯
	১৮	জনাব সামছুদ্দোহা খোকন	কমলনগর	লক্ষ্মীপুর	০১৭১৫-০৪১১২৮
ভোলা	১৯	জনাব আঃ হাসনাত তসলিম	ভোলা সদর	ভোলা	০১৭৩৯-৭৫৬১১৫
	২০	জনাব মোঃ তোফায়েল আহমেদ	দৌলতখান	ভোলা	০১৭১১-৯৪৪২৯৭
	২১	জনাব মোঃ শাহজাহান মোল্লা	বোরহানউদ্দিন	ভোলা	০১৭১২-২৯২০৩৭
	২২	জনাব মোঃ অলি উল্যাহ হাওলাদার (ভারপ্রাপ্ত)	তজুমুদ্দিন	ভোলা	০১৭১২-৪২৮০৭৩
	২৩	জনাব মোঃ শফিউল্লাহ হাওলাদার	লালমোহন	ভোলা	০১৭৯২-০৪৫৭৭০
	২৪	আবুল ফয়েজ মোঃ বাহাউদ্দিন জসিম সরমান	চরফ্যাশন	ভোলা	০১৭১৬-৭১৯৭০১
	২৫	জনাব এরফান উল্ল্যাহ চৌধূরী	মনপুরা	ভোলা	০১৭২১-৮২৯৩০১
বরিশাল	২৬	জনাব ইব্রাহিম খলিল ফরাজী	মঠবাড়িয়া	পিরোজপুর	০১৭১২-৯৮৪৫৪৯
	২৭	জনাব আবু হেনা মোঃ শোয়েব	গলাচিপা	পটুয়াখালী	০১৭১১-৩১৯২০৯
	২৮	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (ভারপ্রাপ্ত)	রাঙ্গাবালী	পটুয়াখালী	০১৭১৮-৭৯৪৬৭৮
	২৯	জনাব মোঃ আবদুল হাই	দশমিনা	পটুয়াখালী	০১৭২০-১১৬৭৪৭
	৩০	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান ফকির	শরণখোলা	বাগেরহাট	০১৭১৫-৮৫৭০২৯
বরগুনা	৩১	জনাব মোঃ জাকির হোসেন মিরাজ	বরগুনা সদর	বরগুনা	০১৭১২-৯৬৪৮৫০
	৩২	জনাব মোঃ অলিউল ইসলাম বাবুল	পাথর ঘাটা	বরগুনা	০১৭১৪-৫৯৮০০৫
	৩৩	জনাব মোঃ রুস্তম আলী আকন	আমতলী	বরগুনা	০১৭১১-৪৮০২০৮
	৩৪	জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন হাওলাদার	তালতলী	বরগুনা	০১৭১৫-১০২২৫২
	৩৫	জনাব মোঃ মোতালেব হোসেন হাওলাদার	কলাপাড়া	পটুয়াখালী	০১৭১৮-৩০৯১৬৪
খুলনা	৩৬	জনাব দেবাশীষ ঢালী	দাকোপ	খুলনা	০১৯৪২-৪২২৮২৫
	৩৭	জনাব জি,এম, আব্দুল্লাহ আল-মামুন	কয়রা	খুলনা	০১৭১৫-২১২২৮৫
	৩৮	জনাব মাহমুদ হাসান	মোংলা	বাগেরহাট	০১৭১১-২৬৫২৩৬
	৩৯	জনাব মোঃ শাহীন ভূইয়া	শ্যামনগর	সাতক্ষীরা	০১৭১৪-৫০৯২০৬
	৪০	জনাব মোঃ আবদুল জলিল	আশাশুনি	সাতক্ষীরা	০১৯২১-১০৩৪৮২

১৯৯১ প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে কর্মরত অবস্থায় নিহত সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের নাম ও ঠিকানা:

ক্রমিক নং	মৃত স্বেচ্ছাসেবকদের নাম ও ঠিকানা	পদবী, ইউনিট ও উপজেলার নাম	মৃত্যুর কারণ/মন্তব্য
০১	ফজল আহমেদ পিতার নামঃ সদর আলী গ্রামঃ মাঝের ডেইল, পোঃ মাতারবাড়ী, ইউনিয়নঃ উপজেলাঃ মহেশখালী, জেলাঃ কক্সবাজার	উদ্ধার বিভাগ ৮ নং ইউনিট **মহেশখালী**	১৯৯১ সনের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে স্বেচ্ছাসেবকের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারান।
০২	বদিউল আলম পিতার নামঃ খলিল আহমেদ গ্রামঃ মোহাম্মদ সফিরবিল, পোঃ ইনানী ইউনিয়নঃ জালিয়া পালং, উপজেলাঃ উখিয়া জেলাঃ কক্সবাজার	সহঃ উদ্ধার বিভাগ ৩ নং ইউনিট **উখিয়া**	১৯৯১ সনের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে স্বেচ্ছাসেবকেরঅর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারান।
০৩	জালাল আহমেদ পিতার নামঃ আব্দুল হামিদ গ্রামঃ কৈয়ারবিল, পোঃ বড়ঘোপ উপজেলাঃ কুতুবদিয়া, জেলাঃ কক্সবাজার	সংকেতবিভাগ ৪ নং ইউনিট **কুতুবদিয়া**	১৯৯১ সনের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে স্বেচ্ছাসেবকের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারান।
০৪	মৌলভী মোঃ হোসেন পিতার নামঃ আবদুল মোতালেব গ্রামঃ খুদিয়ার টেক, ইউনিয়নঃ আলী আকবর ডেইল উপজেলাঃ কুতুবদিয়া, জেলাঃ কক্সবাজার	আশ্রয় বিভাগ ৭ নং ইউনিট **কুতুবদিয়া**	১৯৯১ সনের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে স্বেচ্ছাসেবকেরঅর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারান।
০৫	নূরুল হুদা পিতার নামঃ মোজাহার আলী গ্রামঃ খুদিয়ার টেক, পোঃ বড়ঘোপ ইউনিয়নঃ আলী আকবর ডেইল উপজেলাঃ কুতুবদিয়া, জেলাঃ কক্সবাজার	সহঃ আশ্রয় বিভাগ ৭ নং ইউনিট **কুতুবদিয়া**	১৯৯১ সনের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে স্বেচ্ছাসেবকের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারান।
০৬	আবদুল মাবুদ পিতার নামঃ মৃত সরাফত আলী গ্রামঃ বাগখালী, পোঃ দুরংবাজার ইউনিয়নঃ সাউথ ধ্রুরং, উপজেলাঃ কুতুবদিয়া জেলাঃ কক্সবাজার	ত্রাণ বিভাগ ৭ নং ইউনিট **কুতুবদিয়া**	১৯৯১ সনের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে স্বেচ্ছাসেবকেরঅর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারান।
০৭	সামছুল আলম পিতার নামঃ মৃত নুরুজ্জামান গ্রামঃ মগনামা মটকা ভাঙ্গা পোঃ + ইউনিয়নঃ মগনামা উপজেলাঃ চকোরিয়া, জেলাঃ কক্সবাজার	সংকেত বিভাগ ৫ নং ইউনিট **চকোরিয়া**	১৯৯১ সনের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে স্বেচ্ছাসেবকের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারান।
০৮	ইউসুফ আলী পিতার নামঃ মৃত মোবারক আলী গ্রামঃ পূর্ব করিয়ারদিয়া, পোঃ উজানটিয়া ইউনিয়নঃ মগনামা, উপজেলাঃ পেকুয়া জেলাঃ কক্সবাজার	সহঃ প্রাথমিক চিকিৎসা বিভাগ ১০ নং ইউনিট **পেকুয়া**	১৯৯১ সনের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে স্বেচ্ছাসেবকেরঅর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারান।

১৯৯১ প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে কর্মরত অবস্থায় নিহত সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের নাম ও ঠিকানা:

ক্রমিক নং	মৃত স্বেচ্ছাসেবকদের নাম ও ঠিকানা	পদবী, ইউনিট ও উপজেলার নাম	মৃত্যুর কারণ/মন্তব্য
০৯	মোঃ নুরুলহক সওদাগার পিতার নামঃ মৃত হাজী আসদ আলী গ্রামঃ রাজাখালী, পোঃ রাজাখালী উপজেলাঃ পেকুয়া, জেলাঃ কক্সবাজার	ত্রাণ বিভাগ ২নং ইউনিট **পেকুয়া**	১৯৯১ সনের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে স্বেচ্ছাসেবকের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারান।
১০	মোঃ নবীর উদ্দিন পিতার নামঃ মৃত আবদুস ছাত্তার গ্রামঃ মোহাম্মদপুর মেগপ্যশন পোঃ+ ইউনিয়নঃ জাহাজমারা, উপজেলাঃ হাতিয়া জেলাঃ নোয়াখালী	উদ্ধার বিভাগ ১০ নং ইউনিট **হাতিয়া**	১৯৯১ সনের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে স্বেচ্ছাসেবকের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারান।
১১	বেলাল উদ্দিন পিতার নামঃ মৃত বদিউল আলম গ্রামঃ মোহাম্মদপুর মেগপ্যশন পোঃ+ ইউনিয়নঃ জাহাজমারা, উপজেলাঃ হাতিয়া জেলাঃ নোয়াখালী	সহঃ উদ্ধার বিভাগ ১০ নং ইউনিট **হাতিয়া**	১৯৯১ সনের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে স্বেচ্ছাসেবকের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারান।
১২	ওমর ফারুক পিতার নামঃ মৃত মোঃ সায়েদুল হক গ্রামঃ হাজীরপুর, পোঃ সামির হাট, ইউনিয়নঃ হাজীপুর, উপজেলাঃ সুধারাম (সুবর্ণচর) জেলাঃ নোয়াখালী	সহঃ উদ্ধার বিভাগ ৯ নং ইউনিট **সুধারাম (সুবর্ণচর)**	১৯৯১ সনের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে স্বেচ্ছাসেবকের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারান।
১৩	নূরউদ্দিন পিতার নামঃ মৃত আলী আহমেদ গ্রামঃ চর ক্লার্ক, পোঃ চরলক্ষ্মী ইউনিয়নঃ চর ক্লার্ক, উপজেলাঃ সুধারাম (সুবর্ণচর) জেলাঃ নোয়াখালী	সহঃ উদ্ধার বিভাগ ৪ নং ইউনিট **সুধারাম (সুবর্ণচর)**	১৯৯১ সনের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে স্বেচ্ছাসেবকের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারান।
১৪	নূরউদ্দিন পিতার নামঃ মৃত আবদুর রবমাঝি গ্রামঃ চর আলাউদ্দিন পোঃ চরলক্ষ্মী ইউনিয়নঃ চর ক্লার্ক, উপজেলাঃ সুধারাম (সুবর্ণচর) জেলাঃ নোয়াখালী	সহঃ উদ্ধার বিভাগ ৫ নং ইউনিট **সুধারাম (সুবর্ণচর)**	১৯৯১ সনের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে স্বেচ্ছাসেবকের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারান।
১৫	খুকী রানী গুহ পিতার নামঃ খোকন চন্দ্র গুহ গ্রামঃ হরিসপুর, পোঃ + ইউনিয়নঃ হরিসপুর উপজেলাঃ সন্দ্বীপ, জেলাঃ চট্টগ্রাম	প্রাথমিক চিকিৎসা বিভাগ ১২ নং ইউনিট **সন্দ্বীপ**	১৯৯১ সনের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে স্বেচ্ছাসেবকের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারান।
১৬	আবুল কাশেম পিতার নামঃ অজিউল্ল্যাহ সিদ্দিক গ্রামঃ মগধরা, পোঃ ফলিসার বাজার ইউনিয়নঃ মগধরা, উপজেলাঃ সন্দ্বীপ জেলাঃ চট্টগ্রাম	সহঃ প্রাথমিক চিকিৎসা বিভাগ ১০ নং ইউনিট **সন্দ্বীপ**	১৯৯১ সনের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে স্বেচ্ছাসেবকের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারান।
১৭	আবু বকর ছিদ্দিক পিতার নামঃ মৃত অহি দুল্লাহ গ্রামঃমগধরা, পোঃ ফলিসার বাজার ইউনিয়নঃ মগধরা, উপজেলাঃ সন্দ্বীপ জেলাঃ চট্টগ্রাম	উদ্ধার বিভাগ ৫ নং ইউনিট **সন্দ্বীপ**	১৯৯১ সনের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে স্বেচ্ছাসেবকের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারান।

১৯৯১ প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে কর্মরত অবস্থায় নিহত সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের নাম ও ঠিকানা:

ক্রমিক নং	মৃত স্বেচ্ছাসেবকদের নাম ও ঠিকানা	পদবী, ইউনিট ও উপজেলার নাম	মৃত্যুর কারণ/মন্তব্য
১৮	আবুল কাশেম পিতার নামঃ বাদশা মিয়া গ্রামঃ আজিমপুর, পোঃ আজিজিয়া ইউনিয়নঃ আজিমপুর, উপজেলাঃ সন্দ্বীপ, জেলাঃ চট্টগ্রাম	সহঃ আশ্রয় বিভাগ ৩ নং ইউনিট **সন্দ্বীপ**	১৯৯১ সনের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে স্বেচ্ছাসেবকের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারান।
১৯	আজিম উদ্দিন পিতার নামঃ মৃত নাজির আহমেদ গ্রামঃ কালাপানিয়া, পোঃ কালাপানিয়া উপজেলাঃ সন্দ্বীপ, জেলাঃ চট্টগ্রাম	সহঃ আশ্রয় বিভাগ ১১ নং ইউনিট **সন্দ্বীপ**	১৯৯১ সনের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে স্বেচ্ছাসেবকের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারান।
২০	মোজাহার হোসেন পিতার নামঃ মোফাজ্জল হোসেন গ্রামঃ নিজহাওলা, পোঃ + ইউনিয়নঃ রতনদি তালতলী উপজেলাঃ গলাচিপা, জেলাঃ পটুয়াখালী	প্রাথমিক চিকিৎসা বিভাগ ২ নং ইউনিট **গলাচিপা**	১৯৯১ সনের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে স্বেচ্ছাসেবকের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারান।
২১	রফিজুল ইসলাম পিতার নামঃ আবদুল লতিফ গ্রামঃ চর নিজাম, ইউনিয়নঃ সাকুচিয়া উপজেলাঃ মনপুরা, জেলাঃ ভোলা	আশ্রয় বিভাগ ১১ নং ইউনিট **মনপুরা**	১৯৯১ সনের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে স্বেচ্ছাসেবকের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারান।
২২	আবদুর রহিম পিতার নামঃ মৃত আবদুল লতিফ সরদার গ্রামঃ চর নিজাম, ইউনিয়নঃ সাকুচিয়া উপজেলাঃ মনপুরা, জেলাঃ ভোলা	ত্রাণ বিভাগ ১১ নং ইউনিট **মনপুরা**	১৯৯১ সনের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে স্বেচ্ছাসেবকের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারান।

১৯৯৭ প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে কর্মরত অবস্থায় নিহত সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের নাম ও ঠিকানা:

ক্রমিক নং	মৃত স্বেচ্ছাসেবকদের নাম ও ঠিকানা	পদবী, ইউনিট ও উপজেলার নাম	মৃত্যুর কারণ/মন্তব্য
২৩	সূর্য্য লাল দাস পিতার নামঃ তরণী কুমার দাস গ্রামঃ কাজীপাড়া, পোঃ কুমিরা উপজেলাঃ সীতাকুন্ড, জেলাঃ চট্টগ্রাম	উদ্ধার বিভাগ ৫ নং ইউনিট **সীতাকুন্ড**	স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় সন্দ্বীপ চ্যানেলে নিমজ্জিত হয়ে নিখোঁজ হন।

২০০৭ প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে কর্মরত অবস্থায় নিহত সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের নাম ও ঠিকানা:

ক্রমিক নং	মৃত স্বেচ্ছাসেবকদের নাম ও ঠিকানা	পদবী, ইউনিট ও উপজেলার নাম	মৃত্যুর কারণ/মন্তব্য
২৪	তাছলিমা বেগম স্বামীঃ আঃ রহিম মাষ্টার গ্রামঃ মাঝের চর, পোঃ দক্ষিণ তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নঃ বদরখালী,উপজেলা+জেলাঃ বরগুনা	সহঃ সংকেত (মহিলা) বিভাগ ১৪ নং ইউনিট **বরগুনা**	ঘূর্ণিঝড় সিডরের আসন্ন বিপদের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন ও রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারান। মৃতদেহ পাওয়া যায়নি।
২৫	আশরাফুল হোসেনখান পিতার নামঃ মৃত আবদুল লতিফ খান গ্রামঃ সাউথখালী, পোঃ তাফালবাড়ি উপজেলাঃ শরণখোলা, জেলাঃ বাগের হাট	প্রাথমিক চিকিৎসা বিভাগ ৭ নং ইউনিট **শরণ খোলা**	ঘূর্ণিঝড় সিডরের আসন্ন বিপদের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে নিজ পরিবার পরিজনদের আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার সময় নিজ কন্যাসহ জলোচ্ছাসে নিখোজ হন। পরের দিন মেয়ে কোলে অবস্থায় উভয়ের মৃত্যুদেহ পাওয়া গিয়েছে।
২৬	মোজাম্মেল হোসেন পিতার নামঃ মৃত আবদুল কাদের গ্রামঃ + পোঃ তুসখালী, উপজেলাঃ মঠবাড়িয়া জেলাঃ পিরোজপুর	সহঃ আশ্রয় বিভাগ ১১ নং ইউনিট **মঠবাড়িয়া**	২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় সিডরের সংবাদ পেয়ে দুবলার চরের জেলেদের নিরাপদ আশ্রয় স্থানে যাওয়া এবং তাদের ঝড়ের সংবাদ প্রচার করতে গিয়ে জলোচ্ছাসে ভেসে যান। পরেরদিন তার মৃতদেহ সুন্দর বনের একটি গাছের ডালে ঝুলন্ত অবস্থায় হ্যান্ড সাইরেনসহ পাওয়া গিয়েছে।



‘সিডরম্যান’ খ্যাত সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক স্বর্গীয় জয়দেব দত্ত

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) নিবেদিত প্রাণ স্বেচ্ছাসেবক ‘সিডর ম্যান’ খ্যাত জনাব জয়দেব দত্ত উপকূলীয় জেলা বরগুনার তালতলী উপজেলায় সাগরপাড়ের জনপদে ১৯৬০ সালে ১লা জুন জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা স্বর্গীয় কৃষ্ণ লাল দত্ত ও মাতা স্বর্গীয়া শান্তি সুধা দত্ত। স্নাতক ডিগ্রীধারী জয়দেব দত্ত বাল্যকাল হতেই পড়াশুনার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও জনসেবামূলক কার্যক্রমের সাথে নিজেকে সর্বদা জড়িয়ে রাখতেন। জয়দেব দত্ত ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির আজীবন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়ে সিপিপি কার্যক্রমের সাথে পরিচিত হন। তিনি নিজে দেশের সর্ব দক্ষিণের বিপদ সংকুল সাগর পাড়ের বাসিন্দা হওয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে এলাকার মানুষের ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও জীবন সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

উপকূলবর্তী দুর্যোগ কবলিত বিপদাপন্ন মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)র তৃণমূলের কার্যক্রমের সাথে ১৯৮৫ সালে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। অল্পদিনেই তিনি তার আন্তরিকতা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও মানুষের প্রতি ভালবাসার গুণে নিজেকে একজন নিষ্ঠাবান, জনপ্রিয় ও নিবেদিত প্রাণ সাহসী স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি তালতলী উপজেলার বড়বগী ইউনিয়নের ১ নং ইউনিটের সিপিপি ইউনিট টিম লীডার ও ভিএইচএফ অপারেটর হিসেবে মুত্যুর আগ পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

২০০৭ সালে সংঘটিত সুপার সাইক্লোন সিডরে নিজের জীবনকে তুচ্ছ ভেবে দুর্যোগ আক্রান্ত হাজার হাজার মানুষের জীবন ও সম্পদ বাঁচাতে সিপিপি’র একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে জয়দেব দত্ত যে ভূমিকা রাখেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তাঁর দুর্যোগকা-লীন সময়ে এ সাহসীকতাপূর্ণ বীরত্ব গাঁথা ও স্বেচ্ছাসেবার কথা সে সময়ে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও টেলিভিশনে প্রকাশিত এবং প্রচারিত হয়। তাঁর এ মহতী সেবামূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আমতলী, বরগুনা কর্তৃক ১৩-০৩-২০০৮ তারিখে ‘সিডরম্যান’ ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি তাঁকে ‘হিরো’ খেতাব প্রদান করেন।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ০৮-৫-২০০৮ তারিখে বিশ্ব রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস-২০০৮ উপলক্ষ্যে তাঁকে মানব সেবায় অনন্য অবদান রাখার জন্য সোসাইটির সর্বোচ্চ সম্মাননা ‘রেড ক্রিসেন্ট পদক’ প্রদান করেন। জয়দেব দত্ত কর্তৃক দুর্যোগে বিপন্ন মানুষের কল্যাণে অসামান্য সেবাদানের জন্য তৎকালীন বরগুনার জেলা প্রশাসক ০৮-১০-২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি অফিসিয়াল পত্রের মাধ্যমে তাকে স্বীকৃতি প্রদান ও পুরস্কৃত করার জন্য অনুরোধ জানান। স্থানীয় ও জাতীয় বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান তাঁকে নানাভাবে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করেন। জয়দেব দত্ত ০৫-০৮-২০১৭ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে সিপিপি একজন মানবতাবাদী সুহৃদকে হারালো, দেশ হারালো একজন নিবেদিত প্রাণ স্বেচ্ছাসেবককে। আমরা মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

লেখকঃ মোঃ নূর ইসলাম খান অসি
পরিচালক (অপারেশন)
ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

তথ্যসূত্রঃ **মোঃ আছাদ উজ্জামান খান**
জুনিয়র সহকারি পরিচালক
সিপিপি কলাপাড়া উপজেলা ও
অতিরিক্ত দায়িত্ব সিপিপি তালতলী উপজেলা, পটুয়াখালী।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির উপকূলীয় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি



ভৌগলিক অবস্থানগত কারণেই বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ এবং জনসংখ্যার আধিক্য, অসচেতনতা, অসাবধানতা প্রভৃতি কারণে এই দুর্যোগের ঝুঁকির মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্যোগের কারণে প্রতি বছর বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক জীবন, সম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। মানুষের পক্ষে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলেও দুর্যোগের পূর্বে ব্যাপক প্রস্তুতি, জনসচেতনতা সৃষ্টি, দুর্যোগ চলাকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।



উপকূলীয় অঞ্চলের জনগোষ্ঠির দুর্যোগ প্রস্তুতি ও দুর্যোগে টিকে থাকার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৭ সালের জুলাই মাস হতে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (বিডিআরসিএস) দেশের ৩টি উপকূলীয় জেলা বাগেরহাট, পটুয়াখালীতে ও কক্সবাজার এ উপকূলীয় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে । উক্ত কর্মসূচির আওতায় বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলা এবং পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার ৩টি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ইউনিয়নে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। "Enhancing Institutional and Community Preparedness and Readiness in Coastal Bangladesh" বা সংক্ষেপে উপকূলীয় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি বিডিআরসিএস আমেরিকান রেড ক্রস এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া কর্মসূচিটি বাস্তবায়নে করতে আইএফআরসি বাংলাদেশ অফিস ও বিডিআরসিএসকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে। এই কর্মসূচির আওতায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী (সিপিপি) শরণখোলা ও কলাপাড়া উপজেলার উল্লেখযোগ্যসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবককে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সোসাইটি কর্তৃক পরিচালিত নানাবিধ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।



কর্মসূচিটির উদ্দেশ্য হলো- বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সাংগঠনিক সক্ষমতা এবং উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ প্রতিরোধ বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করা। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সঠিক সময়ে আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়া, প্রায় ১,৩০০ সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক ও যুব রেড ক্রিসেন্টের স্কুল পর্যায়ের ৬০০ স্বেচ্ছাসেবকসহ প্রায় ২,০০০ স্বেচ্ছাসেবক, রেড ক্রিসেন্ট ও সিপিপির কর্মকর্তাগণ দুর্যোগের প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদান বিষয়ক প্রশিক্ষণ লাভ করছে।



তাছাড়া এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিটি উপজেলার ০৪টি করে সর্বমোট ০৮টি কমিউনিটিতে এবং ২০টি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সর্বোপরি, এই কর্মসূচির মাধ্যমে ১৬,০০০ সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী দুর্যোগ বিষয়ক পরামর্শ ও সহয়োগিতা লাভ করছে। বর্তমানে এই কার্যক্রমের আওতায় উঠান বৈঠক, স্কুল সেশন পরিচালনা, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিমূলক মহড়া করা হচ্ছে এবং পাশাপাশি ১৬টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ

American Red Cross

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

সাড়া প্রদান বিষয়ক কমিটি নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। লক্ষিত কমিউনিটির জনগণের অংশগ্রহণ, স্বেচ্ছামূলক সেবা ও সার্বিক সহযোগিতা নিশ্চিত পূর্বক ক্ষুদ্র পরিসরে দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন কাজগুলোর মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়ন, আপদকালীন সময়ে সহজে ও নিরাপদে আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়া এবং সেখানে অবস্থানসহ দুর্যোগে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি লাঘবে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।



২০১৭ সালের মার্চ মাসে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের বাংলাদেশে আশ্রয়গ্রহণের অব্যবহিত পর থেকেই বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ঐ সকল আর্ত নিপীড়িত মানুষের সেবায় জরুরী ভিত্তিতে ত্রাণ ও চিকিৎসা সেবা পরিচালনা করে আসছে। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের এর নির্দেশ মোতাবেক এবং শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয় (RRRC) এবং সিপিপি'র সার্বিক সহযোগিতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সোসাইটির উপকূলীয় ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচির প্রতিটি ক্যাম্পে বসবাসকারী নাগরিকদের মধ্য হতে বাছাইকৃত ১০০ জন যুবক-যুবতির সমন্বয়ে প্রতিটি ক্যাম্পে ৫টি করে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক টিম গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই কর্মসূচির আওতায় উখিয়া ও টেকনাফের ৩৪ টি ক্যাম্প জনবসতিতে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) এর মাধ্যমে প্রথমবারের মত জাতীয় দুর্যোগ পূর্ব সতর্কতা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৪ টি ক্যাম্পে ১৯০০ সিপিপি ক্যাম্প স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়োগপূর্বক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একই সাথে ৩৪ টি ক্যাম্পের জন্য প্রয়োজনীয় সাংকেতিক যন্ত্রপাতি, হালকা উদ্ধার সামগ্রী, প্রাথমিক চিকিৎসার দ্রব্যাদি সহ প্রত্যেক ক্যাম্প স্বেচ্ছাসেবককে সুরক্ষার ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বাকী ১৬০০ ক্যাম্প স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

এই কার্যক্রম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়, ক্যাম্প ইন-চার্জসহ সকল অংশীদারদের সাথে নিবিড় সহযোগিতার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। উপকূলীয় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি এর মাধ্যমে কক্সবাজার জেলায় সিপিপি কার্যক্রম উন্নতিকরণে সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় সিপিপি রেডিও নেটওয়ার্ক এবং স্বেচ্ছাসেবকদের দক্ষতা উন্নয়নে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান চলমান। ২০১৮ সালে ঘূর্ণিঝড় টিটলি ও ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড় ফনি কর্তৃক উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক এবং সিপিপি ক্যাম্প স্বেচ্ছাসেবক সম্মিলিত কার্যকরী ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়েছে।



এই কর্মসূচির মাধ্যমে বিডিআরসিএস শুধুমাত্র এই ৩টি জেলাতেই নয়, উপকূলীয় ১৩ টি জেলায় আবহাওয়া পূর্বাভাস-ভিত্তিক কার্যক্রম (Forecast-based Action) পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্বাভাস এর উপর ভিত্তি করে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার পূর্বে বিডিআরসিএস এবং সিপিপি সম্মিলিতভাবে বিপদাপন্ন মানুষের দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকল্পে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মনে করে, আমেরিকান রেড ক্রস এবং আইএফআরসি এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখার মাধ্যমে ভবিষ্যতে উপকূলীয় অন্যান্য জেলার বিপদাপন্ন মানুষের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে কার্যকর প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

American Red Cross

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসুচি (সিপিপি)'র কর্মকর্তাবৃন্দের নাম, পদবী, কর্মস্থল, ফোন নম্বর, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	দপ্তর/স্টেশন	ফোন নম্বর	মোবাইল	ই-মেইল
১	জনাব আহমাদুল হক	পরিচালক (প্রশাসন)	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	০২-৯৩৫৩৮১৬	০১৭১১-২৪১৩৪৪	info@cpp.gov.bd directoradmin@cpp.gov.bd
২	জনাব মোঃ নূর ইসলাম খান	পরিচালক (অপারেশন)	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	০২-৯৩৫৭৯৪৮	০১৮১১-৪৫৮৫০৭	director.ops.cpp@gmail.com nurislam.khan@bdrcs.org
৩	জনাব কিশোর কুমার সরদার	উপ-পরিচালক	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) বরগুনা আঞ্চলিক কার্যালয়। অতিঃ পাথরঘাটা	০৪৪৮-৬২৩৮২	০১৭১২-০২৬৩০১	kkskbd@gmail.com
৪	জনাব মোঃ সেরাফৎ হোসেন খান	উপ-পরিচালক	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), নোয়াখালী আঞ্চলিক কার্যালয়। অতিঃ রামগতি,সুবর্ণচর ও কমলনগর	০৩২১-৬১৬৬১	০১৭১২-০২৬৩০২	sharafatcpp@gmail.com
৫	জনাব মোঃ রুহুল আমিন	উপ-পরিচালক	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়। অতিঃ সীতাকুন্ড ও মীরসরাই	০৩১-২৫৬৬৭৩২	০১৭১২-০২৬৩০৩	ruhulamincpp@gmail.com
৬	জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ	উপ-পরিচালক	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়। অতিঃ দশমিনা, রাঙাবালী, গলাচিপা	০৪৩১-৬৫০৫৭	০১৭১২-০২৬৩০৬	abdurrasid11@gmail.com
৭	জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন মিয়া	উপ-পরিচালক	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), ভোলা আঞ্চলিক কার্যালয়। অতিঃ দৌলতখান ও মনপুরা	০৪৯১-৬২৬৬৪	০১৭১২-০২৬৩০৫	shahabuddin.cpp@gmail.com
৮	জনাব গোলাম কিবরিয়া	উপ-পরিচালক	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়। অতিঃ আশাশুনি	০৪১৭-৩০৬৭৪	০১৫৫৭-৭৮৫৮৮৫	kibriacpp@gmail.com
৯	জনাব মোঃ হাসানুল আমিন	উপ-পরিচালক (প্রশাসন)	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	০২-৯৩৫৩৬২৫	০১৭১১-৩৫৬৫৩২	hasanul.amin@gmail.com
১০	জনাব হাফেজ আহম্মেদ	উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), কক্সবাজার আঞ্চলিক কার্যালয়। অতিঃ টেকনাফ ও মহেশখালী	০৩৪১-৬২৬৯৪	০১৭১২-০২৬৩০৪	hafiz.cpp95@gmail.com
১১	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ	সহকারী পরিচালক	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), মঠবাড়িয়া। অতিরিক্তঃ শরণখোলা	০৪৬২-৫৭৫০৫৫	০১৭১৬-৩৯৮৮১২	latifcpp66@gmail.com
১২	জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন	সহকারী পরিচালক	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), মোংলা। অতিরিক্তঃ দাঁকোপ	মোংলা ০৪৬৫৮-৭৩২১০ দাকোপ ০৪৯২-৩৫৬০২৯	০১৭২৮-৮৩৭৮৬৯	cppalamgir123@yahoo.com

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসুচি (সিপিপি)'র কর্মকর্তাবৃন্দের নাম, পদবী, কর্মস্থল, ফোন নম্বর, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	দপ্তর/স্টেশন	ফোন নম্বর	মোবাইল	ই-মেইল
১৩	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), কর্ণফুলি। অতিরিক্তঃ সন্দ্বীপ	০৩০২-৭৫৬০৩০	০১৭১৬-৫২৩৮৪২ ০১৯২৪-১০৬০১১	nazrulcpp@yahoo.com
১৪	জনাব মেছপা-উর রশীদ	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	০২-৯৩৫৩৬২৫	০১৮১৯-১৬৯২১৯	maspa.cpp@gmail.com
১৫	জনাব মোঃ মোকাম্মেল হক	সহকারী পরিচালক	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), চরফ্যাশন। অতিরিক্তঃ বোরহান উদ্দিন	০৪৯২-৩৭৪০০৪	০১৭১৮-২০০২৩০	mokammal.cpp@gmail.com
১৬	জনাব মুনীর চৌধুরী	সহকারী পরিচালক	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), পেকুয়া। অতিরিক্তঃ চকরিয়া ও কতুবদিয়া	০৩৪২-৮৫৬১৯৩	০১৭১২-৫৩৩৫৯০	munir.cpp@gmail.com
১৭	জনাব মোঃ মামুনার রশীদ	সহকারী পরিচালক	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), শ্যামনগর। অতিরিক্তঃ কয়রা	০৪৭২-৬৪৪০৪৮	০১৭৪১-৫১৭০৮০	mamun.cpp@gmail.com
১৮	জনাব মুন্সী নূর মোহাম্মদ	সহকারী পরিচালক	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), লালমোহন। অতিরিক্তঃ তজুমুদ্দিন	০৪৯২-৫৭৫৬৪১	০১৭২০-৮০৯৫৭৩ ০১৯২৫-০৯৭১০০	munshinurmohammad760@gmail.com
১৯	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম	জুনিয়র সহকারী পরিচালক	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), আনোয়ারা। অতিরিক্তঃ বাঁশখালী	০৩০২-৯৫৬০৪২	০১৮১৭-৫২৬৮৬২	anowara@cpp.gov.bd
২০	জনাব আছাদ উজ্জামান খান	জুনিয়র সহকারী পরিচালক	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), কলাপাড়া। অতিরিক্তঃ আমতলী ও তালতলী	০৪৪২-৫৫৬৪৯৯	০১৭১২-২০০৭৪২	asaduzzaman.cpp@gmail.com
২১	জনাব কে.এম. মাহতাবুল বারী	জুনিয়র সহকারী পরিচালক	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), আমতলী	০৪৪৫-২৫৬৩৬৫	০১৭১৬-১৫৬৮২৮	mahatabul.cpp@gmail.com
২২	জনাব মোঃ মাজহারুল হক	জুনিয়র সহকারী পরিচালক	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), কোম্পানীগঞ্জ অতিরিক্তঃ সোনাগাজী	০৩২২-৩৫৬০২৮	০১৭১৫-৩১৭৮৪৭	rubel_cu_76@yahoo.com
২৩	জনাব মোঃ বদিউজ্জামান	জুনিয়র সহকারী পরিচালক	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) হাতিয়া।	০৩২২-৪৫৬০৫৭	০১৭৩৩-২৫২০০১	gmbodi.cpp@gmail.com
২৪	জনাব হাসনাইন ইমতিয়াজ শিহাব	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	০২-৯৩৫৩৬২৫	০১৯১২-২৮১১৫১	hasnainshihab@yahoo.com



জাকির হোসেন মিরাজ
উপজেলা টীম লিডার
সিপিপি বরগুনা সদর উপজেলা
বরগুনা।

স্বেচ্ছাসেবক

(ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি, সিপিপি'র উপকূলের ৫৬ হাজার নিবেদিত প্রাণ স্বেচ্ছাসেবকদের সম্মানে উৎসর্গকৃত)

স্বেচ্ছাসেবক বলে কাকে জান কি?
নিজের খেয়ে তাড়ায় মোষ মান কি?
স্বেচ্ছাসেবক চায়না কিছু বিনিময়,
যখন কাছে ডাকে কেউ দুঃসময়।
স্বেচ্ছাসেবক তিনি হবেন কীর্তিমান,
সমাজসেবায় হবেন তিনি সুমহান।
স্বেচ্ছাসেবক পাবেন কিছু ভাবেন না,
হয়তো তাকে কেউবা করেন করুণা।
স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন যারা অতীতে,
কাজ করেছেন তারা নিজের গতিতে।
স্বেচ্ছাসেবক কেউবা আছেন লেবাসে,
ভাবতে হবে তাদের কিছু ভুল আছে।
স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন একজন তেরেসা,
সেবাদানের জন্য তিনি হলেন মা।
দেশের স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন সিপিপি,
সারা বিশ্বে সুনাম আছে জান কি?

সিপিপি'র বিভিন্ন কার্যক্রমের স্থিরচিত্র











সিপিপি'র বিভিন্ন কার্যক্রমের স্থিরচিত্র













MR. CLASE HAGSTROEM

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বরের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের পর বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য লীগ অফ রেড ক্রস এন্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ এর প্রতিনিধি হিসাবে ১৯৭১ সালের জুন মাসে জনাব হেগষ্ট্রম বাংলাদেশে আগমন করেন। দীর্ঘ ছয়মাস অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সম্পূর্ণ উপকূল ভাগ সরেজমিনে তদন্ত ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং লীগ অফ রেড ক্রসের অনুমোদন লাভ করেন। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জনাব হেগষ্ট্রমের দূরদর্শিতা ও প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে এই কর্মসূচি পুনর্গঠিত হয়। এবং কর্ম তৎপরতা শুরু হয়। কর্মসূচির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের পর ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে তিনি বাংলাদেশ ত্যাগ করেন। মানবতার সেবায় জনাব হেগষ্ট্রম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সদালাপী, হাস্যোজ্জ্বল এবং নিষ্ঠাবান। মানুষের প্রতি ভালবাসাই ছিল তার জীবনের মূলমন্ত্র। ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাসে সুইডেনের ষ্টকহোমে তাঁর নিজস্ব বাসভবনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসাধারণের নামে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তিনি তাঁর বিধবা স্ত্রী এবং দু'টি পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করি।

রেড ক্রস/রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের ৭টি মূলনীতি

Humanity
মানবতা

কোন প্রকার ভেদাভেদ ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সাহয্যের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বত্র মানুষের দুঃখ-দুর্দশা প্রতিরোধ ও উপশম করার চেষ্টা করে। জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা এবং মানুষের সম্মান বজায় রাখা এর উদ্দেশ্য। এই আন্দোলন পারস্পরিক সমঝোতা, বন্ধুত্ব, সহযোগিতা এবং সকল জাতির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে।

Impartiality
পক্ষপাতহীনতা

এই আন্দোলন জাতি, গোত্র, ধর্মীয় বিশ্বাস, শ্রেণী বা রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে কোন বৈষম্য করে না। কেবলমাত্র প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই আন্দোলন মানুষের কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করে এবং সর্বাধিক বিপদাপন্ন ব্যক্তিদেরকে সাহায্যের অগ্রাধিকার দেয়।

Neutrality
নিরপেক্ষতা

সকলের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের উদ্দেশ্য এই আন্দোলন সংঘর্ষ কালে কোন পক্ষ অবলম্বন করে না বা কোন সময় রাজনৈতিক, গোত্রগত, ধর্মীয় বা আর্দশগত মতবিরোধে অংশগ্রহণ করে না।

Independence
স্বাধীনতা

এই আন্দোলন স্বাধীন। মানব সেবামূলক কাজে সরকারের সহায়ক হিসেবে জাতীয় সোসাইটি নিজ নিজ দেশের আইনের অধীনে ন্যস্ত থাকলেও আন্দোলনের নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করার জন্য তাদেরকে অবশ্যই নিজস্ব স্বাধীনতা বজায় রাখতে হবে।

Voluntary Service
স্বেচ্ছামূলক সেবা

একটি স্বেচ্ছাসেবামূলক ত্রাণ সংগঠন হিসেবে এই আন্দোলন কোন প্রকার স্বার্থ বা লাভ অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করে না।

Unity
একতা

কোন দেশে কেবল একটি রেড ক্রস বা রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি থাকবে। সকলের জন্য এর দ্বার অবারিত থাকতে হবে। দেশের সর্বত্র এর মানব সেবামূলক কর্মকাণ্ড বিস্তৃত হতে হবে।

Universality
সার্বজনীনতা

সম-মর্যাদা সম্পন্ন এবং পরস্পরকে সাহায্যের জন্য সমান দায়িত্ব ও কর্তব্যেরে অধিকারী জাতীয় সোসাইটিসমূহ নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট বিশ্বব্যাপী একটি সার্বজনীন আন্দোলন।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

CYCLONE PREPAREDNESS PROGRAMME (CPP)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি-এর যৌথ কর্মসূচি

A Joint Programme of Government of Bangladesh and Bangladesh Red Crescent Society

প্রধান কার্যালয়

৬৮৪-৬৮৬, রেড ক্রিসেন্ট সড়ক, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোনঃ ৮৮-০২ ৯৩৫৩৮১৬, ৮৮-০২ ৯৩৩৭৯৪৮, ৮৮-০২ ৯৩৫৩৬২৫

ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২ ৯৩৩৮৪০১

ওয়েব সাইটঃ www.cpp.gov.bd ই-মেইলঃ info@cpp.gov.bd